চেনা ছকে অচেনা কথা—৩

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা-৩

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

(৩)

(চতুর্থ শ্রেণির জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা

(Chena Chake Ochena katha)

ভাবনা ও পরিকল্পনায়ঃ
দিব্যগোপাল ঘটক
প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাস্তব রূপদানেঃ

শ্রীমতি স্বপ্না দাশ
সৃজনমূলক কৃত্যালি বিশেষজ্ঞ

শ্রীমতি সুদেষ্ণা মৈত্র
বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক

শ্রীমতি সুস্মিতা ঘটক
শিশুশিক্ষা বিশেষজ্ঞ

শ্রী দেবাশিস মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক ও আই সি টি পরামর্শদাতা

শ্রীমতি দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়
অক্ষর বিন্যাস

অদ্রীশ দাশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

প্রকাশকঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেলঃ ahead@aheadinitiatives.in

প্রকাশ কালঃ ২০২০

প্রাসঙ্গিক কথা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা কোনও 'ইভেন্ট' নয়। সমাজ-সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের অঙ্গ। শিক্ষা কেবল বই পড়া, মুখস্ত করা আর পরীক্ষার দেওয়ার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাকে জীবনমুখী করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আবাসভূমির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরে। যদি আমরা ২০০৫ সালের 'জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা'য় আলোকপাত করি তাহলে দেখব, সেখানে বলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনাই শিক্ষকের একমাত্র হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সহায়তা করতে হবে। শিশুদের জ্ঞানের মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের একটা সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে শিশুরা তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে পারে। শিশুর পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা এবং সংস্কৃতি যে প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা তাদের অনুভাব করানো প্রয়োজন।

শিশুদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের ভেতর এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই ঘটে। সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যবই 'পাতাবাহার' ও 'আমাদের পরিবেশ'-এর ভিত্তিতে কিছু বাছাই করা কৃত্যালি নিয়ে আমরা রচনা করেছি 'পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা' নামে একটি পৃথক গাইডবুক, যেটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্থানীয় এলাকার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাতে অনুঘটকের কাজ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেরকম ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করান সেটা করাবেন। তার পাশাপাশি এই কৃত্যালিগুলি সম্পাদন করলে শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনই অন্যদিকে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও জ্ঞান উভয়ই বাড়াতে পারবে। পাঠগুলির অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর সামর্থ্য ও মূল্যবোধের ধারণা বৃদ্ধি করতে যেহেতু সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিশুর মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলিকেই শিক্ষকদের কাছে স্পষ্টভাবে এই দিশা-পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মূল্যবোধের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই দিশা-পুস্তিকাটি 'চেনা ছকে অচেনা কথা'- ৩ নামে এই বইটি আলাদাভাবে রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর যদি তাদের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কৃত্যালিগুলি অনুশীলনের জন্য এই পুস্তিকাটি অনুমোদন দেন তাহলে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশ্লিস্ট আবাস-উপযোগী স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নানান রসদ খুঁজে পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে শিক্ষা কার্যকরীভাবে হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক। এই দিশা-পুস্তিকাটি রূপদান করার জন্য যাঁর বহুমুখী অবদান কখনই ভোলার নয়, তিনি শ্রী দিব্যগোপাল ঘটক মহাশয় (প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। তাঁর নিবিড় প্রচেষ্টা ছাড়া এই বইটি আমরা কখনই প্রকাশ করতে পারতাম না। এই বইটির সৃজনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন শ্রীমতী স্বপ্না দাশ, সুদেষ্ণা মৈত্র, সুস্মিতা ঘটক, দেবাশিস মণ্ডল, দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ দাস ও অমিত দাস। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই অসম্ভব কাজকে কখনই সুচারুভাবে সম্ভব করা যেত না। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর বাকি সকল সাথীদের সুপরামর্শ ছাড়া এই বইটি সমৃদ্ধ হতে পারত না। সেকারণে তাদের কাছেও আমরা ঋণী। আমরা মনে করি এই দিশা-পুস্তিকাটি তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে অনুশীলন করাবেন। আর তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, আমরাও সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

কলকাতা

সূচিপত্র

ক. পাঠ্যপুস্তকঃ পাতাবাহার

১। নরহরি দাস..... ৫

২। ছেলে বেলার দিনগুলি..... ১৪

৩। আমাজনের জঙ্গলে..... ২০

৪। দক্ষিণ মেরু অভিযান..... ২৯

৫। অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়..... ৩৩

৬। নদী পথে..... ৩৮

৭। যতীনের জুতো..... ৪২

৮। মায়া দ্বীপ..... ৫০

খ. পাঠ্যপুস্তকঃ আমাদের পরিবেশ

১। জীবজগৎ..... ৫৮

২। আবহাওয়া ও বাসস্থান..... ৬৩

৩। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা..... ৭৩

৪। জীবিকা ও সম্পদ..... ৭৬

৫। আমাদের আকাশ..... ৮৫

৬। মানুষের পরিবার ও সমাজ..... ৯১

৭। আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ..... ১০৩

গ. পরিশিষ্ট (ক) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ পাঠ্য পুস্তক
পাতাবাহার..... ১০৯

ঘ. পরিশিষ্ট (ক) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ
পরিবেশ পরিচিতি..... ১১৪

ঙ. পরিশিষ্ট (খ) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা
পাতাবাহার..... ১৩০

চ. পরিশিষ্ট (খ) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা
পরিবেশ পরিচিতি..... ১৩৩

ছ. পরিশিষ্ট (গ) পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ..... ১৩৬

জ. পরিশিষ্ট (গ) পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ..... ১৩৭

পাঠ্যপুস্তকঃ পাতাবাহার

(১)

নরহরি দাস

লোক কথার ধাঁচে এই গল্প। লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর। গল্পটিতে শরীরে দুর্বল এমন এক ছাগলছানা কিভাবে বুদ্ধিবলে বলবান বাঘকেও পরাস্ত করল তার হাস্যরসাত্মক কাহিনী আছে। এখানে তিনটি উপভাবমূল নিয়ে কাজ হয়েছে।

উপ ভাবমূলঃ

(ক) প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা পশুপাখি--- তাদের জীবন ধারনের পদ্ধতি, স্বভাব, শিশু লালন ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি।

(খ) পশু পাখীদের প্রতি প্রেম সহানুভূতি, এ বিষয়ে সামাজিক কর্তব্য।

(গ) উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্ম বিশ্বাস—এই দুটি গুণের মাধ্যমে মানুষ বড় হতে পারে।

উপ ভাবমূলঃ—প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে পশুপাখি--- তাদের জীবন ধারনের পদ্ধতি, স্বভাব, শিশু লালন, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি।

- কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে 'মানস মানচিত্র' Mind mapping তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ-

প্রকৃতি, গাছ, স্বাধীনভাবে, স্বাধীন চেতনা, কাছাকাছি, পোকামাকড়, ডিম ফুটে, লোকালয়, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য গ্রহণ, কৌশল, শিকার ধরা, মায়ের যত্ন, স্নেহ, শিশু সুরক্ষা, বাসা বোনা, ওড়ার কৌশল, দেখভাল করা।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

আমাদের চেনা পাখি কাক। ভোর হতেই ডাক দেয়। বটগাছ, আম গাছে বাসা বাঁধে। কখন কখন নদীর ধারে বড়ো গাছে এরা বাসা বাঁধে। লোকালয়ের কাছে থাকে। এঁটো কাঁটা সবই খায়। কাছাকাছি গাছে তাঁরা থাকে। তবে এক একটি বাসায় কাক ও কাকী থাকে। এক সঙ্গে চার পাঁচটি ডিম পাড়ে। মা কাক ডিম ফুটে বাচ্চা হলে খুব নজরে রাখে। সকাল হতেই বাবা কাক বেড়িয়ে পড়ে খাবার খুঁজতে।

টুনটুনিকে দর্জি পাখি বলে। দুজনে মিলে ঠোঁট দিয়ে বাসা বানায়। মা টুনটুনি বাচ্চাদের দেখভাল করে। বাবা টুনটুনি ফুলের মধু আর পোকা মাকড় ধরে আনে।

হাতি দলে বাস করে। দলের মধ্যে বাচ্চারা থাকে। নদীতে বড়ো হাতিরা বাচ্চাদেরকে শুঁড় দিয়ে স্নান করায়। মা দিদিমা তাদের ঘিরে রেখে পথ চলে।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

কাক বাসা করেছে বট গাছে। ডিম পেড়েছে। মা কাক তা দিচ্ছে। একটা কাক বলল, 'শোনো একটা কথা, এখানে কোকিল তার ডিম রেখে গেছে। নিজের ডিমে তা দাও শুধু। বড়ো কাক শুনল। বলল- কেন একথা বলছ? মা কাক তো সব সময় এই কাজ করে। এ নিয়ে গোলমাল কিসের। সবাই মিলে থাকাই তো ভালো'।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

বট গাছ। এক কাঠবেড়ালি থাকে। সকাল হয় হয় সে বাদাম গাছে যায়। বাদাম গাছ দুলে ওঠে। ফুড়ুৎ করে সে নেমে আসে। নিজে বাদাম খায়। ছানাদের এনে দেয়।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের

মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন পশু পাখির আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তা পর্যবেক্ষণ করে তাদের নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নথিভূক্ত করবে। পরে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করবে। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে সেগুলি হল পশুপাখিদের খাদ্য, বাসা তৈরি, সন্তানের সুরক্ষা, স্নেহ ইত্যাদি।

শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নজর রাখতে হবে যে পারস্পরিক বিনিময় ও আলোচনার সময় যেন কয়েকটি বিষয় অবশ্যই উঠে আসে যেমন পশু-পাখিকে ভালোবাসা/অত্যাচার না করা ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি যাতে শিশুরা আলোচনার সময় ব্যবহার করে তাও দেখতে হবে।

কৃত্যালি- ৩

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে এবং চরিত্রগুলি ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। এবং শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন কোন চরিত্র কোন কোন মূল শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বিরক্ত কোরো না

চরিত্র- মেনি পুষি/ দু'জন বাচ্চা, দু'জন দরজা,/ঠাকুরমা/মা-/বাবাই/পাঁচজন বন্ধু/একজন মাস্টার মশাই (ছড়া বলতে বলতে দুজন একটা লাঠি ও একটি ওড়না নিয়ে প্রবেশ করবে এবং দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। লাঠির দুদিক দুজনের কাঁধে দিয়ে ওড়নাটিকে লাঠির উপর এমন ভাবে দিতে হবে যাতে মনে হয় যেন দুদিকে দরজার পর্দা।)

(মায়ের প্রবেশ। হামাগুড়ি দিয়ে মেনির প্রবেশ।)

মাঃ- কি রে মেনি, তুই খাবি না? খাবার গুলো যে পড়ে আছে!

ঠাকুমাঃ- আজ ও খেতে পারবে না।

মাঃ- কেন মা?

ঠাকুমাঃ- আমার মনে হয় ওর পেট ব্যথা করছে। আজকালের মধ্যে হয়তো প্রসব করবে, ওর বাচ্চা হবে।

মাঃ- যা, মেনী, ওটাই তোর নিশ্চিত জায়গা,(ভেতরে গিয়ে বিড়াল শোয়ার মত করে শুয়ে পড়বে)

ওমা ওর কি বুদ্ধি বেছে বেছে গুদাম ঘরটা তে ঢুকলো। কিছু কাগজ ছেড়া কাপড় গুছিয়ে নিয়েছি, ও ওখানে আরাম পাবে। যাই, বাবাইকে ঘুম থেকে উঠাই। মাস্টারমশাই আর বাচ্চাগুলো এসে পড়বে। (সবার প্রস্থান)

কি হলো মেনির বাচ্চাগুলোর কি হলো দেখি যাই। (ছুটতে ছুটতে বাবাই ও পিছন পিছন ঠাকুমার প্রবেশ।)

বাবাইঃ- আমি দেখব, আমি দেখব। কি সুন্দর বাচ্চা দুটো দেখতে পাচ্ছি। কটা হল কে জানে?

ঠাকুমাঃ- ওকে এখন বিরক্ত না করাই ভালো।

বাবাইঃ- আমি কোলে নেবো।

ঠাকুমাঃ- এখন না। ওরা এখন ছোট্ট। ওদের চোখও ফোটে নি।

বাবাইঃ- মেনি পুষি ওদের কাছে নিয়ে কেন চেটে খাচ্ছে?

ঠাকুমাঃ- চেটে পরিস্কার করছে। ও'তো মা, তাই।

(৪/৫ জন বাচ্চা ও মাস্টারমশাইএর প্রবেশ)

বাবাইঃ- দেখবি আয় মেনি পুষির বাচ্চা হয়েছে।

মাঃ- না। এখন না। ওকে বিরক্ত কোরও না। আমি ব্যাগ নিয়ে আসছি। তোরা পড়ার ঘরে যা। যাই ওদের মাদুর বিছিয়ে দি

(পর্দা সরিয়ে সবাই বাচ্চাগুলোকে দেখতে গেল।)

কোরাসঃ- দেখি! দেখি, কটা বাচ্চা? ও বাবা! দাঁত বের করে তাড়া করলে। কেন কামড়ে দেবে নাকি? জানিনা কটা বাচ্চা।

ঠাকুমাঃ- (প্রবেশ)-কি হয়েছে বাবাই? চেঁচামিচি কিসের? কি করছ এখানে?

বাবাইঃ- দেখ ঠাম্মা, আমার বন্ধুরা দেখতে গেল বলে মেনি তাড়া করল। কামড়াতে আসছে।

(এই ভাবে নাটকটি কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাঝে বাবাই ও তার বন্ধুরা লাঠি দিয়ে মা বিড়াল ও তার বাচ্চাদের খোঁজাখুঁজি করবে এবং নিজেদের মধ্যে নানান সংলাপ বলবে। মেনি বিড়াল তার বাচ্চাদের নিয়ে একদিন পাশের গলিতে আশ্রয় নেবে। তাই দেখে শিশুরা দুঃখ পাবে। বাবাই এর ঠাকুমা এ নিয়ে ওদের বুঝিয়ে বলবে। তারা তখন অঙ্গীকার করল যে আর কখন পশুপাখিকে বিরক্ত করবে না। তারপর মেনি আবার বাবাইদের বাড়ি ফিরে এল। এর পরের অংশটি তৈরি করে দেওয়া হল।)

বাবাইঃ- দেখ, মেনি বাচ্চাদের নিয়ে ফিরে এসেছে। খুব ভালো খবর। আমার ভালো লাগছে। ওদের নাম দিয়েছি রানী আর টনি। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে। মেনি ওদের সব রকম কৌশল শেখাচ্ছে— কিভাবে- লাফিয়ে ওঠা, এদিক ওদিক যাওয়া, নেংটি ধরে মারা, মাছ চুরি করা--- দেখাচ্ছিল মেনি

মাঃ- বুদ্ধি আছে, উপস্থিত বুদ্ধি।

বাবাঃ- আত্মবিশ্বাস আছে।

ঠাম্মাঃ- পশু-পাখিদের বিরক্ত করো না। ওদের সাহায্য করাই উচিত।

কোরাসঃ- আমরা আর পশু পাখিদের বিরক্ত করবো না।

আঘাত করবো না। হত্যা করব না। সাহায্য করব।

করব-- করব।

(বলতে বলতে সকলের প্রস্থান)

নাটক শেষ হলে সমস্ত শিক্ষার্থী দলে নাটকের মূলকথা নিয়ে আলোচনা করবে। সে সময় তার সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি ব্যবহার করবে। এই ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিটি দলে যথাযোগ্য সাহায্য করবেন।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

ছড়া

বিষয়টিকে নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছড়া তৈরি করতে উৎসাহ দিতে পারেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

আমাদের মেনি পুষি
দুষ্টু সে ভারি।

ইঁদুরের সাথে তার
বড় আড়ি আড়ি।

- কৃত্যালি নং- ৩/২

পশু পাখিদের যে বিরক্ত করা উচিৎ নয়। এ নিয়ে বিভিন্ন ছবি সম্বলিত গল্পের বই শিশুদের পাঠের জন্য আনতে হবে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি উন্নত করে তুলতে হবে এবং সেই বইগুলি দলে পড়তে দিতে হবে। পড়ার পর তারা গল্পটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কৃত্যালি নং– ৪

গুগুল অনুসন্ধান করলে এমন অনেক ভিডিও পাওয়া যাবে যেখানে বিভিন্ন গৃহপালিত পশু বা বাড়ির আশে পাশের পাখির বা তাদের জীবন ধারনে নানান অভ্যাস ও পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলি তৈরি হয়। সেগুলি দেখিয়ে শিশুদের মধ্যে পশু পাখির প্রতি তাদের সহমর্মিতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আঘাত করা, বিরক্ত করা বা হত্যা করা যে গর্হিত কাজ সে সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। তারাও যে মা বা বাবা হিসেবে পরিবারের ছোটদের যত্ন ও সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপরের শব্দ জাল থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে ব্যবহার করে তাদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্য করবেন।

উপ ভাবমূল—পশু পাখীদের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি, এটি এখন সামাজিক কর্তব্য।

কৃত্যালি নং– ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

খাঁচায় বন্দি না করা, ব্যথা লাগে, পশুদের প্রতি সহানুভূতি, ঢিল ছোঁড়া, লাঠি দিয়ে মারা, আঘাত লাগা, অবহেলা না করা, যন্ত্রণা না দেওয়া, দুঃস্থ পশুপাখিদের আশ্রয়, গাছে গাছে হাড়ি বাঁধা, পশু পাখি হত্যা আইন নিষিদ্ধ, শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক-একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

মায়ের সাথে অমু আসছিল, দেখল একটা কুকুর ছানা- কুই কুই করছে। দৌড়ে গেল। সাইকেলে ধাক্কা খেয়ে পায়ে খুব লেগেছে। অমু কোলে তুলে নিল। পাশে চায়ের দোকান ছিল। "কাকু কাকু একটু জল দাও না"- বলল অমু। চায়ের দোকানী জল দিল। অমুর মা ছুটে গিয়ে হাতের রুমাল দিয়ে ক্ষত বেঁধে দিল। অমুর মা চায়ের দোকান থেকে খুরি করে একটু দুধ এনে দিলেন। অমু খেতে দিল কুকুর ছানাকে। এর মধ্যে মা কুকুর এসে গেল লেজ নাড়তে নাড়তে। অমু দুজনকেই আদর করল।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

দুপুরবেলা খুব ঝড় উঠল। পাখির ছানা দুটো প্রায় পড়ে যাচ্ছে। ইলু শীলু দুজনেই ঐ ঝড়ে নিজেদের মশারি এনে ধরল গাছের তলায়। পাখির ছানা দুটো খড় ডাল সুদ্দু পড়ে গেল। মা পাখি ডাকতে থাকল। ইলু শীলু ঝড়ে দাঁড়িয়ে পাখির ছানা বাঁচাল।

- কৃত্যালি নং- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

শীতের দুপুর। একটি বিড়াল ছানা দরজার সামনে বসে মিউ মিউ করছে। রাখি ছুটে গেল। দেখল বিড়ালছানা কাঁপছে। রাখি দৌড়ে নিজের একটা চাদর বিড়ালের গায়ে দিয়ে দিল। এক বাটি দুধ দিল। বিড়াল দুধ খেয়ে রাখির পায়ের কাছে চলে এল।

- কৃত্যালি নং- ৫/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পরিবারে বা পাড়ায় যদি কোন পরিচিত পশু প্রেমী মানুষ থাকে তার কথা সবাইকে জানানো এবং তাকে বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা। সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে ঐ পশু বা পাখির বিভিন্ন অভ্যাস ও ঘটনার কথা শোনা। ২ নং এবং ৬ নং কৃত্যালি উভয়ক্ষেত্রেই এই একই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যাবে।

কৃত্যালি নং– ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিশুরা বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির ছবি আঁকতে পারে। প্রতিটি শিশুর ছবি বোর্ডে আটকে প্রদর্শন করানো এবং তাদের উৎসাহিত দেওয়া যায়। শিশুদের বলা যেতে পারে ‘প্রতিটি ছবির ওপরে একটি করে মন্তব্য লিখে দাও’। যেমন--- মিষ্টি

টিয়া, কাজের পাখি কাক, তর্কবাজ শালিক ইত্যাদি।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং– ৮

দৃশ্য শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

গুগুল অনুসন্ধান করলে এমন অনেক ভিডিও পাওয়া যাবে যারা প্রতিদিন নিয়মিত পশু পাখিদের জন্যে কোন না কোন কাজ করে থাকেন। এই সমস্ত মানুষের কাজ দেখার পর শিশুদের মধ্যে তা আলোচনার জন্যে রাখা যায়। মনে রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি ব্যবহার করে তাদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপভাবমূলঃ উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্ম বিশ্বাস—এই দুটি গুণের মাধ্যমে মানুষ বড় হতে পারে।

কৃত্যালি নং– ৯

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জাল---বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসী হওয়া, বুদ্ধি প্রয়োগ, উপায় বের করা, সিধান্ত নেওয়া, ধৈর্য, চালাকি, ভেঙ্গে না পড়া, বিপদে ভয় না পাওয়া, এগিয়ে যাওয়া

- কৃত্যালি নং- ৯/১

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজ পাঠ

নদীর পাশে আছে কচি কচি সবুজ ঘাস। এই কচি ঘাস খেতে মা ছাগল ও তার ছানা আসে। একদিন একটা হাতির বাচ্চা এল। বলল, ‘আমি এখানে খেলব, ঘুরব, যা খুশী করব, সরে যা। নয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেব’। ছোট হাতি হলেও ছাগল ভয় পেল। এ’তো রাক্ষসের মতো বড়ো। মা বলে দিয়েছে বিপদে স্থির থাকতে হবে। বুদ্ধিমান ছাগল ছানা ভাবতে লাগল। ভয়ে ভয়ে হাতিকে বলল, ‘আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। তবে এখানে ঘাস ছাড়া কিছুই নেই। তুমি ওদিকে গেলে,’কথা শেষ না হতেই হাতি শুঁড় নিয়ে তেড়ে এল। উপস্থিত বুদ্ধি লাগিয়ে চালাকি করে বলল হাতিকে, হাতি মামা, ও হাতি মামা, ফল খাবে? ফলের নাম শুনে কান নামিয়ে নরম সুরে বলল, ফল কোথায়, এখানে তো বড় বড় ঘাস’। ‘ঐ দিকে আছে, আমাকে পিঠে তুলে নাও’, ছাগলছানা বলল। আমি তোমায় মিষ্টি ফল দেব। হাতি বসল। ছাগলছানা পিঠে উঠল। ছাগল ছানা এবার ফল গাছের কাছে নিয়ে এল। হাতি বেজায় খুশি হল। খেতেই থাকল। আরাম করার জন্য একটু বসল। এই সুযোগে ছাগল পিঠ থেকে নেমে ছুটে চলে এল বাড়িতে।

- কৃত্যালি নং- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে

বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

সহজ পাঠ

- কৃত্যালি নং- ৯/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

রেবার পড়তে ভালো লাগত না। খুব সুন্দর আলপনা দিত। সেলাই করত। দিদিমণি এসে রেবাকে বলেন,'তোর যা গুণ আছে তাই দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়। উপায় বলছি, শুনবি? রেবা বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল "হ্যাঁ"। দিদিমণি বললেন- "আমি গল্প বলি তুই আঁকতে থাক"। তাই হল। মেয়েটি ক্লাসে পড়ায় ভালো করতে লাগল। বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো করল। দিদিমণি বললেন- 'তোর আত্মবিশ্বাস তোকে এখানে নিয়ে এসেছে'।

- কৃত্যালি নং- ৯/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

শরীর খারাপ, স্কুলে যেতে পারি নি। পড়া হয় নি। সামনেই পরীক্ষা। নিজের মনের জোরে পড়ি। লিখে লিখে পড়ি। বেশ ভালো ফল করলাম। এবার বুঝেছি, লেখাপড়াটা 'ফুঃ' আসলে চাই ধৈর্য। চাই নিজের ওপর বিশ্বাস।

- কৃত্যালি নং- ৯/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ধরা যাক, বিদ্যালয়ের অঙ্গনটি পাথরে বাঁধানো। এবার শিক্ষক মহাশয় একটি সমস্যা রাখলেন। তিনি ওখানে একটি কুমড়ো গাছের চাষ করতে চান। শিশুদেরকে দলগত ভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ করা হল। এখানে শিশুরা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই কর্মসূচি দলগতভাবে সম্পন্ন করছে তা দেখতে হবে এবং তাদের আলাদা করে রিপোর্ট দিতে বলা হবে। যেমনঃ গাছটি হয়ত লতিয়ে লতিয়ে বড় হচ্ছে। তা হলে এর সমাধান কি হবে? সবটাই শিশুরা নিজেদের উপস্থিত বুদ্ধি ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমাধান করবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য শিশুরাই বিকল্প সমাধান সূত্র গড়ে তুলবে।

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

গল্প বলা একটি মজার কাজ। শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস আর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মজার গল্প পরিবেশন করবে। গল্পের শেষে তারা তাদের গল্পের মূল কথা বুঝিয়ে বলবেন। উল্লিখিত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ও বাঁদরের দল নিয়ে কোন গল্প বলে এই ধরনের কাজ শুরু করতে পারেন। শিশুরা বাবা, মা, দাদু, ঠাকুমা, দিদিমা দের কাছ থেকে গল্প শুনে আসতে বলবেন এবং শ্রেণি কক্ষের মধ্যে সেগুলি পরিবেশন করতে বলতে পারেন। এই নিয়ে স্থানীয় কোন দাদু বা দিদাকে ডেকে এনে শিশুদের গল্প শোনানো যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

গুগুল অনুসন্ধান করলে এমন অনেক উপস্থিত বুদ্ধির ভিডিও পাওয়া যাবে। শিশুকে সেগুলি ডাউনলোড করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। বিভিন্ন পশু পাখি অথবা মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতা কিভাবে বিভিন্ন জীবন সমস্যা দূর করতে পারে এই নিয়ে ভিডিও গুলি করা যেতে পারে। এরপর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যাতে ব্যবহার করতে পারে তা শিক্ষক শিক্ষকা নজর রাখবেন।

কৃত্যালি নং- ১৩

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ চর্চাঃ

মস্তানি, চমৎকার, জন্তু, গর্ত, মন্ত্রণ, তেড়ে আসা, আশ্চর্য, পাঞ্চাশ, ভয়ানক, জিজ্ঞেস, অন্ধকার, নিশ্চন্ত, চালাকি, বিপদে, স্থির থাকা, আত্ম বিশ্বাস, উপস্থিত বুদ্ধি, স্বাধীনতা, বুদ্ধিমান, ভয়ে-ভয়ে, রাক্ষস-টাক্ষস, গ্রাস-নিশ্বাস, সর্বনাশ, যত্ন, প্রাণী, হতভাগা, কড়ি

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

বনের পাশে একটি বড় পাহাড়। সেইখানে থাকত ছাগল পরিবার। মা ছাগল আদর যত্নে বাচ্চা ছাগলটিকে গর্তের ভেতরেই রাখত। বাইরে বেরোলে যদি বাঘে খেয়ে ফেলে, তাই। গর্তের বাইরে যেতে দিত না। ছাগল ছানাটি একটু বড় হল। সেই সময় একদিন গর্তের বাইরে ছাগল ছানাটি দেখল, মস্ত বড় একটা ষাঁড় ঘাস খাচ্ছে। সে ষাঁড় টিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল- সে এমন কি খায় যে এত বড়? উত্তরে শুনল 'ঘাস'। তখন সে অবাক হয়ে ভাবল- তার মা ও তাকে ঘাস খাওয়ায়, তার মা ও ঘাস খায় তবু তারা এত বড় নয়। ছাগল ছানা ষাঁড়কে বলল কি এমন ঘাস যা খেয়ে ষাঁড় এত বড়। উত্তর এল – যেখানে অনেক বড় বড় ঘাস আছে, সেখানে গিয়ে তারা ঘাস খায়।

ছাগলছানা তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে বলল। ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল সেই জায়গায়। মহা আনন্দে সেই ছাগল ছানা ঐ বড় বড় ঘাস খেতে লাগল। প্রায় সন্ধ্যের মুখে সে আর নড়তে চড়তে পারে না, অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছে।

বাড়ি ফিরবে কি করে? কি করবে না বুঝে ষাঁড়কে ফিরে যেতে বলল সে নিজে কাছের একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। সেটা ছিল শেয়ালের গর্ত। রাতে শেয়াল গর্তে ঢুকতে গিয়ে বুঝল সেখানে অন্য কোন প্রাণী আছে। বাইরে থেকে ডাক দিল—ওখানে কে রে? ভিতর থেকে উত্তর এল—"সিংহের মামা আমি নরহরি দাস! পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস"। শেয়াল খুব ভয় পেয়ে ছুটে গেল বাঘের কাছে। সেখানে গিয়ে সব বলল। বাঘ গেল রেগে। চলল দেখতে ব্যাপারটা কি। শেয়াল নিজেকে বাঘের লেজের সাথে বেঁধে নিল। বাঘ যদি পালায় তবে সে যাবে কোথায়? দুজনে একসাথে গর্তের সামনে এল এবং ওদের দেখে গর্তের ভিতর থেকে ছাগল ছানা বলে উঠল—"দূর হতভাগা! এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি/ তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি"। সেই শুনে বাঘ ভয় পেল। ভাবল শেয়াল বেটা তাকে জব্দ করবে বলে ইচ্ছে করে নিয়ে এসেছে। নিজেকে বাঁচাতে বাঘ দিল দৌড়। এদিকে লেজে বাঁধা শেয়াল, দৌড়াতে গিয়ে দুজনেই খুব ব্যাথা পেল। ভয়ে একটা গাছের ওপর উঠে পড়ল। নরহরি দাসের ভয়ে তারা দুজনেই মহা বিপদে পড়ল।

এদিকে ভোর হতেই ছাগল নিশ্চিন্তে নিজের গর্তে ফিরে এল।

- কৃত্যালি নং- ১৩/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

(২)
ছেলে বেলার দিনগুলি

এই পাঠ্যাংশটিতে ছেলেবেলার খেলা, দুষ্টুমি মজা নিয়ে নানান ধরনের অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে। এখানে মূলত দুটি উপভাবমূল রয়েছে।

উপভাবমূল: ক) প্রথাগত খেলাধূলার বাইরে শিশুদের ইচ্ছামুখী স্বাধীন ছোটাছুটি, মজা ও আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতার খেলা এবং সেগুলির মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব দলবদ্ধতা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিকাশ।

খ) খেলার ছলে ছবি ছড়া গল্প তৈরি করতে করতে শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ।

উপভাবমূলঃ প্রথাগত খেলাধূলার বাইরে শিশুদের ইচ্ছামুখী, স্বাধীন, ছোটাছুটি, মজা ও আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতার

খেলা এবং সেগুলির মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব দলবদ্ধতা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিকাশ।

কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জাল-

খেলাধুলা, খুশিমত, স্বাধীনতা, মজা পাওয়া, দুষ্টুমি করা, অনুকরণ হৈ হুল্লড়, চর্চা, দেওয়া নেওয়া, ইচ্ছে খুশী, অভিজ্ঞতা, ছোটাছুটি, এক্কা দোক্কা, ড্যাং গুলি, কবাডি, খো খো, ফুটবল, হার জিত, দুঃখ না পাওয়া।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজপাঠঃ

চুটুরা লুকোচুরি খেলছে। চটু মাদুর জড়িয়ে নিল নিজেকে। এইভাবে লুকিয়ে রইল অনেকক্ষন। কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। ডাকাডাকি শুরু করল সবাই। এমন সময় দৌড়ে রকি লেজ নাড়াতে নাড়াতে ঘরে ঢুকল। অণু বলল- এই রকি, চটু কোথায় রে? সে ঘেউ ঘেউ করে এল, ছুটে গেল পাকানো মাদুরের কাছে। চটু ধরা পড়ে গেল। কত দুষ্টুমি আর মজা করল সবাই। সারাদিন এক্কা দোক্কা, ড্যাং গুলি, কবাডি খেলা। কেউ হারল, কেউ জিতল। খেলায় তো হার জিত আছেই। ওতে কেউ রাগ করে না।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

ও পাড়ার সঙ্গে ম্যাচ । ফুটবল খেলা। যেতে হবে। অসীমেরা প্রায় তৈরি। দুদিন বাকি। হঠাৎ নবুর পায়ে কাঁটা ফুটল। ডাক্তার দেখান হল। তিন দিন কিচ্ছু করা নিষেধ। নবু চুপ চাপ শুয়ে রইল। ওকে যে গোল কিপার করা হয়েছে সেই কথাই সবাই ভাবছে। নবুকে জার্সি পরে আসতে হল। খোঁড়াচ্ছে। অনেকে তাকে খেলতে নিষেধ করল। সে বলল

বাপিদার তো জ্বর কেউ নেই গোলে দাড়ানোর মত। একসঙ্গে খেলারই মজা। চল চল”

- কৃত্যালি নং- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

সবাই বসেছে ছবি আঁকতে। ভালো ছবি প্রাইজ পাবে। সুমি আঁকছিল। পেনসিলের খোঁচা লাগল, কেটে গেল হাত। আঁকতে পারছে না। বিশু এঁকে দিল। নিজের আঁকা হল না। সুমি পুরস্কার পেল না। খুব মন খারাপ। পরের বার সাবধান হবে। আবার প্রাইজ পাবে। এই বিশ্বাস তার আছে।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন প্রথাগত খেলার বাইরে কি কি ধরনের খেলার কথা জানি।

এ বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খেলার কথা জেনে আসতে বলবেন। এমন কিছু প্রচলিত বা অপ্রচলিত খেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে যা তাদের বাড়ির বড়রা ছেলেবেলায় খেলতেন, কিন্তু এখন বিশেষ দেখা বা শোনা যায় না। সেই সব খেলার নাম এবং কিভাবে খেলাটি খেলতে হয় এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রী তথ্য সংগ্রহ করবে। শ্রেণিকক্ষে সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান করবে ও খেলাধুলা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করবে এবং টিফিনে বা অবসর সময়ে তারা খেলাগুলি খেলবে। ছাত্র-ছাত্রীরা এর মধ্যে থেকে কিছু মজার খেলা খেলতে পারে অথবা ওই খেলার সাথে কিছু পরিবর্তন করে নতুন কোন খেলা তৈরি করতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে ও যৌথভাবে কাজের দক্ষতাও গড়ে উঠবে।

কৃত্যালি নং– ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ- শিশুদের থেকে শুনবেন তারা কি কি খেলা করে এবং তার নিয়ম কি কি। তারপর যে খেলাটি এই মুহূর্তে শিশুদের খেলার উপযোগী বলে মনে হয়, খেলাবেন যেমনঃ রুমাল চুরি/হা-ডু-ডু/ডাংগুলি/পিট্টু/ছোঁয়া ছুয়ি/ বুদ্ধিমন্ত। বাচ্চাদের কাছ থেকে আরও কি কি নতুন খেলা সম্পর্কে জানা যায় দেখুন। বাড়ির ঠাকুমা-দিদিমা/বাবা-জ্যেঠু কি কি খেলা শিখিয়েছেন তা জানবেন। কয়েকটি খেলার খুঁটিনাটি দেওয়া হল।

বন্ধু খোঁজা- সবাই সবার বন্ধুকে ভালো করে দেখে নেবে, তার পর সবাই চোখ বন্ধ করবে। টিচার বন্ধুদের ধরে ধরে এলো মেলো করে দেবেন এরপর বন্ধুকে খুঁজে বের করতে হবে। (চোখ বন্ধ কোন শব্দ হবে না)

রাজারানী- টিচার সব শিশুদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন। রাজা বললে দাঁড়ান আর রানি বললে বসা। ভুল করলে পচা অর্থাৎ বাদ। (মনসংযোগ বাড়ে এবং শারিরিক ব্যায়াম হয়।)

গো- স্ট্যাচু- গোল হয়ে দাঁড়িয়ে , গো বললে চলবে। স্ট্যাচু বললে থামবে। একটু নড়লে আউট। (মনসংযোগ বাড়ে)।

কৃত্যালি নং– ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত শিশুদের খেলা নিয়ে কোনো ভিডিও দেখাতে পারেন। ঐ খেলা গুলির মধ্যে কোনোটি ভালো লাগলে তা শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের মধ্যে অভ্যেস ঘটাতে পারেন। তবে বেশি জোর দিতে হবে নিজেদের মতো করে খেলাগুলিকে সাজিয়ে নেওয়ার উদ্যোগকে। যে দল নতুন নতুন খেলা আবিষ্কার করতে পারবে সে দলকে পুরস্কৃত করতে পারেন।

উপভাবমূল– খেলার ছলে ছবি ছড়া গল্প তৈরি করতে করতে শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ।

কৃত্যালি নং– ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দজালঃ

পছন্দ, প্রথম, বসে, মজাই মজা, কল্পনা শক্তি ও তার বিকাশ, ছড়া তৈরি, শব্দ মেলানো, ছবি থেকে গল্প, গল্প থেকে ছবি, রাউন্ড, গুটি খেলা, উদ্ভট কল্পনা, লুডো, চাইনিস চেকার, দাবা, বাঘ-বন্দি খেলা, ঘর কন্নার খেলা, রান্না বান্না, হাড়ি কুড়ি, পুতুল ঘর, পুতির গয়না, বাদানুবাদ।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

স্কুলে বসে বসে খেলা চলছে। মেমোরি গেম চলছে। খেলা হবে বই এর নাম নিয়ে। ঊষসী প্রথম বলল– 'মহাভারত', সীমাকে বলতে হল প্রথমে 'মহাভারত' এবং তারপর তার নিজের পচ্ছন্দসই কোন বইএর নাম। 'পাগলাদাশু'। এরপর উমা 'মহাভারত', পাগলা দাশু বলার পর আবার নিজের পছন্দের বই এর নাম- বলল 'রামায়ন'। কিন্তু পরের রাউন্ডে উমা বইএর নাম টা দিল গুলিয়ে। ব্যাস! আউট।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির

শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

রিয়া ঘরকন্না খেলা খেলে। সাথে তুলি আর বুলবুলি। রান্না বান্না হবে। সাথে ছোট ছোট হাড়ি কুড়ি। রিয়া পুতির মালা বোনে। তুলি পুতুলকে পোশাক পরায়। বুলবুলি রান্না বসায়। মায়ের রান্নাঘর থেকে আনে আনাজ পাতি। কাচি দিয়ে টুকরো করে। তারপর ছোট্ট কড়াইয়ে রান্না। সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে খায়। না, খাওয়ার ভান করে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

লুডো খেলা চলছে। পুলুর লাল গুটি। কালুর নীল গুটি। মিলুর গুটি হলুদ। শীলুর সবুজ গুটি। শীলু ছয় ফেলল। ব্যাস, তিনটে গুটিই কাটা। কালুর ভাগ্যে ছয় নেই। পিলু হলুদ গুটি খেয়ে নিল। এই নিয়ে বাদানুবাদ। কালু খেলবে না আর। খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল। সবাই বলল বস, বস। আবার শুরু হল খেলা। লুডো খেলা।

- কৃত্যালি নং- ৫/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিটি শিশুকে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে একটা ছড়া কিম্বা একটা গল্প শিখে আসতে বলবেন। এগুলি নিয়ে ছড়া বলার আসর বসবে শ্রেণিকক্ষে। শেষ হলে শুরু হবে গল্প দাদুর আসর। এই গল্পের আসরে এলাকার কোন ভালো গল্প বলিয়ে দাদু/দিদিমা কে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গল্পের শেষে দলে বসে শিশুরা কে কি বুঝল তাই নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের মতামত জানাবে।

কৃত্যালি নং– ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

গল্প তৈরি করার মজা যেমন- শিক্ষক মশাই সব শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। শিক্ষক মশাই গল্প শুরু করবেন। একটু বলার পর থেমে যাবেন, তারপর টিচার তার ডানদিকের শিশুটিকে বলবেন 'এরপর থেকে তুমি বলো'। সে কিছুটা বলার পর তাকে থামিয়ে পরের জন বলবে। এইভাবে চলতে থাকবে। শেষের জনের বলা হয়ে গেলে যেটা তৈরি হলো সেটা বলবেন শিক্ষক মশাই। প্রথম দিনে শিশুরা বলতে চাইবে না তারপর মজা পেয়ে গেলে সবাই বলার চেষ্টা করবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

শিক্ষক মশাই শুরু করলেন।

“এক গাঁয়ে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। তার নাম বংশী, সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশুনা খেলাধুলায় বংশী খুবই ভালো। বাবা দিনমজুর। অভাবের সংসার। কিন্তু বাবার বুক ভরা স্বপ্ন, তার বংশী বড় হয়ে স্কুল মাস্টার হবে। তার বৌ বলে না, আমার বংশী ডাক্তার হবে। তখন একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে বংশী খেলতে খেলতে বলে-- আমি পুলিশ হব।

‘এরপর তুমি বলো’ এইভাবে সবাই বলার পর একটা সুন্দর গল্প তৈরি হবে।

- কৃত্যালি নং ৭/১

চেনা গল্প থেকে ছড়া তৈরি পদ্ধতিঃ

শিক্ষক গোল হয়ে শিশুদের নিয়ে বসবেন এবং বোকা কাক ও চালাক শেয়ালের গল্পটা বলে দেবেন। এর পর গল্পটি মাথায় রেখে একটা ছড়া বলবেন। যেমন-

শিক্ষকঃ- ডালে বসে কাক ডাকে কা কা কা

প্রথম জনঃ- বনেতে শিয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া

এরপর একটি ছাত্র বা ছাত্রী পরের দু লাইন বানাবে এবং বলবে।

- ২য়- ময়রার দোকানে গোল্লা মিঠাই

এরপর আর একজন শিক্ষার্থী আরও দু লাইন বানাবে।

- ৩য় - ভরা ছিল মিষ্টি কড়াই কড়াই
- ৪র্থ - টুপ করে ঠোটে তুলে নিয়ে গেল কাক
- ৫ম - ময়রার লোকজন দেখে তো অবাক।
- ৬ষ্ট - শিক্ষক ছড়া তৈরির সময় অন্তমিলের শব্দগুলি দিয়ে দিতে পারেন। যেমন এখানে হবে 'মিঠাই' ও 'কড়াই' এবং 'কাক' ও 'অবাক'।
- কৃত্যালি ৭/২

অনুরূপ ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন গল্প ও ছড়ার সূত্রপাত ঘটিয়ে নিজে ঐ ছড়া গল্পগুলি নিয়ে শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে তৈরি করতে সাহায্য করবেন। এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং– ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষকশিক্ষিকা শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে অডিও ভিসুয়াল ক্লীপের সাহায্য নেবেন। ছেলেবেলার নানা খেলা, অভ্যাসের চিত্র তুলে ধরে শিক্ষক শিশুদের নিজেদের ছেলেবেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করবেন। এইরকম নানা খেলার ভিডিও তুলে এনে শিশুদের দেখানো যেতে পারে।

কৃত্যালি নং– ৯

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

আনমনে, থল থলে, পুতির গয়না, গুরুগম্ভির, আসতে আসতে, ভেবে ভেবে, ধীরে, ধীরে, শক্ত, কুড়িয়ে নিয়ে, মজবুত, ঘর কন্না, রান্না বান্না, হাড়ি কুড়ি, হাতা বেড়ি, অপ্রস্তুত, উদ্ভট কল্পনা, উপক্রম, স্বপ্ন, আনন্দ, চেঁচামিচি, গল্প স্বল্প, অগ্নি কান্ড, অনিষ্ট, হাসি, যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্বেষ, নিভানো, নিশান-টিশান।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সার সংক্ষেপঃ

নতুন বাড়িটি ছিল জ্যাঠামশাই আর পিসিমার বাড়ির কাছে। তাই জ্যেঠতুতো, পিসতুতো ভাইবোনরা চলে আসত সুযোগ পেলেই। ছাতের কোণে ঘোলা জল থেকে গঙ্গামাটি নিয়ে গোলাগুলি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলত। দুপুরে চাকর বাকরেরা ঘুমিয়ে পড়লে দুষ্টুমি শুরু করত। উনানের মধ্যে গুলি গুঁজে দিয়ে আসত। একদিন জ্যেঠামশাইএর বাড়িতে পটগুলটিশ খেলা হচ্ছিল, এমন সময় জ্যেঠামশাই এর পায়ের শব্দ শুনে সবাই লুকিয়ে পড়ল। জ্যেঠামশাইকে সবাই ভয় করত। জ্যেঠামশাই এর কাছে সবাই ধরা পড়ে যায়। জ্যেঠামশাই সব শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আরেকদিন চোর পুলিশ খেলা হচ্ছিল। দাদা পুলিশ। লেখিকার হাতে ছিল সাপ মুখো বালা সেটিকে ঘুরিয়ে হাতকড়া তৈরি করল দাদা। তারপর লেখিকাকে ধরে ফেলল।

ক্রিকেট খেলত ছাদে। দিদির সঙ্গে পুতুল খেলাও ছিল মজার। পুতুলের বিয়ে দিত। পুঁতির গয়না তৈরি করত। আরেকটি মজার খেলা ছিল রাগ দেখানো। মজার রাগ দেখানো খেলা ছিল। আরেকটি খেলা হল কবিতা বানানোর খেলা। অন্ত মিল থাকলেও সব সময় সেটি কবিতা হয়ে উঠত না।

ছোটবেলা থেকেই পুণ্যলতা (লেখিকা)র দাদা কবিতা লিখতেন। তার দেখাদেখি ছোট বয়সে লেখিকাও লিখতে শুরু করলেন। একদিন খাতায় ফুল লতা এঁকে গল্প লিখেছিলেন। একদিন পুণ্যলতা বসার ঘরে লেখার খাতা নিয়ে লেখালেখি করছিলেন। সেই সময় ওনাকে বসিয়ে বাবাকে ডাকতে গেল ছোট পুণ্যলতা। বসার ঘরে খাতা রয়ে গেল। খাতাটি চোখে পড়ে বাবার বন্ধুর। তিনি প্রশংসা করলেন এবং অসমাপ্ত গল্পটি শেষ করে দিলেন। খুব মন খারাপ হয় পুণ্যলতার। তার মনে হল লেখাটি মাটি হয়ে গেছে। লেখিকার বাবা বিদেশে গেলে মজার মজার কবিতা ও ছবি পাঠাতেন। বড়ো হয়ে ওনার মনে হত সেগুলি থাকলে সত্যি একটা মজার বই হত।

- কৃত্যালি নং- ৯/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিন গুলিতে ‘হাতে কলমে’ অংশটি করাবেন।

(৩)

আমাজনের জঙ্গলে

এই গল্পে আদিম জনজাতির একটি ছেলের সঙ্গে আমাজনের জঙ্গলে নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত একটি শিশু কিভাবে কিছু সময় কাটাল এবং আদিম সভ্যতা সম্পর্কে কি কি ধারণা নিয়ে সে ফিরল এই নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা আছে। এখানে দুটি উপভাবমূল চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপভাবমূল- ক) মানব সভ্যতায় ভাষাই একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম নয়। ছবি, কৃৎ কলা, অঙ্গ ভঙ্গি, ইশারা শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করা যায়।

খ) অরণ্য কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা ও নগরকেন্দ্রিক মানব সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বন জঙ্গল ও অরণ্যের প্রতি সভ্য মানুষের সচেতনতার অভাব এবং বৃক্ষ ধ্বংস করে এলাকার দ্রুত রূপান্তর সাধন।

উপভাবমূল- মানব সভ্যতায় ভাষাই একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম নয়। ছবি, কৃৎকলা, অঙ্গ ভঙ্গি, ইশারা শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করা যায়।

কৃত্যালি নং– ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

ইশারা, ঢাক, পশুর আওয়াজ, অঙ্গ ভঙ্গি, ছবি আঁকা, ছবি একে বোঝানো, হরবোলা, মূকাভিনয়, ধ্বনি আওয়াজ, বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার, ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ, ভাব প্রকাশের মাধ্যম, আদিম সভ্যতা, সভ্য জগত।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

ছোট মেয়েটি পথ হারিয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। দূরে চিকচিক করছে পথ। ছুটে গেল। মরুভূমিও নয়, জলও নয়। কাঁদতে শুরু করল। হঠাৎ একটা বড়ো হাতি এল। বলল, ‘কাঁদছ কেন’। মেয়েটি উত্তর দেওয়ার আগেই একটা হনুমান, একটা কাক এল। বলল, ‘হাতির পিঠে চড়। বাড়ি পৌঁছে দেব’।

মেয়েটি পিঠে চড়ল। মজা লাগল। দেখল বড়ো বড়ো গাছের পাতা। সেগুলি ধরল। পাখির ডাক শুনল। হঠাৎ শুনল ঢাকের শব্দ। হাতি বলল, ভয় নেই। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলছে বনের মানুষেরা। এইবার মেয়েটি দেখল হুইসিল বাজছে। 'হাতি বলল, ‘তোমায় খুঁজতে বনে অনেকে এসেছে'। এইখানের মানুষেরা ইশারায় কথা বলে’। এই ভাবে চলতে চলতে হাতি মেয়েটিকে নদীর পারে নিয়ে এল। মেয়েটির মা দাঁড়িয়েছিল, কোলে তুলে নিল।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং

শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে পানুবাবু। খুব খিদে পেয়েছে। ওনার কথা কেউ বুঝতে পারছেনা। ইশারা করে জল চাইলেন। তারপর একটা দোকানে দেখলেন চিঁড়ে। অঙ্গভঙ্গি করে বুঝিয়ে চিঁড়ে কিনলেন চিনি আর জলও কিনলেন। খেয়ে নিলেন।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতরপাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির জন্য)

তুলি বলে কম। দেখায় বেশি। চোখে কথা বলে, রাগ হয়েছে, চোখে বোঝায় সে। দুঃখও বোঝা যায়, মিনু খুব কথা বলে, তুলি বলে 'চুপ'। তার আঙুল মুখে। চোখ বড় বড় করে।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ধরনের ভাষা সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তাদের আত্মীয় পরিবার প্রতিবেশীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। যেমন ধরো-

আন্দামানের জারোয়াদের সাথে একটি দ্বীপে বা দক্ষিণ ভারতের কোন একটি রাজ্যে কেউ বেড়াতে গিয়েছিল কিন্তু তাদের ভাষা তার জানা নেই। তখন সে কিভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল?

(১) ইঙ্গিতে (২) ছবি এঁকে (৩) কোন কিছু দেখিয়ে (৪) অন্য কারো সাহায্যে অথবা (৫) অন্য কোনভাবে

এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি সমীক্ষা পত্র তৈরি করবেন। সমীক্ষা পত্রের নমুনা দেওয়া হলো ছাত্র-ছাত্রী সংগৃহীত তথ্য নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা ও মত বিনিময় করবে।

নমুনা সমীক্ষা পত্র

যার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তার নাম, বয়স এবং ছাত্র ছাত্রীর সাথে সম্পর্ক তার অভিজ্ঞতা এবং ঐ পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে লিখবে।

ঘটনা/সমস্যাঃ ----------

সমাধান/পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পদ্ধতিঃ ----------

- কৃত্যালি নং- ২/১

আমাদের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রয়োজন ইত্যাদি আমরা কথায় প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকৃতিতে আমাদের সাথে আরও অনেক পশু পাখি জীব জন্তুও বাস করে। তারাও তাদের বিভিন্ন অভিব্যাক্তি প্রকাশ করে, কথা না বলেই। তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি আমরা বুঝতে পারি। শিক্ষক/ শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের পশু পাখির বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং সমীক্ষা পত্রের নমুনা নিচে দেওয়া হল। শ্রেণিকক্ষে ফিরে ছাত্র ছাত্রী সমীক্ষা পত্রের তথ্যের আদান প্রদান করবে। সমীক্ষা পত্রে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হল। তবে এর বাইরে বিশেষ ভাবে নজর পড়ছে এমন কোন অভিব্যক্তি ও তার নথিভুক্ত করতে পারে।

নমুনা সমীক্ষা পত্র—

তোমার বাড়ির পাশের বাড়ির পরিচিত কোন পশু পাখিকে ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং লেখো-

ক) খিদে পেলে কি করে
খ) ব্যথা পেলে কেমন করে
গ) প্রিয়জন কাছে গেলে কেমন আচরণ করে
ঘ) বিরক্ত হলে কি করে
ঙ) রেগে গেলে কেমন করে
চ) তাদের ছোট ছানাদের কেমন করে আগলে রাখে—ইত্যাদি।

কৃত্যালি নং– ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

(ক) ইশারায় কিছু বোঝানোর খেলা। প্রথমে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে বসবেন।

এবার শিক্ষক একটা কলম নিয়ে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবেন এটা কি? সবাই বলবে- কলম।

শিক্ষক বলবেন, দেখো এটাকে আমি অন্যভাবে ব্যবহার করব। তিনি কলম নিয়ে মোবাইলের মতো করে কথা বলবেন শব্দ না করে অঙ্গভঙ্গিতে।

শিশুরা বলে উঠবে ফোন করছেন মোবাইল ফোন ইত্যাদি

শিক্ষক বলবেন, তোমরা দেখলে আমি কলমটাকে কেমন ফোন বানিয়ে দিলাম। এই ফোন আর কেউ করতে পারবে না। এবার একজন করে এসো কলম টিকে নাও, মুখে শব্দ নয়, শুধু অঙ্গভঙ্গি দেখে আমরা বলব তুমি কি করছ।

এরপর একজন করে শিশুদের মাঝখানে আসবে আর একটি একটি কাজ করবে। যেমন ছাতা, টর্চ, গিটার, নিড়ানি, ঢোল, হারমোনিয়াম, গ্লাস ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ভাবে কলমটিকে ব্যবহার করবে শিশুরা।

(খ) এবার কলমটির সাথে টিচার আর একটি বস্তু দিলেন। আর বলুন এবার এই দুটি বস্তু এমনভাবে বদলাতে হবে যেন এরা একে অপরের পরিপূরক, অর্থাৎ একটি অন্যটি ছাড়া চলবেন যেমন—শিল-নোড়া, দেশলাই, কাঠি, কড়া-খুন্তি, ডিগি তবলা ইত্যাদি।

এই খেলায় শিশুর মনোযোগ বাড়ে ও সৃষ্টি শক্তি বাড়ে।

(গ) মাইম বা মূকাভিনয়ঃ-

বস্তু পরিবর্তন খেলার পর শিশু অঙ্গভঙ্গি শিখে গেছে।

এবার শিক্ষক বলবেন 'কোন বস্তু না নিয়ে তুমি দেখাও যে

(১) তুমি ঝড়-বৃষ্টি কাদার মধ্যে কেমন করে হাঁটবে
(২) প্রখর রোদের তাপে কেমন করে চলবে

(৩) রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সাপ দেখতে পেলে
(৪) একটা কুকুর তোমাকে তাড়া করেছে ইত্যাদি'
(৫) কোনো শিশুকে বলতে পারেন তুমি সকালের ঘুম থেকে ওঠা শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত কি কি করো ইশারায় দেখাও।
(ঘ) কয়েকজন মিলে বসে এ নিয়ে নাটকও করতে পারে।

কৃত্যালি নং– ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। কিছু শব্দ বা আওয়াজ ও সাথে সাথে কাজ দিয়েও শব্দ ও আওয়াজের গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে। যেমন ঘণ্টা বাজানর সাথে সাথে শিশুরা খাওয়ার ঘরের দিকে দৌড়ানো শুরু করল। কোনও হরবোলার অনুষ্ঠানও দেখানো যেতে পারে। এইগুলি দেখানোর পর নীচের প্রশ্ন গুলি নিয়ে আলোচনায় বসতে পারে শিশুরা।

(ক) কথা বলা ছাড়াও আর কি কি ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।
(খ) আদিম জগতের মানুষ এবং সভ্য জগতের মানুষদের মধ্যে এ ব্যাপারে পার্থক্য কি কি?
কথা বলতে না পারা আদিম মানুষের চলমান ছবি দেখিয়ে এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে দিতে পারেন শিক্ষকশিক্ষিকারা।

উপভাবমূল- খ) অরণ্য কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা ও নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা

কৃত্যালি নং– ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জাল

অরণ্য, বনের মানুষ, বন জঙ্গল, ইট কাঠ, পাথর, সবুজ প্রকৃতি, দূষণ, ধোঁয়া, কারখানা, কোলাহল, যানবাহন, মানুষের ভিড়, অসহযোগিতা, নোংরা, আবর্জনা, দুর্গন্ধ মুক্ত রাখা, অট্টালিকা, সামাজিক মানুষ, সহযোগী মানুষ, সবুজ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, কোলাহল হীন, নির্মল পরিবেশ, বাজার, মল।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না।

সহজ পাঠ

রাহুলের বাড়ির কাছেই কারখানা। চারিদিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। বন ছিল। গাছ কেটে ঘর বাড়ি, বসতি কারখানা হয়েছে। গাড়ি, লরির ধোঁয়া। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বন জঙ্গল বাঁচাতে হবে। গাছ না কেটে গাছকে অন্য জায়গায় সরানো প্রয়োজন।

রাহুলের সব বন্ধুরা মিলে গাছ বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে লাগল। স্কুলের কাছের মাঠে গাছ লাগাল। পাড়ার চাএর দোকানের পাশে ছোট ছোট টবে কারিপাতা আর একটা ফুলের গাছ রাখল। দোকানের মালিক হারু কাকাকে বলল- 'কাকা জল দিও গাছে কিন্তু'। সরস্বতী পুজোতে যে যে বাড়ি থেকে চাঁদা নিয়েছে সব বাড়িতে গাছের চারা দিয়েছে। ওদের বিশ্বাস গাছ বড়ো হলে দূষণ কমতে পারে। ওদের এই কাজ দেখে সবাই খুশী।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

চারিদিকে ধোঁয়া। ধোঁয়া থেকে বাঁচতে গাছ লাগানো হল। তবু গাছকে বাঁচানো যাচ্ছে না। তাই পাড়ার খুড়ো এসে সার দিলেন তাদের যত্ন করে বাঁচালেন। তার পর থেকে পাড়ার ছোটরা গাছের যত্ন করতে শিখল। ওরা লাগাল আম গাছ কারি পাতার গাছ। খুব তাড়াতাড়ি গাছগুলো বেড়ে উঠল, ঐ ধুলোর মাঝেই বাড়তে লাগল।

- কৃত্যালি নং- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠ (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

গাছ কাটবে না। গাছের পাতা ছিড়বে না। ওদের ব্যথা লাগে। গাছ বাঁচাতে হবে। গাছ আমাদের বন্ধু। গাছ বাঁচলে আমরা বাঁচি। যত পারো গাছ লাগাও। সবুজ পৃথিবী। নতুন পৃথিবী।

- কৃত্যালি নং- ৫/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদেরকে পরিবারের বয়স্কদের কাছ থেকে এলাকার রূপান্তর নিয়ে নিম্নলিখত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেনঃ-

(১) ৫০ বছর আগে ওদের পাড়ায় কতগুলো পুরানো গাছ ছিল
(২) পাড়ায় আশে পাশে কি কি ঝোপ জঙ্গল ছিল?
(৩) পাড়ার রাস্তা ঘাট কেমন ছিল
(৪) সে সময়কার মানুষেরা কেমন ছিল

(৫) কোন সময়টা ওদের কাছে এখনও প্রিয়

এই তথ্যগুলো তারা দু এক কথায় লিখে এনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং দলগত মতামত জানাবে।

কৃত্যালি নং– ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন।

নাটক- নতুন সভ্যতা

চরিত্রঃ- সূত্রধর , ৫/৬ জন গ্রামের লোক, ৪/৫ জন শহরের লোক

একটি যুক্তি তর্কের নাটক 'নতুন সভ্যতা'। অভিনয় করবে নগর ও গ্রামের বসবাকারী শিশুর দল। মিউজিক চলবে। তালে তালে দুই দিক দিয়ে লাইন দিয়ে শিশুরা ঢুকবে। দুই দলেরই সামনের জনের হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড থাকবে-"এসো মিলে মিশে থাকব, নতুন সভ্যতা গড়ব"। মঞ্চের মাঝখানে সূত্রধর দাঁড়াবে, দুটি দল দুই দিকে বসবে।

সূত্রধরঃ- নমস্কার, দুই দলের প্রথম দুই বন্ধুর পরিচয় পর্ব হবে। বিষয় থাকবে তারা যেখানে থাকে তার আশেপাশের কি কি আছে তা নিয়ে বর্ণনা করবে।

শহরবাসী ১ম বন্ধুঃ- আমি শহরে থাকি, আমার চারপাশে প্রচুর ফ্লাট (বড় বাড়ি), ঘর, গাড়ি, অনেক কলকারখানা, নামী দামী হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বড় বড় রাস্তা, স্টেশন, ট্রেন বাসের ভীর, নিত্য বাজার, ফুটপাত, মানুষ জনের হইচই, সুইমিংপুল, খেলার পার্ক।

গ্রামবাসী ১ম বন্ধুঃ- আমি এসেছি জঙ্গলের কাছাকাছি একটা গ্রাম থেকে। আমার বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছ পালা, খাল বিল আছে। একটু এগোলে জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলে অনেক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় আছে। লতা পাতা, কুড়ি ফুল, ফল, চারিদিক সবুজ আর সবুজ, চাষের জমি আছে, টাটকা ফল, শস্য, সবজি ফলে, স্বচ্ছ নীল জলের পুকুর খাল বিল আছে, তাতে আনেক রকমের মাছ পাওয়া যায়। (সকলে হাতে তালি দিয়ে উঠল)

সূত্রধরঃ- খুব সুন্দর বলেছ তোমরা। এবার দুই দলের অন্য দুই বন্ধু এসো, আলাপ কর, কার বাড়িতে কে কে থাকে। কেমন তোমাদের বাসস্থান।

শহরবাসী ২য় জনঃ- আমি একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি। তাতে দুটো শোবার ঘর, একটা খাওয়ার, একটা রান্না ঘর আর একটা স্নানের ঘর। রঙ্গীন টিভি, সোফা, খাট, আলমারি, ফ্রিজ, ওয়াসিং মেশিন, রান্নার গ্যাস, মাইক্রোওয়েভ আছে। বাড়িতে আমি, বাবা, মা আর আয়া মাসি থাকে। ঠিকে মাসি এসে কাজ করে দিয়ে চলে যায়।

গ্রামবাসী ২য় জনঃ- আমাদের বাড়ি বেড়ার অথবা মাটির দেওয়াল, টিনের অথবা খড়ের চাল, রান্নার জন্যে ছোট একটা চালা ঘর, গরু ছাগলের গোয়াল ঘর, হাঁস মুরগীর ঘর, বড় উঠান, মাটির উনানে কাঠে রান্না করা হয়। মা, বাবা, দাদা-দিদি, ভাই বোন, কাকা, জ্যাঠা, ঠাকুমা, দাদু এক সাথে থাকি। সবাই মিলে সব রকম কাজ মিলে মিশে করি।

সূত্রধরঃ- বেশ, বেশ। দুজনেই খুব সুন্দর বলেছ। এবার তোমাদের বিষয় খাদ্য ও খাওয়া

শহরবাসী ৩য় জনঃ- বাবা বাজার থেকে মাছ মাংস সবজি মাছ আনেন। মায়া মাসি নাক টিপে, ভয় দেখিয়ে

খাইয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করে চলে যায়। আমার কান্না পায়। খাবারের চাপে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।

গ্রামবাসী ৩য় জনঃ- আমাদের ক্ষেতের শাক, ফল, সবজি শস্য সব টাটকা খাবার খাই। পুকুরের জ্যান্ত মাছ, বাড়ির পোষা হাঁস মুরগীর ডিম খাই। আলাদা করে কেউ খাইয়ে দেওয়ার নেই। আবার বন্যা খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে জমির ফসল নষ্ট হলে উপোষ করতে হয়। না খেতে পেয়ে কষ্ট ও পাই।

সূত্রধরঃ- বা! খুব সুন্দর বলেছ। এবার চতুর্থ বন্ধুর পালা। বিষয়- জঙ্গল আর শহরের কি কি জিনিস আদান প্রদান হয়, কিভাবে হয়।

গ্রামবাসী চতুর্থ জনঃ- আমাদের গ্রাম আর জঙ্গলের শাক, সবজি, ফল মূল, চাল, ডাল, মধু, ঘি, মাখন, ডিম, মুরগী, পাঁঠা ইত্যাদি শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করি। তাতে আমাদের রোজগার হয়।

শহরবাসী চতুর্থ জনঃ- আমাদের শহরের ডাক্তার, ওষুধ, বড় বড় কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল কারখানায় বাড়ীতে বাড়িতে কাজের সুযোগ ইত্যাদি গ্রামের মানুষের প্রয়োজন।

দুই দল [একসাথে]ঃ- আমরা একে অপরের পরিপূরক। গ্রাম ছাড়া শহর একেবারেই অচল। গ্রাম জঙ্গল হল আধুনিক সভ্যতার মা।

সূত্রধরঃ- তবে কি করতে হবে?

দুই দল [একসাথে]ঃ- আমরা এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলব।

সূত্রধরঃ- তবে গাছ না বাড়ি?

সকলে [একসাথে]ঃ- দুটোই দরকার। গাছ লাগাতে হবে বেশি বেশি। প্লাস্টিক বর্জন, পুকুর সংস্কার, কারখানা আর গাড়ির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্কুল কলেজ, বাড়ি হাসপাতাল সর্বত্র গাছ লাগাতে হবে।

কোরাসঃ- গাছ লাগাও গাছ লাগাও

সবখানেতে গাছ লাগাও

লাগায় যারা গাছের চারা

বাঁচবে তারা, বাঁচবে তারা।

শহরও আজ গাছে ভরবে

নতুন নতুন সভ্যতা গড়ব।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একটি আমাজন জঙ্গলের একটি অডিও ভিসুয়াল ক্লীপের সাহায্য নেবেন। জঙ্গলের রূপকে অনুভব করাবেন। শিশুর কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক একটা নির্জন দ্বীপের হারিয়ে যাওয়ার

ছবি দেখাবেন। ছবিটিকে থামিয়ে শিক্ষক নানা প্রশ্ন করবেন। শিশুদের উত্তরগুলোকে বোর্ডে লিখবেন। শিশুর কল্পনাগুলোকে সাজিয়ে ওদেরই সামনে তুলে ধরবেন। এরপর শিক্ষক জঙ্গল ছেড়ে শহরের ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলে থাকা নানা পশুপাখির কথা তুলে ধরবেন। শিশুদের তুলনা করতে দেবেন। ওদের মতামত নেবেন। সেন্টিনিয়াল দ্বীপে কিভাবে বন্ধুতা ও সখ্যতা করার চেষ্টা হয়েছিল তা নিয়ে দ্রশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখানো যেতে পারে। এ বিষয়ে গুগুল এ অনেক চালু ভিডিও রয়েছে। এটি দেখানোর শেষে ঐ দ্বীপে যদি কোন উন্নয়ন করতে হয় তবে কিভাবে করা যেতে পারে তার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটা প্রশ্ন আসতে পারে।

(ক) কলকাতার মত উন্নত শহর করা কি ঠিক?

--- হাসপাতাল

--- ইস্কুল

--- যানবাহন

খ) কিছু মোটা দাগের বিষয় নিয়ে নগর সভ্যতা ও আদিম সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য ও ভালো মন্দ বিচার নিরূপন করা যেতে পারে। এটা হবে মুক্ত চিন্তার আলোচনা। শিক্ষক কোনও কিছু চাপিয়ে দেবেন না।

কৃত্যালি নং- ৯

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

অঙ্গ ভঙ্গি, ইশারা, ঢাক, বাজনা বাজিযে খবর পাঠানো, সংকেত,অরণ্য, জঙ্গল,বন জঙ্গল, সবুজ প্রকৃতি, শান্ত পরিবেশ, জটিলতাহীন জীবন, পারস্পরিক ভালোবাসা, ইট কাঠ পাথর, কোলাহল , কলরব, দূষণ, ধোঁয়া, ধুলো, যানজট, ব্যস্ততা, জটিলতা, নোংরা, ময়লা, আবর্জনা, সবুজ গাছপালার সংখ্যা কম, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা কম। জঙ্গল, বন, অরণ্য, বনের মানুষ, ইশারা, মস্তিষ্ক, ডলফিন, গান-বাজনা, নি:শব্দ, শেষপ্রান্ত, আশ্চর্য, রক্ষাকর্তা, প্রার্থনা, সতর্ক, বিশাল নদী, বিরাট প্রাসাদ, আনন্দে বিভোর, আপনমনে, পূর্ণিমা, বাক্স, গভীর, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি, গাদাগাদি, মরুভূমি, নদনদী, শীত বসন্ত, অদ্ভুদ, কাঠকুটো, একপলক, কোলে তোলা।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সারসংক্ষেপঃ

লেখক যখন ছোট, কাকার সঙ্গে নৌকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। আমাজনের জঙ্গলে নৌকা থেকে সুরেলা বাজনা শোনা গেল। সঙ্গে ছিল উবা, হঠাৎ থেমে যেতেই উবা জলের মধ্যে কী একটা খুঁজতে লাগল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। নীচে বিশাল নদী, মাঝখানে অদ্ভুত স্তব্ধতা। উবা ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বোতো বোতো'। ইশারায় সে জলে বোতোকে দেখাতে চাইছে। লেখক বোতোকে দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। শুনেছিলেন বোতো নাকি আমাজনে বিপদ আপদ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। উবার ইশারায় দেখা গেল খুব লম্বা মতো একটা প্রাণী, তিন-চার হাত জলের নীচে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে ঘুরে চলেছে। তার নাক বা ঠোঁট খুব সরু, লম্বায় প্রায় এক- দেড় হাত। মাথাটি মস্ত বড়ো। আর লেজটি শরীরের শেষ দিকে দুদিকে ভাগ হয়ে আছে। ভারি সুন্দর।

এই প্রাণীটি ডলফিনের মতো দেখতে, পূর্ণিমার রাতে আমাজনে দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। বোতোকে দেখার জন্য সমস্ত নৌকাগুলি ঘিরে রেখেছে। তাতে বোতোর কোন বিরক্তি হচ্ছে না। সে আপনমনে আনন্দে মশগুল হয়ে ঘুরছে। খুব ধীরে ধীরে জলের মাত্র তিন-চার হাত নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও কখনও জলের ওপরে উঠে আসছে সবসময়ই আনন্দে বিভোর মনে হয় সে যেন তার মনের ভিতরের সুরে তালে ছন্দে লয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উবা একদিন হাঁটু গেঁড়ে বসে । লেখককেও বসতে বলে। লেখকের দিকে চোখ রেখে মাটির

উপর কাঠকুটো দিয়ে ছবি তৈরি করতে লাগে। তারপর চোখের ভাষায় জানতে চায় কোন পৃথিবীর মানুষ আমি। বোঝা গেল। উবা কে বোঝাতে লেখক একটা খালি জায়গায় এঁকে দিল কলকাতা, মা, বাবা, স্কুল অনেক কিছু। সব শুনে উবা বলল 'কলকাতা'। ওর মুখে শুনে খুশি হলাম ও একটু পরে অদ্ভুত উচ্চারণে বোঝালো যে কলকাতায় জঙ্গল বা পাখি নেই? সেখানে লেখক থাকে কী করে? ও তো বালি দেশ। কলকাতায় জঙ্গল নেই গাছপালা তেমন নেই তাই উবা লেখককে কলকাতায় ফিরে যেতে নিষেধ করল।

- কৃত্যালি নং- ৯/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

(৪)
দক্ষিণ মেরু অভিযান

এই পাঠ্যাংশের মূলভাব হল অভিযান, অকুতোভয় এবং নতুন আবিষ্কার। এখানে একটি উপভাবমূল আছে।

উপভাবমূলঃ-

রহস্য উন্মোচন, আত্মতুষ্টি ও আনন্দলাভ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকে উপেক্ষা এবং দেশের হয়ে অভিযানে গৌরববোধ।

কৃত্যালি নং- ১

পথ, আবিষ্কার, রহস্য উন্মোচন করা, দলবদ্ধ হয়ে যাওয়া, অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, গৌরব, একে অপরকে সাহায্য করা, শারীরিক কষ্ট, আত্মতুষ্টি, সাহসিকতা দুর্গম, অভিযান, বিপদে দিশাহারা না হওয়া, বিচলিত হওয়া, নির্ভীকতা, মনোবল, অপার সৌন্দর্য, মানসিক তৃপ্তি।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

অভিযানে যাবে সমীর, বাপ্পা, ঋষি। পাহাড়ি পথ, বেশ দুর্গম। ট্রেক করবে। হেঁটে হেঁটে চলেছে। অন্ধকার হয়ে এল। তাবুতে রাত কাটাল। পরের দিন সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হল। সাহস নিয়ে এগিয়ে চলল। ঋষির শরীর কেমন কেমন লাগল। কষ্ট শুরু হল। তাড়াতাড়ি ওষুধ খেয়ে নিল। বলল, 'আমি ঠিক হয়ে গেছি, চল'। শুরু করল পথ চলা। বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। ঠিক করল পাহাড়ের গুহায় রাত কাটাবে। স্থানীয় লোকেরা নিষেধ করল। ওরা পথ দেখিয়ে ওদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করল। ওরাই কোথা থেকে গরম দুধ নিয়ে এল। খেয়ে নিল। পরের দিন পাহাড়ের পথ চলতে লাগল।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

মেঘ করেছে। ঝড় হবে মনে হচ্ছে রাজুর। ঝরে পড়া আম কুড়াবে। চুপিচুপি বাইরে এল। মা বলেন, 'কে?' কোনো উত্তর দিল না। পাশের বাড়ি থেকে পচা, ভোলাও এল। একটি দুটি আম কুড়াতে না কুড়াতে বিদ্যুৎ চমকাল। একটু পরেই ঝড় উঠল। শনশন সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। রাজু, ভোলা, পচা ছুটছে। পথ হারাল ওরা। অজানা পথ। দূরে মাটির ঘর দেখল। ছুটে যেতে চাইল। পড়ে গেল রাজু। বন্ধুরা উঠতে সাহায্য করল। রাজুর পায়ে বেশ লেগেছে। পচা সবার থেকে লম্বা ও শক্তিশালী। রাজুকে কোলে তুলে নিল। কিন্তু ঝড়ের ভয়ে বেশি দূর যেতে পারল না। ধুলোতে চারিদিক প্রায় ঢেকে গেল। সাহস করে একটা গাছের তলায় সবাই শুয়ে পড়ল। টপটপ শব্দ হতে থাকল। আরও ভয় হল। বিপদে বিচলিত হল না। একটু পরে ঝড় থামল। দেখল আম পড়ে আছে। আম কুড়াতে থাকল। রাজুও তুলল। কিন্তু পায়ের ব্যথা শুরু হল খুব। তাই সে গাছতলায় বসে পড়ল। অন্ধকার হয়ে এল। সবারই ভয় ভয় লাগল। দূরে লণ্ঠনের আলো দেখল। আরও ভয় হল। এবার পচা, রাজুর বাবা, পচা দাদার গলা শুনতে পেল। সাহস করে রাজুও ডাক দিল, 'বাবা', পচা ডাকল দাদাকে।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

তপাই আর তনু চলেছে, মাছ চুরি করতে। তখন বেশ রাত। ভেরীর মাছ নেবে। জেলের দলের পাহারা। মাছ লাগবে

এক রোগীর। তার কেনার পয়সা নেই। চারিদিক অন্ধকার। নৌকা আটকে গেল। তপাই নেমে গেল। লতায় আটকেছিল। তনুর পায়ে ঠাণ্ডা কি লাগল। বুঝল সাপ। ভয় পেল। চুপ করেই থাকল। না হলে জেলেরা টের পাবে যে। কথা বলল না। তপু নৌকায় উঠল। জেলেদের জাল থেকে মাছ নিল। কিন্তু জেলেরা বুঝতে পাড়ল। তারা তাড়া করল। তপুরা জোরে নৌকা চালাল। মনে মনে বলল, 'এ মা! ধরতে পারল না'।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যাংশের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, সাহসিকতা, নতুন কিছু জানার/আবিষ্কারের আনন্দ ইত্যাদি গড়ে তোলা। বাস্তবে অভিযানে না গেলেও বর্হিবিদ্যালয় কৃত্যালিতে অনুরূপ কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই বোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

১) শিক্ষকশিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, গাছ ফুল বাড়ি মানুষ ঘটনা ইত্যাদি খুব ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে নোট বুকে নথিভুক্ত করতে বলবেন।

নীচে কিছু পরিস্থিতির নমুনা দেওয়া হল।

(ক) প্রতিদিন আসা যাওয়ার পথে হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল এক অদ্ভুত ধরনের ফুল/ ফল/ গাছ।
(খ) বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে কোনো পোড়ো মন্দিরে ঢুকে পড়ে নতুন কিছু একটা দেখতে পাওয়া
(গ) বিদ্যালয়ের পথের ধারের একটি গাছে খুব সুন্দর এক নাম না জানা পাখি দেখতে পেলে---
(ঘ) বিদ্যালয়ের পিছনের বাগানে পাখির বাসায় সদ্য ডিম ফুটে বেরোনো পাখির বাচ্চা।
(ঙ) নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে পাশের ঝোপে সাপের একটি খোলস পড়ে থাকতে দেখা। ইত্যাদি

এই ধরনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি মনে হয়েছিল কেমন লেগেছিল—তাদের অনুভূতির কথা শ্রেণীকক্ষে ফিরে সকলের সাথে আদান প্রদান করবে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

অভিযানের রোমাঞ্চ পাওয়া গেছে এমন কোনো ঘটনা বা ভ্রমনকে কেন্দ্র করে শিশুরা দলগত ভাবে কোনো কাহিনী বানাতে বা লিখতে পারে। দলের মধ্যে কেউ একজন নিজের মত ছবি আঁকতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে চারটি অডিও ভিসুয়াল ক্লীপের সাহায্য নেবেন। একটি দক্ষিণ মেরুর কিছু ছবি। বরফের রাজ্য। শিশুরা অবাক হয়ে দেখবে। মাঝে মাঝে থামাবেন। ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন

করবেন। ওরা বলবে। তা বোর্ডে লিখবেন। আপনারা উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শিশুদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে যাবেন। শিশুরা সেখানে গেলে কি করবে তা নিয়ে নানা মজার প্রশ্ন করবেন। এরপর আপনি ক্যাপ্টেন স্কটের ছবিটি দেখাবেন। মানুষ কিভাবে দুর্গম জায়গা গুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে তা তুলে ধরবেন। ওদের মতামত নেবেন। কে কে যেতে চায় তা জানতে চাইবেন। তার জন্য তাঁরা কি কি প্রস্তুতি নেবে তাও জানবেন। আর বোর্ডে লিখে রাখবেন। পাশাপাশি আপনি মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান কিংবা বক্সার জঙ্গলে পায়ে হেঁটে অভিযান তুলে ধরবেন। আলোচনায় নানা নতুন শব্দ উঠে আসবে। তা অন্যান্য শিশুরা যাতে প্রয়োগ করে তার সুযোগ করে দেবেন। কোন শিশু কখন বাবা মায়ের সাথে, দাদু, দিদার সাথে কিংবা পাড়ার বন্ধুদের সাথে কোনো অভিযান করেছে কিনা তা জানতে চাইবেন। নতুন মাঠ দেখা, জলা দেখা, সমুদ্র দেখা কিংবা বাড়ি থেকে একটু দূরে ঝপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট পাখির বাসাকে দেখা। এ রকম নানা কাহিনীর কথা জানতে চাইবেন। তখন তাদের মনের ভাব কেমন হয়েছিল তা ওদের বলতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষিকা গুগুল খুঁজে দক্ষিণ মেরু অভিযানের কোনো ছায়াছবি সংক্ষেপে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে তুলে ধরতে পারেন। সেখানে মাতৃভাষায় স্বরক্ষেপন করে দৃশ্যটিকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপটি তৈরির সময় পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে যতটা বেশি করে ব্যবহার করা যায় তা দেখতে হবে। মতামত দেবে কি কারণে স্কট এই ধরনের অভিযানে নেমেছিলেন। তাঁর মধ্যে কি কি গুণ ছিল। যে কোন কাজেই তো বাধা থাকে। তা অতিক্রম করে কিভাবে লক্ষ্য পূরণ করতে হয় সে নিয়ে শিক্ষার্থীরা মতামত দেবে।

কৃত্যালি নং- ৫

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ জালঃ

আবিষ্কার, সমুদ্রযাত্রা অন্তর ,অবসন্ন, অজ্ঞান, অসাধ্যসাধন, জন্মগ্রহণ, তাবু, আকাঙ্ক্ষা, কমাণ্ডার, বিধাতাপুরুষ, তীব্রতর, দ্বীপ, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ মেরু, নভেম্বর, ডিসেম্বর, দলসুদ্ধ, ফেব্রুয়ারি, শ্লেজ, ক্ষুধা, দুরন্ত, অক্সিজেন, অভিযান, সাফল্য, খাদ্য কষ্ট, শারীরিক ক্ষমতা, পরিশ্রম, অজানা পথ, রহস্য উন্মোচন, আনন্দ, টিনের খাবার, ওষুধ, ট্রেক।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সারসংক্ষেপ

অজানা পথের পথিক স্কট। তাঁর জন্ম ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ইজুন ইংল্যান্ডের ডিভন শায়রের এক গ্রামে। স্কটের পরিবারের অনেকে সামুদ্রিক বিভাগে কাজ করতেন। ছোট বয়স থেকে সমুদ্র তাঁকে ডাক দিত। তাই সমুদ্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল। তিনি নতুন পথের সন্ধানে এগিয়ে এলেন। দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে স্কট কমাণ্ডার হলেন। আয়োজক হলেন ‘রয়েল কমাণ্ডার সোসাইটি’। ১৯০১ যাত্রা করলেন। এই যাত্রায় বড় নাবিক হলেন স্যার আর্নস্ট স্যাকটন।

দক্ষিণ মেরুর চারিদিকে ছিল বরফ আর বরফ। বরফের প্রাচীর ভেদ করা বেশ কঠিন। বলা চলে কঠিন। ক্যাপটেন স্কট ছিলেন সাহসী। অজানাকে জানার জন্য এই দুর্গম পথে এলেন। তাঁর দলবল সঙ্গে এল। প্রবল ঠাণ্ডা। পথ চলা বেশ কঠিন। তবুও সব বাধাকে অতিক্রম করলেন তাঁরা। পৌঁছালেন বরফ প্রাচীরে। কনকনে ঠাণ্ডা। এরপর ১৯০২ ফেব্রুয়ারিতে কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে নোঙর ফেলেন। চারিদিকে দারুন ঠাণ্ডা। ঠিক হল স্লেজ গাড়িতে যাবেন। যাত্রা শুরু হল। পথ বেশ কঠিন হয়ে উঠল। এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলেন, পতাকা পোতেন। খাবার রেখে রওনা হন। এইভাবে চলে এল আরও শীতের সময়। নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস। এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় স্লেজের কুকুরগুলি অসুস্থ হতে লাগল। স্যাকলটনও সুস্থ থাকলেন না। অসুস্থ হলেন। অভিযাত্রীরা আরও অসুবিধায় পড়লেন। খাদ্যাভাব দেখা দিল। শ্লেজ গাড়ির কুকুরদের মেরে মেরে খাওয়া হল। কোনভাবে এসে পৌঁছালেন কিংএডওয়ার্ড দ্বীপে। আবার যাত্রা শুরু করলেন।

চাকা দেওয়া শ্লেজ গাড়িতে। ফিরতে বাধ্য হলেন।

১৯০৩ সালেও চেষ্টা করলেন তবে বিফল হলেন। ১৯০৮ এ স্যাকলন দক্ষিণ মেরু যাত্রা করলে ফিরে আসতে হলেন। ১৯১০ স্কট রওনা হলেন। দুর্গম পথ চলতে চলতে ১৯১২তে ঈপ্সিত দেশে পৌঁছে যান। কিন্তু ওনার আগেই নরওযের পতাকা আর কাষ্ঠফলকে আমুণ্ডসেনের বিজয় কেতন লেখা আছে। স্কট এবারে ফিরতে চাইলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতে পড়লেন। অনন্ত তুষারপাতে পথ হারালেন। ইভানিস পড়ে গেলন। বরফ এসে তাঁকে ঢেকে দিয়ে কবর রচনা করল। ওটস বাইরে গিয়ে ফিরলেন না। স্কটের শরীর কাহিল হতে লাগল। ভগ্নশরীরে সমাধিলাভ করল ওই বরফের মাঝে। পরে ক্যাপটেনের মৃত দেহের সঙ্গে ডাইরিও খুঁজে পাওয়া যায়।

(৫)

অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়

বর্ষার দিনে ইচ্ছে খুশী বেড়ানো এবং বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ ও রোমাঞ্চ নিয়ে এই পাঠ্য। এখানে উপ ভাবমূল একটি।

উপভাবমূল–

বর্ষার দিনে স্বাধীন ভাবে নিজের খুশী মত আনন্দ উপভোগ এবং শৈশবের রহস্য রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা।

- কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

দঙ্গল, ফুর্তি, পড়ন্ত বেলা, ঘোট পাকানো, ঘুর পাক খাচ্ছে, উল্টানো ছাতার মতন, পুবে বাতাস, বিদ্যুৎ নেই, মনের ডানা মেলে ওড়া, স্বাধীন ভাবনা, ইচ্ছে ডানা, গা ছমছমে সন্ধ্যা, ভূতের গল্প, জলের ঝাপটা আর ঠাণ্ডা বাতাস, অচেনাকে চেনা, বৃষ্টির গন্ধ, একহাঁটু জল।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে।

পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

বৃষ্টি পড়ছিল। "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা"—এই গানটি রেডিওতে শুনছে তমাল। ভোর হতে টমিকে নিয়ে চলে এল নদীর ধারে। টমি নদীর জলে গা ভেজাল। তমালও গায়ে মাথায় জল লাগিয়ে চলল। নদীতে বেশি জল ছিল না। ভাটা চলছিল। পার হয়ে গেল ওপারে। খিদে পেল। গাছে উঠে ফল খেল। টমিও পেল ভাগ। বিকেল হবে হবে। বাড়ি যেতে হবে তার। এদিকে নদীর জল বেড়েছে। উপায়! টমির পিঠে চেপে তমাল খানিকটা এগিয়ে গেল। টমিও একদম ভিজে গেছে। তমাল ভয়ে টমির গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর কোন রকমে বাড়ি ঢুকল। বাড়ি ফিরে সব কথা বলল। শুনে সবার চোখ কপালে। ঠাম্মা বললেন- কি দুষ্টু হয়েছিস রে তোরা।

- কৃত্যালি নং- ১ /২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

নীল আকাশ। পাখির দল উড়ে চলেছে। হঠাৎ মেঘ ডাকতে শুরু করল। সারা আকাশে মেঘ। গাছেরা দুলে উঠল। পরির মতো তমু কুঁড়ে ঘর থেকে বেরোল। মেয়েটি ছুটল ফল কুড়াতে। বৃষ্টি নামল। তমু অনেক ফল তুলল। দারোয়ান এল লাঠি নিয়ে। হোচট খেয়ে পড়ল সে ফলগুলো ছড়িয়ে গেল মাটিতে। তারপর উঠেই দিল দৌড়। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। উঠানে জল জমেছে। ভেজা কাক বসে আছে গাছে। তমু নৌকা বানাল কাগজের। দু তিনটে এগিয়ে দিল নালায়। একটা নৌকায় কাকের জন্য পাউরুটির টুকরো রাখল। কাক উড়ে এসে পাউরুটি নিল। নৌকা ডুবে গেল। তমু তালি দিয়ে উঠল।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

আকাশ কালো। বৃষ্টি পড়ছে। ঝম ঝম ঝম ঝম। নীলু ছুটছে। কালু ভউ ভউ করে ছুটছে। দূরে একটা ঘর দেখল। দৌড়ে গেল। কালুও ঢুকল। ভিতরে ছিল একটা পাখি। সে বলল- কে? কে? নীলু বলল- আমি, গো, আমি। পাখি বলল- এই বৃষ্টিতে বাইরে কেন।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং– ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে তাদের ছোট বেলায় এমন বর্ষার দিনের স্মরণীয় ঘটনা সংগ্রহ করতে পারে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সবাই একদিন গল্প করতে পারে। গল্প বলার সময় সংশ্লিষ্ট শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। অতীতের বর্ষা এবং বর্তমানের বর্ষার রূপের পার্থক্য করতে পারে। বর্ষার দিনের রোমাঞ্চ কেমন লাগে তা যথাযোগ্য শব্দে বর্ণনা করতে বলতে হবে। এর ফলে রোদ জ্বালার যে সমস্যা তাও বর্ণনা করবে। এর ফলে যে যে ভাবনার বিষয় খুঁজে পাবে তাও নোট বুকে সংক্ষেপে লিখে রাখবে।

কৃত্যালি নং- ৩

শিক্ষক শিক্ষিকা রূপ কথার একটা গল্প শিশুদের শোনাতে পারেন। একটা উদাহরণঃ-

১ম গল্প-

ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদের একটা রূপকথার গল্প শোনাবো। গল্পটির নাম 'চন্দ্রদ্বীপের রাজকন্যা'। এই চন্দ্র দ্বীপের রাজা ছিলেন চন্দ্রকান্ত আর রানী চম্পাবতী তাদের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। সে যেন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। বয়স কত? তোমাদের থেকে একটু বড় হবে। বেশ সুখেই কাটছিল তার দিন। রাজা রানী দাস দাসী ও প্রজাদের নয়নের মনি রাজকুমারী চন্দ্রাবতী।

একদিন সে ফুল বাগানে সখীদের সাথে খেলছিল, তারপর ঘটল সেই ঘটনা।

দৈত্য রাজ সেখানে হাজির। তার ইয়া বড় বড় কান। বিশাল বিদঘুটে চেহারা। লম্বা লম্বা হাত পা। বড় বড় দাঁত, বড় বড় নখ, মাথাটা নেড়া, তাতে দুটি শিং। দেখে সবাই ভয়ে চিৎকার করল। সে কাউকে কিছু না বলে রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর হাতটি ধরে বলল তোমাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমি চন্দ্রদ্বীপের সঙ্গে মিত্রতা করব।

রাজকুমারী কেঁদে বলল-- আমাকে ছেড়ে দাও। দৈত্য হা হা করে হেসে ওকে হাতের তালুতে তুলে নিয়ে নিজের রানী কাছে দিয়ে দিল। বলল-- রাজা চন্দ্রকান্ত নিজে আমার কাছে আসবে বিয়ে দিতে। এখানেই বিয়ে হবে। তবেই ছাড়া পাবে রাজকুমারী। দৈত্য রানীর দুটি জাদু কাঠি ছিল। একটি ছোঁয়ালে মানুষ পশু-পাখি পাথর হয়ে যায় আর অপরটি ছোঁয়ালে মরার মত ঘুমিয়ে পড়ে। মাথায় ছোঁয়ালে বেঁচে ওঠে। দৈত্য রানী দ্বিতীয় জাদুকাঠি রাজকুমারীর পায়ে ওপর রেখে চির নিদ্রায় পাঠিয়ে দিল। আশা ছিল ঘুম থেকে তুলে চন্দ্রাবতীকে পুত্রবধূ করবে।

ওদিকে খবর শুনে রেগে আগুন রাজা চন্দ্রকান্ত। বললেন, কি? রাজ কন্যার বিবাহ দৈত্য পুত্রের সাথে? অসম্ভব। কাজেই সহস্র সৈন্য-সামন্ত পাঠালেন রাজকুমারীকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু তারা আর ফিরে এলোনা। দৈত্য রানী তাদের পাথর করে দিল সবাইকে। একে একে অনেক রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র গেল তারাও ফিরল না। অগত্যা রাজা নিরুপায় হয়ে ঘোষণা করলেন যে কোন মানুষ রাজকুমারীকে উদ্ধার করে দিতে পারবেন, তাকে তিনি যা চাইবেন তাই দেবেন। রাজকন্যা এমনকি রাজত্ব ও। কাজেই লাভ আর লোভের বশে অনেক সাধারণ প্রজারাও গেল কিন্তু কেউ ফিরে এল না। রাজা হতাশায় অসুস্থ এবং রানী কেঁদে কেঁদে বিছানায় শয্যা নিলেন।

রূপনগরের রাজা রূদ্রনাথ ও রানী রূপবতী। রানী ও রাজা তাদের একমাত্র পুত্র রাজকুমার রূপমনাথ। রাজকুমার রূপমনাথ ভীষণ সাহসী, বুদ্ধিমান এবং ঘোড়ায় চড়তে পটু। অস্ত্র শিক্ষা চলছে তার। রূপনগরের আকাশে-বাতাসে আনাচে-কানাচে রাজ দরবারের অন্দরমহলে এখন শুধু একটাই খবর 'চন্দ্রাবতী'। দাসি মানদার মুখে রূপম রাজকুমারী

চন্দ্রাবতীর নাম এতবার শুনেছে যে তার সবই যেন চেনা হয়ে গেছে। মানদার মুখে শুনেছে সে নাকি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে থাকে।

কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজপুত্র তার ছোট তরবারি নিয়ে পক্ষীরাজে বেরিয়ে পড়ে। রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে তেপান্তরের মাঠে এসে পৌঁছালো, মাঠের শেষ খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে হতাশ রাজপুত্র চোখে মরীচিকা দেখতে পেল। একটি ছাতার মতো গাছ দেখে তার তলায় বসলো সুন্দর বাতাস সুন্দর ছায়া দেখে হেলান দিয়ে গাছের গুড়িতে ঘুমিয়ে পরল।

ঠিক তখনই, ব্যাঙ্গমা পাখি গাছের ওপর থেকে ব্যাঙ্গমীকে ডেকে বলল রাজপুত্রের কপালে জয়ের টিকা আছে। এই রাজপুত্র হয়ত উদ্ধার করবে রাজকন্যাকে, ওকে অস্ত্র-গুলি দিয়ে দাও ছড়াটা শুনিয়ে দাও তবেই কিনা রাজপুত্র পৌঁছাতে পারবে। ব্যাঙ্গমী ছড়া কাটতে লাগল

নাক বরাবর যাবে
দৈত্যপুরী পাবে
ফলটি খেলে কপ,
করবে বসে জপ
পাতা শুঁকে যাস।
ফুল দেখলে ধপাস।

হঠাৎ প্রচন্ড রোদের তাপে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙে ছাতার মতো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কে দেখতে পেল। তাদের থেকে কিছু ফুল ফল ও পাতা নিল এবং ছড়াটি মুখস্ত করতে করতে পক্ষীরাজে চড়ে দে ছুট্। এক ছুটে এল দৈত্যপুরীতে। কোটি কোটি দৈত্য তার দিকে তেড়ে আসছে। সে ফুল দেখাচ্ছে আর তারা ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এমন করে সবাইকে কাবু করে ভাবল-- তাইতো জাদুকাঠি রানীর কাছে। জানতে পারলেই আমাকে পাথর করবে। এমন সময় দেখে ফলের বাগানে একটা ফল নিয়ে হাতে ঘোরাচ্ছে এক দৈত্য পুত্র। এক নিমেষে রূপা গিলে ফেলল সেই ফল। এই ফলটিকে খেতেই দৈত্যপুত্র হাত জোড় করে রূপমকে বলল- হুজুর, আদেশ করুন। রূপম বলল জাদুকাঠিটা দে, রাণীর কাছ থেকে নিয়ে এসে সে জাদুকাঠি তুলে দিলো রাজপুত্রের হাতে। রূপম বলল-রাজকুমারীর কাছে নিয়ে চল আর রাজকুমারীকে বাঁচিয়ে দে। পায়ে কাঠি মাথাতে ছোঁয়াতে রাজকুমারী উঠে বসল। পাথর হয়ে যাওয়া মানুষ ও পশুদের বাঁচিয়ে দিতে বলাতে দৈত্য কুমার বলল--- ওটা পারব না। ওই জাদুকাঠি সবার গায়ে তিনবার ছোয়ালে ওরা বেঁচে যাবে। তারপর রাজপুত্র সবাইকে বাঁচিয়ে রাজকুমারীকে পক্ষীরাজে চড়িয়ে তেপান্তরের মাঠে এসে দেখে মানদা দাসি, তার বাবা-মা আর চন্দ্রাবতীর বাবা-মা সবাই এগিয়ে আসছে। রাজা চন্দ্রকান্ত আর রানী চম্পাবতী একমাত্র কন্যাকে ফিরে পেয়ে ভীষণ খুশি। দুই দেশের রাজার সঙ্গে মিত্রতা হল এবং তারা ঠিক করলেন বিয়ের বয়স হলে ওদের বিয়ে হবে।

আমার গল্প ফুরালো কিন্তু এটা শুধু গল্প। রাজপুত্রের মত কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথাও যেও না যেন। কারণ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী বলে কিছুই নেই। দৈত্য বলেও কিছু নেই। তবে ছেলে ধরার মত কিছু বাজে লোক সমাজে আছে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৩/২

শিশুদের আগে শোনা কোন গল্প থাকলে তা নিয়ে একদিন 'গল্প দাদুর আসর' করা যেতে পারে। গল্প শুনে নিজেদের মত করে অনেক নতুন গল্প তৈরি করতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্যশ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উপেন্দ্রকিশোর বা বাংলার চালু কোনো রূপকথার গল্পকে দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। পরে সেই গল্পগুলি একে অপরে বলাবলি করতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৫

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ জালঃ

গাছকোমর, দঙ্গল, নোলক, ফুর্তি, পড়ন্ত বেলা, বাট জোড়া, ঘোট পাকানো, ঘুরপাক খাচ্ছে, উল্টানো ছাতার মত, বাতাস, বিদ্যুৎ, মনের ডানা মেলে, স্বাধীন ভাবনা, ইচ্ছে, অচেনাকে চেনা, বৃষ্টির গন্ধ, টুবু টুবু, মন ছটপট, বেপরোয়া বৃষ্টি, পাট ক্ষেত, দিগন্ত পর্যন্ত, দেশান্তর, নিরাশ্রয়, গর্জন, আষাঢ়ান্ত, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, সূর্যাস্ত লেখা, রক্তহীন, তুক- তাক।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

গরমের ছুটিতে লেখক গ্রামের বাড়ি এসেছেন। খবর পেয়ে ছোটো আর সেজো পিসিমার চার ছেলে মেয়ে এসে হাজির। তারা বয়সে অল্প ছোট বড়ো। সেজোপিসিমার মেয়ে বেশ ডাকাবুকো। গাছকোমর বেঁধে গাছে উঠে যায়। মারামারি লাগলে দলে দলে লড়ে। এবার ঠিক হল তারা ছোটো পিসিমার বাড়ি যাবে তারপর সেজো পিসিমার বাড়ি। সকালবেলা ফেনা ভাত খেয়ে চারভাই বোন বেরিয়ে পড়ল। নিজেদের মধ্যে আনন্দ যেন ধরে না। আনন্দ যেন বাতাসের মত হুহু করে ছুটছে। কখনো কখনো ফুর্তি যেন রামধনুর মত ঠিকরচ্ছে। মজা করতে করতে পথ চলা হল। ছোটপিসিমার স্বামী মারা গেছেন। একাই সব সামলান। তাঁর প্রচুর প্রাণ শক্তি। ছোট পিসিমার কাছে দুদিন থেকে তার চন্দ্রহার গ্রামে সেজোপিসিমার বাড়ির দিকে রওনা হল। হৈহৈ করে পথ চলতে চলতে মেঘ উঠল যেন নীল ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা। বাতাস আর বিদ্যুৎ মাঝে মধ্যে ঘোঁট পাকাতে লাগল। এরপরই পুটপাট বৃষ্টি শুরু হল। ওদের সঙ্গে ছিল তাপ্পিমারা একটি ছাতা। হাওয়ার দমকে উল্টে গেল। বৃষ্টির জল জমে গেল রাস্তায়।

সন্ধেবেলা পিসির বাড়ির কাছে এসে বুঝল যে পুকুর আর মাঠের জল এক হয়ে গেছে। পুরানো কৈ মাছ সার বেঁধে চলছে। উল্টান ছাতা দিয়ে কয়েকটা কইকে ধরে রাখা হল। সেজ পিসিয়ামার বাড়ি তিন দিন কাটল। তবু বৃষ্টি আর থামে না। পিসি ছাড়তে নারাজ। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য মন ছট ফট করছে। পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল। একশোটা পুর বললে নাকি বৃষ্টি কমে যায়। লেখা হল- কাশিপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর। কিন্তু আকাশে অশেষ মেঘ। দুপুরে খাওয়ার পরে লেখক ছোট ভাইকে বলে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথঘাট ভেজা । বৃষ্টি হবে হবে। লেখক হন হন করে পা চালাল। পথে বৃষ্টি শুরু হল। অনেক পথ যেতে হবে। মাঠে বৃষ্টির ভীষণ জোর। পিঠের উপরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লেখকের গায়ে যেন পেরেক গাঁথা হাতে লাগল, কেউ যেন থ্যাবড়া হাতে চড়ের পর চড় মারছে। ঝড়ের বেগ লেখককে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর হাওয়ার দমকে লেখকের শরীরে কাঁপুনি দিতে শুরু করল। দৌড় শুরু করলেন সবাই। সামনে দেখলেন চাঁদসির লোহার পুল। বৃষ্টি একটু ধরলেও লেখকের কাঁপুনি আরম্ভ হল। বাড়ি যখন পৌঁছালেন মেঘলোকে রক্তহীন শেষ সূর্যাস্তলেখা। বাড়ি পৌঁছাতেই সবাই অবাক। তাড়াতাড়ি গা মুছে শুকনো জামা পরে পুরু কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়া হল।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিন গুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

(৬)
নদী পথে

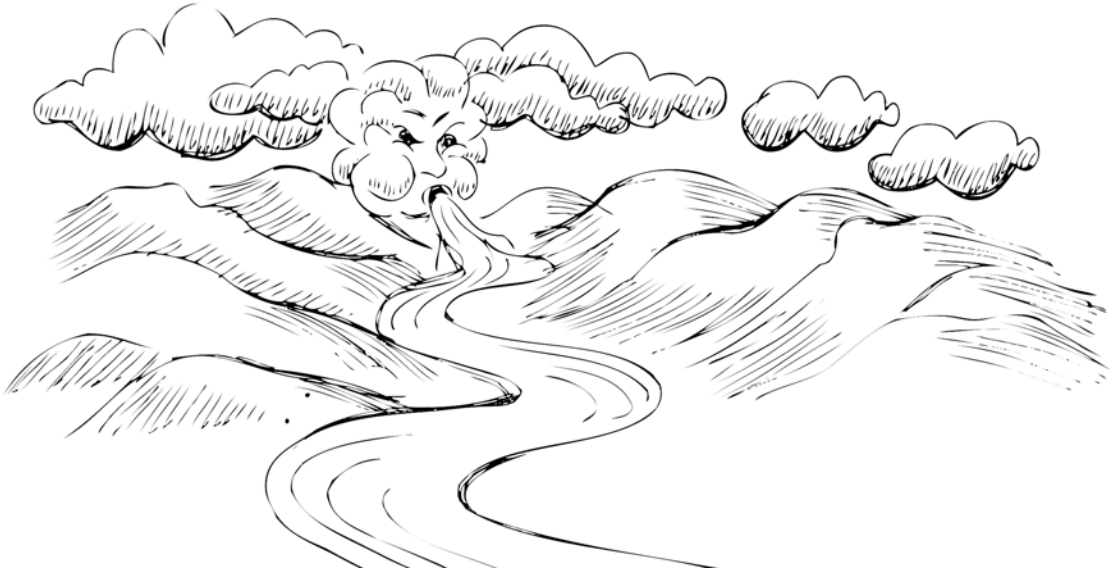

এই পাঠ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দিয়ে নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও নিসর্গ শোভার বর্ণনা আছে। এখানে একটিমাত্র উপভাবমূল নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

উপ ভাবমূলঃ- প্রাকৃতিক বস্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন তুলনা ও কল্পনা মনে আসে এবং তা থেকে প্রাপ্ত আনন্দ বোধ।

- কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

মেঘের মত পাহাড়, লাল থালার মতো সূর্য, রুপোর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশ জুড়ে টগর ফুলের মতো তারা, সাদা চামরের মতো কাশ ফুল, মোচার মত ভেসে থাকা নৌকা, হলুদ গাঁদার বিছানা, সবুজ কার্পেটের মতো ধান খেত,লাল আবিরের মতো সূর্য, সাপের মতো নদী চলেছে এঁকে বেঁকে, মণি মুক্তোর মত নদীর ধারের পাথরগুলো।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজ পাঠ

জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলেছে। নদীর পথ সাপের মতো এঁকে বেঁকে গেছে। বিকেল হবে হবে। সূর্য পশ্চিমে যাবে। আকাশ যেন লাল আবিরে রঞ্জিত হয়েছে। করে ফেলেছে। দূরে পাখির দল উড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে লাল আকাশে কারা যেন সাদা ফুল ছড়িযে দিয়েছে। দূরে দেখা গেল মোচার খোলের মতো নৌকা, ভেসে ভেসে চলেছে। সূর্য এবার চলেছে অস্তাচলে। আকাশের রঙ লাল থেকে ধীরে ধীরে নীল হয়ে উঠল। জলছবির মত দু একটা কাক কা কা করে উঠল।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের মত। চার বা তিনটি শব্দ সম্বলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

সূর্য অস্ত যায় যায়, মনের আনন্দে বিট্টমিয়া নৌকা নিয়ে চলেছে। সামনে পরব। ঘরে যাবে। ভাটিয়ালি গান গাইতে গাইতে চলেছে। পশ্চিম আকাশে তারা বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে। নদীর জল নীল হাতে তুলে নিল বিট্টু মিয়া। মনে মনে বলল, 'নদী আমার মা'।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

রানু মেলায় যাবে। মেলা নদীর ধারে। নৌকা চড়ে যাবে। দাদা মা বাবা যাবেন। রানুর আবদার করল জিলিপি খাবে আর পুতুল কিনবে। নৌকাতে উঠল দেখল খাঁচায় পাখি বিক্রি হবে মেলায়। মন খারাপ হল। খাঁচা খুলে দিল। পাখিরা উড়ে গেল। সবাই হা হা করে উঠল।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

নদীপথে পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা ও বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র-ছাত্রী নিজের মতো করে দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে নোটবুকে নথিভুক্ত করবে। যে কোন একটা জিনিস কে দেখে কিসের মত মনে হচ্ছে তা খাতায় লিখে রাখবে। এই ভাবে প্রত্যেকের মোটামুটি দশটি করে তুলনা নোটবুক লেখা হয়ে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নোটবুক জমা দেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে সকল ছাত্র-ছাত্রী কে সে যেমনঃ মেঘর সঙ্গে রাজপ্রাসাদ, রাস্তার সঙ্গে সাপ, ঝড়ে ওড়া নারকেল গাছের মাথার সঙ্গে বুড়ির চুল ইত্যাদি গুলি পড়ে শোনাবেন।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

ছড়া

ক) অল্প মেঘে জ্যোৎস্না রাতে
আবছা আলোর ছটা
উঠোন ধারে দাঁড়িয়ে ও কে
মাথায় দিয়ে ঘোমটা
মাঝে মাঝে নাড়ে মাথা
ঘোমটা ওঠে দুলে,
(ও হো) ওই খানেতে কলা গাছ
গিয়েছিলাম ভুলে

খ) দেওয়াল থেকে খসে পড়া।
একটুখানি চোকলা
টাক মাথায় এক দাদু যেন
হাসছে কেমন ফোকলা।
কার্নিশের চলটাখানি
দেখছ কি হাঁস উড়তে?
তুমিও সব দেখো নাকি
কে কার মতো দেখতে?

গ) মেঘলা দিনে রোদ্দুরেতে
পাহাড় চূড়ায় দেখি
প্রকাণ্ড এক ঐরাবত

শুড়টি তুললো নাকি
পা গুলো তার যায় না বোঝা
সাদা মেঘে ঢাকা
দেখছি হাতির একটি কান
লেজটি গেল কোথা?
এক নিমেষে কুয়াশারা
রৌদ্র দিয়ে ঢাকি,
আসছে ধোঁয়া ধেয়ে ধেয়ে
বৃষ্টি পড়বে নাকি?
এখন সময় ডাক এসেছে
আয়রে খোকা ঘরে
বৃষ্টি হয়ে হাতি ঝরে
সবুজ পাতার' পরে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষকশিক্ষিকা এমন কয়েকটি দৃশ্যকে দৃশ্যশ্রাব্য ক্লীপে তুলে ধরবেন যেখানে শিশুরা তুলনা করার সুযোগ পায়। যেমন- একটি ছত্রাকের মধ্যে একটি ব্যাঙ। এই রকম কোন একটি কার্টুন দেখানো যেতে পারে এবং সাথে কয়েকটি শব্দ দেওয়া যেতে পারে। শিশুরা ঐ কার্টুন দেখে ছড়া লিখতে পারে। যেমন বৃষ্টির পতনকে কাঁচের টুকরো পাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে কিছু ছবি এবং সংকেত থাকবে মাত্র। বাকি গুলো শিক্ষার্থীরাই আলোচনা করবে।

কৃত্যালি নং- ৫

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

তৃণলেশহীন উঁচু চর, রওনা হতে, ঢাকতে পারা, পাথরে মোড়া, এখানে ওখানে ছড়ানো, এক ঘেঁয়ে বোধ হচ্ছে, অতি পাতলা নীল ওড়নার মতো, নিবিড় বন, বেলা পড়ে আসছে, নীল কুয়াশা, আড়াআড়ি, নীল ওড়না, রুপালি জরির পাড়, পশ্চিম আকাশে, বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে, নীলাম্বরী আঁচল, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, দিকচক্রবালে, চরের জিহ্বা, অনুজ্জ্বল রৌদ্রে, প্রকাণ্ড ঐরাবত, জোয়ার -ভাঁটা, উজান, নৌকা, আকাশ, মনের আনন্দ, অজনা, অচেনা, আলো – অন্ধকার, ভাটিয়ালি গান, দূষণমুক্ত জল, জল জীবন, ঋতু অনুযায়ী নদীর রূপ, ডিঙি নৌকা, স্টীমার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-ব্যয়, লেন-দেন, উদয়–অস্ত।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

গৌহাটি থেকে রওনা হলেন লেখক বেলা বারোটায়। নদীতে যাচ্ছেন। স্টীমার করে। ডাইনে পাহাড়, নদীর গা ঘেঁষে সার দিয়ে যেন চলেছে। মাঝে মাঝে এক একটা পাহাড়ের কিছুটা কালো পাথরে মোড়া। পাহাড়ের পিছনে পাহাড়। কুয়াশায় ডাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় একা। তার বন্ধুদের ছেড়ে আড়াআড়ি সোজা চলে আসে জলের মধ্যে।

বাঁদিকের পাহাড় সব দূরে দূরে। ঘাস নেই, উঁচু চর। ব্রহ্মপুত্রকে ছুঁয়ে গেছে। হালকা রোদের আলোতে মনে হচ্ছে চুনারি পাথর। নৌকা চলছে। চলতে চলতে ডানদিকের পাহাড় দেখা হচ্ছিল হঠাৎই পাহাড়টা যেন গেল সরে। এখানে ওখানে চরের মাঝে দেখা গেল নীল জল। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। কেবিনে বেতের কুরসি তাতে বসে নদীর রূপ দেখ লেখক মুগ্ধ। অস্তমিত সূর্যকে মনে হল আগুনের প্রকাণ্ড গ্লোব। এরপর সন্ধ্যা নেমে এল। প্রতিপদের চাঁদ, পশ্চিম আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

(৭)
যতীনের জুতো

মজার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে শিশুদের সু অভ্যাস গড়ে তোলার এক অনবদ্য চেষ্টা। এখানে একটিই উপ-ভাবমূল আছে।

উপ ভাবমূল- শিশুর সব বিষয়ে যত্ন ও তার সৌন্দর্যবোধ।

ক) নিজের ব্যবহৃত জিনিসের যত্ন
খ) শুধু প্রিয় জিনিস নয়, সব প্রয়োজনীয় জিনিসের যত্ন
গ) নিজেদের পরিবেশকে সুন্দর করে তোলা
ঘ) বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরের পরিচ্ছন্নতা

কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য

শব্দের তালিকা দেওয়া হল। তবে শিশুদের সাথে আলোচনা করতে করতে এই শব্দ সম্ভার আরও করিয়ে নিতে হবে।

শব্দ জালঃ

অভ্যাস, সু অভ্যাস, পরিচ্ছন্ন, মায়া, যত্ন, জায়গা, নিজে নিজে, ঠোঙা, ডাষ্টবিন, কাপড় কাচা, মেঝে পরিস্কার, জুতো পালিশ, বিদ্যালয়ের অঙ্গনককে রঙ করা ইত্যাদি

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

জিনিস গুছিয়ে রাখার অভ্যাস বুবাই এর ছিল না। সে নিজের বইএর যত্ন নেয় না। স্কুল থেকে এসে বই খাতা ঠিক জায়গায় রাখে না। একদিন খাতার মলাট ছিঁড়ে গেল। খুব রাগ হল মলাটের। পেন্সিলের খুব মন খারাপ। বই এর খুব দুঃখ। জানলা দিয়ে উড়ে গেল বই। খাতা গেল উড়ে উড়ে নদীর ধারে। পেন্সিল গড়িয়ে গড়িয়ে এল রাস্তায়। একটা কাক সেটা দেখতে পেল, নিয়ে এল মুখ করে।

পরদিন বুবাই স্কুলে গিয়ে দেখে ব্যাগ ফাঁকা। কিচ্ছু নেই তাতে। গেল কোথায় সব? কাগজ কুড়ানি দেখতে পেল খাতাটাকে। বিক্রি করে দিল ঠোঙার দোকানে। একটা ছেলে বইটা পেল, কিন্তু কিছু পড়তে পারল না বইটা ভিজে গেছে জলে। একদিন বুবাই তেলেভাজা কিনতে গেল দোকানে। দেখল তার খাতার পাতা দিয়ে ঠোঙাটি বানানো। দেখে খুব দুঃখ পেল সে। চোখে জল এসে গেল। সেদিন থেকে ঠিক করল তার সব জিনিসের যত্ন নেবে।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

নিজের কাজ নিজে করবে। জুতো জামা পরিষ্কার রাখবে। পরিচ্ছন্ন না থাকলে মন ভালো থাকে না।নিজের জিনিসে মায়া থাকে যেন। তোমার জিনিস তোমার বন্ধু। চার পাশের পরিবেশ সুন্দর রাখবে। নিজে যা ব্যবহার করবে তার যত্ন নেবে। ভালো করে চুল কাটবে। নখ কাটবে। জুতো পরিষ্কার করবে। শ্রেণিকক্ষে বোর্ড পরিষ্কার রাখবে। জল অপচয় করবে না।

- কৃত্যালি নং- ১/৫ –

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

নিজের কাজ নিজে করবে। নিজের জামা গুছিয়ে রাখবে। বই, চটি, খাতাও রাখবে। অযথা জল খরচ নয়। নিজের হাতে খাবে। মায়ের কথা শুনবে। নখে ময়লা জমতে দেবে না। নিজের ঘরে ময়লা কাগজ নয়। ধুলো থাকলে ঝাঁটিয়ে দেবে। বিছানা রাখবে টান টান। মন ভালো থাকবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণত জিনিসের বিশেষ যত্ন করে না। সব জিনিস নষ্ট করে। 'যতীনের জুতো' কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক ছাত্র-ছাত্রীদের সু-অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলতে চেয়েছেন। নিচে একটি ছক দেওয়া হলো----

শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুরূপ একটি তালিকা বড় করে লিখে একটি শক্ত কাগজে আটকে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবেন। তালিকায় কিছু অভ্যাসের কথা লেখা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে এসে তাতে টিক মার্ক দেবে। শুরুর দিকে হয়ত তারা কিছুটা অসত্য বললেও পরের দিকে সত্যই বলবে এবং সাথে সাথে তাদের মধ্যে সু-অভ্যাস গড়ে উঠবে।

মাসান্তে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজেদের ডাইরিতে লিখবেন। সবচেয়ে বেশি টিক পাওয়া ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কার দিতে হবে। প্রশংসা, হাত তালি বা চকলেট দেওয়া যেতে পারে।

সু-অভ্যাস

রুমা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সোম										
মঙ্গল										
বুধ										
বৃহস্পতি										
শুক্র										
শনি										

১) দাঁত মেজেছি, নখ কেটেছি।
২) স্নান করেছি।
৩) বই খাতা জামা গুছিয়ে রেখেছি।
৪) সকাল ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠেছি।
৫) সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাবার খেয়েছি।
৬) বন্ধুদের সাথে ঝগড়া ও মারামারি করি নি।
৭) বড়দের কথা অমান্য করি নি।
৮) বাড়িতে স্কুলের পড়া শেষ করেছি।
৯) জল অপচয় করিনি।
১০) বাড়ি ও স্কুলের মেঝে অপরিষ্কার করিনি।

- কৃত্যালি নং- ২/১

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ পথ সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারেন বা রং দিতে পারেন। রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট ফুলের গাছ লাগাতে পারেন। প্লাস্টিক পাত্রে মাটি দিয়ে গাছ লাগিয়ে গর্ত করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

যতীনের জুতো গল্পটির নাট্য রূপ দিয়ে শিশুদের মধ্যে অভিনয় করানো যেতে পারে। কিছুটা উদাহরণ দেওয়া হল।

বিশ্ব সাহিত্যিক শ্রী সুকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে নাটক "যতীনের জুতো"

চরিত্রঃ- সূত্রধর, বাবা, মা, ৫ জন মুচি, ৫ জন দরজী, একজন ঘুড়ি এবং যতীন।

[আর্ট পেপারে একটি ঘুড়ি তৈরি করে একজনের পিঠে লাগিয়ে সুতো দিয়ে ঘুড়ি তৈরি হবে।]

প্রথম দৃশ্য

[সূত্রধরের প্রবেশ]

সূত্রধরঃ- আমাদের যতীন প্রতি মাসে এক জোড়া করে জুতো ছিঁড়ে ফেলে। জামা বই কিছুতেই তার যত্ন নেই। তার লেখার শ্লেটটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাটা। কোন বই এ মলাট নেই। পেন্সিল চিবিয়ে এমন করেছে, ওর ক্লাসের মাস্টারমশাই কি বলে জানো? "যতীন, তুমি কি বাড়িতে খেতে পাও না?"

(সকলে হেসে ওঠে। ততক্ষণে জুতোর বাক্স হাতে বাবার প্রবেশ)

বাবাঃ- যতীন! ও যতীন!

সূত্রধরঃ- এই রে! বাবা আসছে, পালাই।

বাবাঃ- যতীন, চেঁচিয়ে ডাকল।

যতীনঃ- ডাকছ বাবা?

বাবাঃ- এই নাও নতুন জুতো। এবার যদি অমন করে জুতো ছেঁড়, আর কিনে দেব না। এখন থেকে ছেঁড়া জুতোই পড়ে থাকবে। বুঝেছ?

যতীনঃ- [মাথা নীচু করে, জুতোর বাক্স হাতে নিয়ে ঘাড় কাৎ করে বলল]- ঠিক আছে।

[বাবার প্রস্থান এবং সূত্রধরের প্রবেশ] এখন থেকে সে যত্ন করে ব্যবহার করবে জুতো। সিড়ি দিয়ে সাবধানে নামবে। চৌকাঠে হোঁচট খাবে না। বেশ হবে। [বলতে বলতে সেও বেরিয়ে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঝাট দিতে দিতে ঝাটা হাতে মায়ের প্রবেশ।)

সূত্রধরঃ- দুদিন যেতে না যেতে যতীন তার জুতো টা ছিঁড়ে ফেলল। সিড়ি দিয়ে সে যেন আসতে আসতে নামতেই পারে না। এর মধ্যে কতবার যে সে চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছে তার হিসাব নেই। তাতেই চটির এপাশ ওপাশ দিয়ে হা মুখ বেরিয়ে গেছে।

যতীনঃ- মা, ও মা! একটু আঠা দেবে?

মাঃ- এখন রান্না হচ্ছে। এখন দিতে পারব না।

যতীনঃ- দাও না, ও মা। আমার খুব দরকার। এখুনি দরকার।

মাঃ- বলেছি তো না। তার আগে আমার সেলাই এর বাক্স থেকে যে কাঁচি নিলি সেটা ফেরত দে। একদম লন্ডভন্ড করে রেখেছিস। আবার এখন আঠা? একদম না।

যতীনঃ- [চিৎকার করে বলল] এখুনি আঠা দাও। আমার ঘুড়ির লেজ বানাতে সুতো কাটতে কাচির দরকার ছিল। দিয়ে দেব।

মাঃ- একদম চিৎকার করবি না। একি রে ! তোর জুতোর কি হাল? নতুন জুতো একদম ছিঁড়ে ফেলেছিস? এই বেলা মুচিকে দিয়ে সেলাই না করালে একেবারে ছিঁড়ে যাবে। (এই বলে মায়ের প্রস্থান)

যতীনঃ- মা, ও মা? দিয়ে গেলে না আঠা? ধ্যাত, ভালো লাগে না।

তৃতীয় দৃশ্য

সূত্রধরঃ- যতীন মুচিকে দিয়ে জুতো সেলাই করাতে ভুলেই গেল। জুতোর হা আরও বাড়তে থাকল। কিন্তু এই বেলা তোমাদের বলি যতীনের একটা জিনিসের খুব যত্ন সেটা হল তার ঘুড়ি। ওটা যতই ছেঁড়ে জোড়া তালি দিয়ে রাখে। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় তার খাওয়ার কথাও মনে থাকে না। আজ আবার এক কান্ড হয়েছে। গাছে চড়তে গিয়ে নতুন জামা খানা ছিঁড়ে ফেলেছে।

(যতীন স্কুল থেকে ফিরেছে। বই হাতে ধীরে ধীরে যতীনের প্রবেশ)

যতীনঃ- ইশ! চটিটা এতই ছিঁড়ে গেছে যে পরাই মুস্কিল হয়ে গেছে। এবার সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে হবে।

সূত্রধরঃ- (উঁকি মেরে) মনে থাকলে হয়।

যতীনঃ- (সিঁড়ি দিয়ে নামার ভঙ্গী) তিনটে সিঁড়ি টপকে লাফ মারল যতীন। এই রে! গেল চটির হা বেড়ে। কেমন দাঁত বের করে হাসছে জুতোটা। মারল যতীন আবার লাফ।

যতীনঃ- একি! চটিটা দৌড়াচ্ছে যে? [ওটাকে ধরতে যতীন ও তার পিছন পিছন দৌড়ালো।]

একি এটা কোন দেশ? কাউকে চিনি না যে। চারিদিকে বসে আছে এরা কারা? এরা সবাই মুচি।

১ম মুচিঃ- ভারী দুষ্টু ছেলে তো তুমি, দেখ কি হাল করেছ নিজের জুতোর। আর একটু হলে বেচারার প্রাণ বেরিয়ে যেত।

যতীনঃ- সে কি জুতোর আবার প্রাণ হয় নাকি?

কোরাস মুচিরাঃ- তা না তো কি? ওরম জোরে জোরে হাটলে বুঝি ওদের ব্যথা লাগে না?

২য় মুচিঃ- ব্যথা লাগে বলেই ওরা মচ মচ করে

৩য় মুচিঃ- তোমার দুড় দাড় করে নামার চোটে ওর কেমন কেটে গেছে দেখ।

কোরাসঃ- নাও, সেলাই কর।

যতীনঃ- আমি? আমি করবো সেলাই? আমি তো পারি না। কি করে করব?

৪র্থ মুচিঃ- পারি না বলে কিছু নেই।

৫ম মুচিঃ- এই নাও সুতো আর সূচ।

যতীনঃ- সত্যি বলছি আমি পারি না।

৩য় মুচিঃ- আমি শিখিয়ে দেব। কর চট পট।

[যতীনের কান্না পেয়ে গেল। সে শুরু করল। মুচিরা তাকে শিখিয়ে দিল। শেষ হলে আর একটা পাটি ধরিয়ে দিল অন্য এক মুচি।]

যতীনঃ- একি! আমি আর পারব না।

৫ম মুচিঃ- তোমাকে করতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামার সময় খেয়াল থাকে না?

যতীনঃ- আমার খিদে পেয়েছে। বাড়ি যাব।

১ম মুচিঃ- সব কাজ শেষ হলে তবেই বাড়ি যেতে পারবে।

যতীনঃ- আর কি কাজ? করলাম তো সেলাই।

২য় মুচিঃ- এবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করবে। এক তলা দু তলা, তিন তলা এই ভাবে পাঁচ তলা উঠবে আর নামবে,

৩য় মুচিঃ- যতক্ষন না তুমি ঠিক ভাবে ওঠা নাম করা অভ্যেস করছ।

যতীনঃ- ওরে বাবা গো, আমি পারব না।

৪র্থ মুচিঃ- পারব না বললে হবে না। চলো, (সকলে একসাথে পা ফেলবে) এই ভাবে ধীরে ধীরে উঠবে আর নামবে। যাও।

[ততক্ষণে যতীন বাধ্য হয়ে ওঠা নামা শুরু করেছে।

এর পর এল এক দল দরজী।]

১ম দরজীঃ- এই দেখ ধুতি জামা কেমন ছিঁড়েছ। নাও এবার এই গুলো সেলাই কর।

[এবার যতীন সত্যিই কেঁদে ফেলেছে।]

যতীনঃ- আমি পারব না। আমার খিদে পেয়েছে। মার কাছে যাব।

দরজীরা কোরাসঃ- বললেই হল? করতেই হবে। কোন জিনিসের যত্ন নেবে না। ওদের কষ্ট হয় জানো না?

বই, খাতা, জামা কাপড়, তুমি সব ছিঁড়ে ফেল, নষ্ট কর।

যতীনঃ- আমি আর এ রকম করব না। আমাকে যেতে দাও। [বলে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল।]

[শিস দিতে দিতে ঘুড়ির প্রবেশ।]

ঘুড়িঃ- ওঠ, চল আমার সাথে। তুমি আমার যত্ন নিতে তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি। ওঠ আমার পিঠে। (ভো, ভো আওয়াজ হবে)

যতীনঃ- নিয়ে যাবে আমাকে? বলেই সে উঠে পড়ল ঘুড়ির পিঠে।

[যেই না ঘুড়ি ওড়া শুরু করল দলে দলে দরজী আর মুচিরা কাচি নিয়ে দৌড়ে এল ঘুড়ির সুতো কাটতে যাতে যতীন পালাতে না পারে।]

সবাইঃ- ধর, ওকে ধর। ওকে সব কাজ শেষ করতেই হবে। [যতীন ধপ করে মাটিতে পড়ে যায়]

মাঃ- আ হা হা-- বাছা আমার পড়ে গেছে। ইশ! জ্ঞান হারিয়েছে বুঝি।

সূত্রধরঃ- এবার যতীন ধীরে ধীরে চলে। লাফালাফি নেই। ফুর্তি নেই। দুর্বল শরীর। সেই থেকে যতীন আর কোন জিনিসের অযত্ন করে না।

কোরাসঃ- এর পর থেকে যতীনের জুতো চলত মাসের পর মাস।

নাটক শেষ হবে। সমস্ত শিশু আলোচনায় বসবে এবং এর থেকে কি বুঝল সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতামত আদান প্রদান করবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

ব্রতচারি গানে এই ধরনের সুঅভ্যাস গড়ে তোলার নানান ছড়া রয়েছে। সেগুলি বাছাই করে তাতে সুরারোপ করে শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের অভ্যাস করাতে পারেন।

- কৃত্যালি নং- ৩/২

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে নানান ধরনের অডিও ভিসুয়াল ক্লীপের সাহায্য নেবেন। প্রাত্যহিক জীবনে শিশুরা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবে তার কিছু কোলাজ তৈরি করে দেখানো যেতে পারে। অপরিছন্ন ও পরিছন্ন- এই দুটি পরিস্তিতির ছবি পাশাপাশি রেখে শিশুকে সঠিক বিষয়কে বেছে নিতে বলতে হবে। শিশুদের কথা বলতে দেবেন। কি মনে হল ছবিটি দেখে তারা তা বলবে। এ রকমভাবে শিক্ষক নানা ধরনের সু অভ্যাসের ছবি দেখাবেন। পাঠের নানা শব্দাবলীকে ছবির ভাষার সাথে মিলিয়ে দেবেন। ছবি দেখতে দেখতে কথা বলতে বলতে ওরা সহজেই পাঠের সাথে সাবলীল হয়ে উঠবে।

কৃত্যালি নং- ৫

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

জিনিসপত্র, উৎপাত, সুড়ুৎ, গোৎ, বোঁ, বোঁ, মচমচ, জড়াজড়ি, জোড়াতাড়া, চৌক, একজোড়া, সোঁ করে, উঠে গিয়ে, শ্রান্ত, এখনও, অন্যায়, বড্ড, ব্যাথা, ফিসফিস, টনটন, সোঁ করে উঠে গিয়ে নেমে এল, অত্যাচার না করা, শিক্ষা দি, ভোগান্তি, ধুয়ে মুছে, ব্রাশ করা, কালি দেওয়া, মোছা, নিজের জিনিসের যত্ন করা, অভ্যাস, সিড়ি ডেঙানো, অজানা বেলুন, মজা, মায়া, মমতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রিয় জিনিস, উড়ে বেড়ানো।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্ত রূপ

প্রতি মাসেই যতীন জুতো ছিঁড়ে ফেলে। যতীনের নতুন জুতো কেনা হয়। কোন জিনিসে তার যত্ন নেই। এবার বাবা নতুন জামা জুতো কিনে দিয়ে বললেন- এবার ছিঁড়ে ফেললে ছেঁড়াই পড়তে হবে। বই খাতা পেন্সিল কোন কিছুরই যত্ন নেই তার।

এবার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে শুরু করল। কিন্তু সে দুদিনের। আবার সেই দুড়দাড় করে নামা আর দশবার হোঁচট খেয়ে চলা। এক মাসের মধ্যে জুতো নষ্ট। মা মুচি ডাকতে বলেছেন, কিন্তু ডাকা হয় নি।

যতীন অবশ্য একটা জিনিসের যত্ন নিত সেটা হল তার ঘুড়ি। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে তাড়াতাড়ি আঠা দিয় জোড়া লাগাত। একদিন কাপড় ছিঁড়ে গেল। জুতোর অবস্থা বলার নয়। যতীন জুতোর বেহাল অবস্থার কথা ভুলে তিনটে সিঁড়ি থেকে দিল লাফ। অমনি পায়ের তলা থেকে মাটি গেল সরে। আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁইসাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে চটি এসে থামল এক অচেনা দেশে। তখন সে দেখল চারিদিকে মুচিরা বসে। যতীনের পা থেকে ছেঁড়া চটি নিয়ে ছাড়ল। যতীনকে বকা ঝকা করতে শুরু করল। বলল, 'তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতোর কেমন দশা হয়েছে। বেচারির প্রাণ যায় যায়'। যতীন একটু ঘাবড়ে গেছিল প্রথমে কিন্তু তার পরে সাহসের সঙ্গে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ হয় না কি"! মুচিরা বলে উঠল-- ' নিশ্চয়ই লাগে। খুব লেগেছে জুতোর। তোমাদের মতো দুষ্টু ছেলেদের তাই নিয়ে আসে আমাদের কাছে। নাও সূচ সুতো দিয়ে জুতো সেলাই কর'।

যতীন বলল সে পারবে না। মুচিরা ওর হাতে সূচ সুতো দিয়ে সেলাই করাল। এরপর যতীনকে পাঁচতলা বাড়ির সিঁড়িতে তারা ওঠালো আবার নামালো। দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে টপকালেই আবার তাকে সবটা উঠতে নামতে হল। এবার তারা তাকে নিয়ে এল মাঠে। যতীন দেখল সেখানে অনেক দরজি। যতীনকে দেখেই বলল কী হয়েছে। মুচিরা বলল যে নতুন কাপড় ছিঁড়েছে। ওরাও আবার সেলাই করতে বসিয়ে দিল। সেলাই ঠিক হল না তাই যতীনকে খুলে ফেলতে হল। যতীন যতবার সেলাই করে ততবার খুলতে হয়। শেষে যতীন কাঁদতে লাগল। বাড়ি যেতে চাইল। তার খুব খিদে পেয়েছে। দর্জিরা তাকে কাপড়ে দাগ দেওয়া পেন্সিল গুলো চিবাতে বলল। এমন সময় ঘুড়ি এল। ঘুড়ি তাকে সাহায্য করবে বলল। যতীন ঘুড়ির লেজ ধরে উড়তে লাগল। কিছুটা যাওয়ার পর দর্জিরা ঘুড়ির সুতো কেটে দিল। যতীন পড়ে গেল। তারপরে সে দেখল সিঁড়ির নীচে পড়ে আছে। মাথায় খুব ব্যাথা। দিন কয়েক পর সুস্থ হল সে। এখন যতীনের আর জুতো জামা ছেড়ে না। সে লাফিয়েও চলে না।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

(৮)
মায়া দ্বীপ

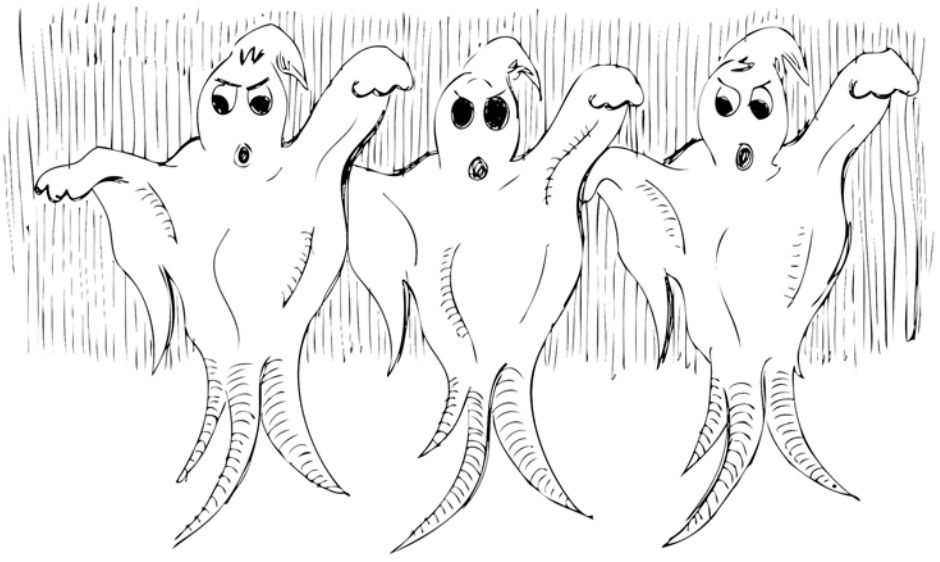

ভূত প্রেত মারমেড নিয়ে নানান রহস্য ভয় আতঙ্ক কাজ করে শিশুদের মনে। অথচ বাস্তব জীবনে তাদের কোন অস্তিত্বই নেই এই পাঠে প্রকৃতির মধ্যে এমনই এক জল কন্যা দেখার কাল্পনিক সত্য নিয়ে কিছু মজার কাহিনী আছে। এখানে উপভাবমূল দুটি।

উপভাবমূল- ক) শিশুর মনোজগতে নানান কল্পনার সত্যতাকে সম্মান দেওয়া।

খ) ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্যি জলকন্যা নিয়ে শিশুর ভয় ও কুসংস্কার এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বিচার বোধ।

উপভাবমূল- শিশুর মনোজগত নানান কল্পনার সত্যতাকে সম্মান দেওয়া।

- কৃত্যালি নং- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

ভূত, মৎস্য কন্যা, অযথা, হুস, চোখ ধাঁধিয়ে, বিশ্বাস, যাত্রী, ডুব, আতঙ্ক, ছায়া ছায়া, কিসের যেন শব্দ, মায়াবী ডাক, কল্পনার ডানা, মন ইচ্ছেখুশি যায়, আজগুবি গল্প, চাঁদের দেশ, তারা নক্ষত্রের দেশ, উড়ে বেড়ানো।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

নৌকা চলছে। দূরে কী একটা যেন দেখা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলে বলে উঠল- মাঝি ভাই- ঐ মৎস্য কন্যা। বয়স্ক যাত্রী বললেন- মৎস্য কন্যা। সে হয় নাকি? কেউ কেউ বলল- না, না। ভুত প্রেত আছে। একবার মাথাটা হুস করে তুলছে আবার দেখার আগে নামিয়ে নিচ্ছে। মাঝি বলল- ওটা শুশুক। ভয় পেও না। ভুত বলে কিছু হয় না। মন দিয়ে

জলের দিকে তাকাও। ডলফিনের ডুব দেওয়া দেখেছ? চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কী ভেবে ভয় পাচ্ছ? ভুত প্রেত কুসংস্কার? ওটা ও সব কিছুই নয়।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি তৃতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং-১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে দ্বিতীয় শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। তিন/চারটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী)

নদীতে চলেছে নৌকা। সপ্ত ডিঙা, রাজপুত্র ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে। দূরে একটা নদীর দ্বীপ। নানান গাছ আর ফুল। কে যেন স্নান করছে। শরীরের ওপর অংশ নারীর মত। নীচটা মাছের মতন। সবাই বলল ওটা মারমেড। কাছে আসতেই বোঝা গেল, ওটা একটা গাছ। এমনি কতো কল্পনা করে সপু। আকাশে মেঘ, ওখানে প্রাসাদ গড়তে ইচ্ছে হয়।

- কৃত্যালি নং১/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

ছোট ডিঙা। অপু চলেছে মাছ ধরতে। দূরে একটা শুশুক। মাঝে মাঝে জলে মাথা তুলছে। বৈঠা টেনে চলল। শুশুক তো নয়। তবে ওটা কী? একটু ভয় পেল। ঝড় এল। অপু এগিয়ে চলল। ওটাও এগোয়। কাই কাই শব্দ। প্রেতের ডাক যেন। মনে খটকা লাগল। ভূত না না সব মিথ্যা।

- কৃত্যালি নং- ১/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের বিভিন্ন মজার মজার কল্পনা করার কাজ দিতে পারেন। যেমন ধরুন যদি তাদের বাড়ির গরু

ছাগলের মস্ত বড় ডানা থাকত এ নিয়ে শিশুদের বলবেন যেন তারা বাড়ির বড়দের সাথে আলোচনা করে আর কি কি ভাবে তারা তার সুবিধা পেত সে নিয়ে ভেবে আসবে। এমনি করে মাছেরা ও গাছেরা কথা বলতে পারলে কি হতো বা পাখিদের যদি একটা ইস্কুল থাকত তবে কি হতো। সেখানে এমনই নানান মজার কল্পনা তারা করবে। শেষে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে দলে আলোচনা করে নেবে এবং একটি ক্লিপে তার বিবরণ পেশ করবে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছোট ছোট ছবির বই আনবেন শ্রেণিকক্ষে এবং ছবি দেখিয়ে কল্পনা করতে বলবেন। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল জাতীয় ছড়া ও কবিতার বই ও পাঠ করে শেখাতে পারেন। মজার কল্পনাকে কেন্দ্র করে শিশুদের জানা কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন গল্প বানাতে বলবেন শ্রেণীকক্ষের মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ---

গল্পটির নাম পেত্নীর কান্না। গল্প হলেও সত্যি আমি নিজের কানে শুনেছি সেই কান্না। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাড়িটি ছিল অনেক পুরনো অনেকগুলি শরিক। বড় তরফের জ্যাঠা বাবুর ঘরে পাশেই ছিল খিড়কি দরজা দরজা খুললেই পুকুর। গাছ ছিল সেই পুকুর পাড়ে। আগাছা, নারকেল গাছ এবং তেঁতুল গাছ। আমাদের কখনো কাউকে ওই তেঁতুল তলায় যেতে দেওয়া হতো না। কারণ ওই গাছে নাকি ভূত-পেত্নী বাস করে। যখন গাছে কচি কচি তেতুল হত লুকিয়ে দল বেঁধে পাড়তে যেতাম, উনাদের অনুমতি নিয়ে পাড়তাম। গাছ আমাদের কিন্তু ওনারা তো বাস করেন, তাই আবার তেতুল পাকলেও যেতাম। আমরা কেউ কোন দিন ওনাদের দেখতে পাই নি। বাড়িতে জানতে পারলে কপালে জুটতো বকুনি আর পিটানি।

একদিন স্কুলে যাব বলে তৈরি হচ্ছ, হঠাৎ কান্না শুনে সবার সাথে আমিও গিয়ে দেখি বড় জেঠুর ছোট মেয়ে হীরা মরে ভাসছে খিড়কি পুকুরে। সবাই বললো পেত্নীরা ওকে মেরেছে। তিন রাত ধরে পেত্নী কাঁদছে অনেকেই নাকি শুনেছে। আমার মা বললেন, পেত্নী না ছাই ওটা দুর্ঘটনা মাত্র।

পাড়াময় রটে গেল আমার মায়ের ওপর নাকি পেত্নীর দৃষ্টি পড়েছে। বেশ কয়েক মাস পর সেদিন সারা দিন ঝির ঝিরে বৃষ্টি আর দমকা হাওয়া বইছে আমরা পুতুল বিয়ে দিলাম। সারা দিন মজা করলাম। দাদারা কাদা মাখা মাখি করে হাডুডু খেলল। সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি নেই, আকাশে তারা ফুটছে কিন্তু মাঝে মাঝে দমকা হাওয়াটা আছে। তখন বিদ্যুৎ আসেনি তাই হারিকেনের আলোয় পড়ছি আর ঢুলছি। ঠাকুরমা বলেন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড় তাড়াতাড়ি। যেইনা বলা সবাই মিলে খেয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুম। মাঝরাতে হঠাৎ হৈ চৈ শুনে বাইরে এসে দেখি তেতুল গাছের পেত্নীর কান্না। মায়ের আঁচল শক্ত করে ধরে আমিও সাথে, তিন তলার ছাদে গিয়ে দেখি আমার মেজদা আর বড় জ্যেঠুর ছেলে ওখানে নেই ওরা গেছে পেত্নীকে ধরতে।। কারণ ওরাই নাকি সবার আগে শুনতে পেয়েছে পেত্নীর কান্না। দুজন ছিল সমবয়সী এবং সাহসীও বটে। তাই, চিলেকোঠা ঘরে ওরা ঘুমায়। তেঁতুল গাছ চিলেকোঠার কাছাকাছি, আমার বড়দা বলেন সবাই চুপ। কোন কথা নয়। একটু হাওয়া দেয় অমনি পেত্নী কাঁদে ও আমার শরীরে একটা ভয় ঘুরতে লাগে। বুকটা ধুকপুক করছিল আমার। ঠাকুরমা মন্ত্র পড়ে সবার গায়ে মাথায় 'ফু' দিলেন, তারপর পেত্নী কে বললেন মা—তোমার পথে তুমি থাকো কারো ক্ষতি করো না। আমার হাতটি ধরে ঝাঁকিয়ে ফিসফিস করে বললেন---আর নয়, সবাই শুয়ে পড়ো। সেই থেকে তেঁতুলতলায় যাওয়া তো দূরের কথা, সন্ধ্যা হলে সবাই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকি।

মা বলেন 'দৈত্য পেত্নী দানব কিছু নেই। যেটা চোখে দেখবি সেটাই বিশ্বাস করবি'। তবুও ভয় যায় না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি আমাদের বাড়ির উঠানে ভর্তি মানুষ। ওঝা মাকে চ্যালা কাঠ দিয়ে মারছে আর মা চিৎকার করে কাঁদছে। আমরা ভাই-বোনেরা মায়ের অবস্থা দেখে খুব কাঁদলাম। মার সারা গায়ে কালশিটে দাগ আর ধুম জ্বর। ঠাকুমা মায়ের কাছে যেতে দিতেন না। মাকে নাকি নির্জন দুপুরে পেত্নী ডেকে নিয়ে যেত। কারোর সাথে কথা বলত মা। তবুও মাকে সুস্থ করলাম। সুস্থ হয়ে মা বললেন নারকেল আর তেঁতুল গাছ পাশা-পাশি থাকায় পাতার

ঘষায় ওই রকম আওয়াজ হয়, ওটাকেই পেত্নীর কান্না বলি। দাদার এসে ঠাকুমাকে খুব বকাবকি করল। অবশেষে সবাই, বিশ্বাস ওটাই করল ধন্য ধন্যও করলো। আমাদের আর সেই থেকে ভয় ছিল না।

এবার সবাই তেতুল গাছের তলায় যেতাম। অন্ধবিশ্বাসের শিকার হয়েছিলেন। আর না আমার মায়ের গায়ের সেই আঘাতের দাগ গুলি কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে নি, তবু সবার কাছে আমার মা আজও বেঁচে আছে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্যশ্রাব্য ক্লীপঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতাটিকে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে ধরা যায় কিনা দেখতে পারেন। এই ক্লিপটি দেখানোর পর শিশুদের বানিয়ে বানিয়ে নিজেদের মধ্যে নানান গল্প করতে সময় দিতে হবে। আবাস্তব আগডুম বাগডুম কাহিনী নিয়ে তারা নিজের কল্পনার কথা বলতে পারে। যত বেশি আগডুম বাগডুম হবে তত বেশি নম্বর পাবে তারা।

উপভাব মূল- ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্যি জলকন্যা নিয়ে শিশুর ভয় ও কুসংস্কার এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বিচার বোধ।

কৃত্যালি নং- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল---

শব্দজালঃ

ভূত, মায়া, কুসংস্কার, জলপরী, পেত্নী, ছায়া, অন্ধবিশ্বাস, জলকন্যা, অন্ধকার, জলকন্যা, ঢেউ, ঝড়- ঝাপটা, মনে ভয়, ঘুটঘুটে, আওয়াজ, আলেয়া, বাঁশবনের তীব্র ডাক, বুক ছ্যাৎ করে ওঠা।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠ

চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কীসের আওয়াজ আসছে। বিট্টু বলল- রাম নাম কর। ভুত পালাবে। প্রাণ বলল- ভুত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি রাম লক্ষণ সাথে আছে করবি আমার কি? বিট্টু আর প্রাণ দুজনে হাত ধরে চলল হঠাৎ এক ডালে জড়িয়ে গেল বিট্টু। প্রাণ ভু---ত---ত্। ওদের চিৎকারে বনমালী দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল- ভয় করো না। ওটা বটের ঝুরি, দেখতে পাও নি তাই জড়িয়ে গেছে। সাবধান। টর্চ নাও নি কেন? বিট্টু তবু বলল ওটা ভুত। বনমালী দাদা বলল 'ভুত বলে কিছু হয় না। ওটা কুসংস্কার'।

নদীতে জল কন্যা আছে। শুনেছে অসীমরা। দল বেঁধে নৌকা চেপে দেখতে গেল। নৌকা চলতে চলতে থেমে গেল। মাঝিরা ভয় পেল। বলল- দাদারা জলকন্যা আছে। যেতে পারব না। অন্তর ভয় কম। সে বলল- "মাঝি ভাই মনে হচ্ছে ও সব কিছু না। পাঁকে আটকেছে"। বলেই সে দাঁড় নিয়ে জল বরাবর দেখতে লাগল। সত্যি সত্যি কচুরি পানায় আটকেছে। অন্ত বলল- জল কন্যা, জল পরী ভূত এই সবই কুসংস্কার।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ- (দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য)

ভুত পেত্নী বলে কিছু নেই। সব মনের ভুল। আলো না থাকলে টর্চ নিয়ে যাবে। মনে সাহস রাখবে। ভয় কে জয় করবে।অন্তুও ভয় পেত। সেদিন একটা ছায়া দেখেছিল। ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিল। বাবা ছুটে এল বলল ওটা তোর নিজের ছায়া। বোকা ছেলে, নিজের ছায়া দেখে কেউ ভয় পায়?

- কৃত্যালি নং- ৫/৫

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নিচে তবে সহজতর পাঠগুলিকে আরও সহজ করতে হবে। এর মান হবে প্রথম শ্রেণির মতো। দুটি বা তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হবে। এই ভাবে কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং আরও বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ- (প্রথম শ্রেণির উপযোগী)

চারিদিক অন্ধকার। আলো পড়েছে পাতায়। দূর থেকে হাওয়া দিল। গাছের পাতা নড়ল। সীমা ভয় পেল। মনে হল ভুত। বাবা টর্চ দেখালেন। সীমা হেসে উঠল। না ভূত নয়। এখন ওর আর ভয় নেই। একা একা বেরোতে পারে। ভুতের কথা শোনে, তবু হেসে উড়িয়ে দেয়।

- কৃত্যালি নং- ৫/৬

শিক্ষক শিক্ষিকা উভয় ক্ষেত্রেই অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং মান অনুসারে একে একে পাঠগুলি শিশুদের মধ্যে পাঠ করাবেন। স্ব-পঠনই যে এখানে মূল কথা সেটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে এ ধরনের গল্প ও কাহিনী জেনে আসতে বলবেন। ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করবে। আলোচনার সময় যেন ভুত-প্রেত নিয়ে কাল্পনিক চরিত্রের সত্যতা যাতে যুক্তির আলোতে করা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা বিশেষ নজর রাখবেন।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি

না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটক

জলপরীর বিয়ে

চরিত্রঃ- রিভা/বাবা/-মা/পল্টু/লালটু/পিসি/দিদিমা/কয়েকজন পাখিধরা ও গ্রামবাসীরা।

রিভাঃ- মা। খুব ঘুম পেয়েছে। এইতো এবার সবাই ঘুমাতে যাব। সারাদিন বৃষ্টি।

থামার নাম নেই।

বাবাঃ- বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে তারা ফুটেছে রোদ উঠবে কাল সকালে। (দরজা বন্ধ করে দেয় বাবা) আয়রে আয় আয়

মাঃ- শুবি আয়। শুনতে পাচ্ছ? বাজনার শব্দ।

(জালনা দিয়ে উঁকি মেরে) বিলের মাঝে অনেক রকম লাল-নীল আলো ঘুরছে, জ্বলছে আবার নিভছে। নিশ্চয়ই জলপরীর বিয়ে হচ্ছে।

বাবাঃ- তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? স্বপ্ন দেখছো?

মাঃ- শুনতে পাচ্ছ না? বাজনার আওয়াজ। শব্দ মন উদাস করা বাজনা।

বাবাঃ- এতদিন আছি এ গাঁয়ের শেষে আমাদের বাড়ি, কোনদিন তো এরকম দেখিনি।

মাঃ- এবার দেখলে তো? আমরা এ বাড়িতে আর থাকবো না অন্য কোথাও চলে যাব।

বাবাঃ- বাপ ঠাকুরদার ভিটে, এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, জলপরীদের বিয়ে হচ্ছে ভেবে চলে যাব?

মাঃ- তাহলে থাকো, তুমি। আমি মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

বাবাঃ- লাল্টু পল্টু আয় তো।

(ওদের প্রবেশ) কি হয়েছে কাকা।

(বলতে বলতে পিসির প্রবেশ।)

বাবাঃ- জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখো সবাই কিসের বাজনা, শিস।

দিদিমাঃ- জল পরির বিয়েতে, দোত্যি, দানবরা গান-বাজনা করছে।

মাঃ- সে আবার কি

(সকলের প্রবেশ)

পিসিঃ- শুনে দিচ্ছে গায়ে কাঁটা। জলপরীর বিয়ে হচ্ছে। কার সাথে? বরটি কে?

দিদিমাঃ- জিনের সাথে। জিনের সাথে?

পিসিঃ- চিনতে পারছি না তো, আমি যাব জলপরীর বিয়ে দেখতে। ভোজ খেয়ে ফিরব।

সকলে মিলেঃ- আমিও যাবো, আমরাও যাবো। (সবাই বেরিয়ে পড়ে)

বাবাঃ- একটা টর্চ নিয়ে নে। (সবাই হাঁটতে লাগল)

পিসিঃ- একি? এরা কারা!? সবার মনে ধোকা দিয়ে মাছ চুরি করছে মাছ চোরেরা।

মাঃ- চোরেরা বাজনা বাজাবে কেন??

লাল্টুঃ- হ্যা, পিসীমা ঠিক বলেছ, বাজনা বাজিয়ে কেউ চুরি করে কি করে?

পল্টুঃ- গ্রামবাসীকে ভয় দেখাতে।

বাবাঃ- সবাই যাই গিয়ে দেখে আসি, (পাখিধরা জোরে জোরে বাজনা বাজায়।)

লাল্টুঃ- এয়াই-- এখানে তোরা কি করছিস? দড়ি দিয়ে সবকটাকে বাঁধ।

মাছ চোরেরাঃ- আমাদের বেঁধ না,

লাল্টুঃ- তোদের বাড়ি কোথায়

মাছ চোরেরাঃ- বর্ধমানে। পাখি ধরে বিক্রি করি, ভিন দেশে ঘুরে ঘুরে ছেড়ে দাও ভাই, ঘরে আছে বউ ছেলে।

পল্টুঃ- আবার খাঁচা এনেছিস? জাল পেতেছিস?

মাছ চোরেরাঃ- হ্যাঁ ভাই, এটাই আমাদের ব্যবসা। এবার ছেড়ে দাও। আর আসবো না

বাবাঃ- শুধু আমাদের বিলে না, কখনো পাখি ধরার ব্যবসা করবি না, অন্য ব্যবসা কর।

মাছ চোরেরাঃ- ক্ষমা কর, আমরা চলে যাচ্ছি।

গ্রামবাসীঃ- এরা আবার কারা? জিন- জলপরী- ভূত-পেত্নী।

১ম মাছ চোরঃ- বাবারা আমরা আমাদের এই বিলে মাছ ধরছিলাম। সারাদিন বৃষ্টির পর খালে বিলে জলে অনেক পোকামাকড় আসে তাই আমরা জাল পেতে বাজনা বাজিয়ে শিস দি।

২য় মাছ চোরঃ- বিভিন্ন রকম পাখি আসে মাছ খেতে, পোকা খেতে। আমরা তখন লাল-নীল আলো দেখাই। মাছ ধরতে এলেই খাপাস করে জালে আটকে যায় আমরা তখন কপাৎ করে ধরে খাঁচায় ভরি। ক্ষমা করে দাও, আর কখনো করবো না। কথা দিচ্ছি। পাখির ব্যবসা করবো না।

৩য় মাছ চোরঃ- এবারের মত ক্ষমা করে দাও।

গ্রামবাসীঃ- এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম তবে পরের বার আর ছাড়বো না।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে দুটি অডিও ভিসুয়াল ক্লীপের সাহায্য নেবেন। একটিতে শিক্ষক শিশুদের সবুজ দ্বীপ দেখাবেন। ছবি দেখাতে দেখাতে থামাবেন, ওদের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইবেন। শিশুদের কল্পলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলায় লিটিল মারমেড দেখাবেন। ওরা মজা পাবে। কথা বলবে। নতুন শব্দ বলবে। তা বোর্ডে

লিখবেন। পাঠের শব্দগুলোকে ওদের কথার সাথে ধরিয়ে দেবেন। ওদের বিষয়টি নিয়ে ছবি আঁকতে দেবেন। কিন্তু কল্পনায় আমরা যা ভাবি তা যে সত্যি নয় তাই নিয়েও আলোচনা করবেন। ছবি দেখতে দেখতে কথা বলতে বলতে ওরা যে পাঠের সাথে সড়গড় হয়ে উঠবে অচিরেই।

গুগুল খুঁজে ভূত প্রেত জলকন্যা নিয়ে কোন গল্প দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ হিসেবে দেখাতে পারেন। অবশ্য তা মাতৃ ভাষায় পরিবর্তন করে নিতে হবে। গল্পটি দেখার পর শিশুদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে।

(ক) ভূত প্রেত বলে কিছু আছে কিনা
(খ) যদি না থাকে তবে এই গল্পে ওটা কি হতে পারে বল
(গ) পাড়ায় পরিবারে কি এই বিশ্বাস আছে?
(ঘ) যদি থাকে, তুমি তাদের কি বলবে?

এই আলোচনার সময় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি ব্যবহার করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃত্যালি নং- ৯

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ জালঃ

নৌকা, শুশুক, ডলফিন, অধীর আগ্রহে, ঘাট বাঁধানো, মামাবাড়ি, হেড মাঝি, বাতাসি, পুরনো গাছ, বড়ো নদী, হলুদ রঙের পাল, কিলবিল, চিনতে শিখছি, হুস করে।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্তসারঃ

লেখক ছেলেবেলায় মামাবাড়ি যেত নৌকা চেপে। নৌকা ছাড়া মামার বাড়ি যাওয়ার উপায় ছিল না। হেড মাঝি বড়ো নৌকা নিয়ে আসত, মামার বাড়ি থেকে। নৌকায় ছিল হলুদ রঙের পাল। ছোটনদী বড়ো নদীতে মিশেছে। নদীর নাম খুব মিষ্টি, –বাতাসি। বাতাসিতে চলতে চলতে সে এসে মেশে পিংলায়। পিংলায় শুশুক দেখা যেত। পিংলা নদীতে ঘন্টা খানেক চলল। তার পর একটা দ্বীপের দেখা পাওয়া যায়। এখানে নদী দুভাগ হয়ে দ্বীপের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এই দ্বীপে কোনো ঘর বাড়ি নেই। তবে অনেক গাছ আছে। খুব বড় গাছ নয়। ঝোপের মত। একটা শুধু শিমুল গাছ আছে। অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। নাদের দাদা বলল- এই দ্বীপটি হল মায়া দ্বীপ। বৃষ্টিতে দ্বীপটি ডুবে যায়। জিজ্ঞাসা করা হল- তখন গাছ গুলি কি হয়? নাদের আলী বলল- জলে /পানীতে তারা অনেকদিন বেঁচে থাকে। তবে ঐ দ্বীপে পা দেওয়া বারণ। একটু পরে চোখে পড়ল মায়া দ্বীপে মানুষ। নাদের দাদা বলল- ওদিকে না তাকাতে। মাঝিরাও চোখ বুজে ফেলল। কাকা বলল- তারা হল জল কন্যা। ওরা ছোট কাকার কথা বিশ্বাস করল। মামাবাড়িতে গিয়ে বলতেই সবাই মজা পেল। জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন- ওদের মারমেড বলে কিছু হয় না। নীলু হয়ত কলা গাছ দেখে বলেছে।

- কৃত্যালি নং- ৯/২

এর পর শিশুরা সহজভাবে সংক্ষিপ্ত সারটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যটি পাঠ করাবেন। স্বপঠনের মাধ্যমে যাতে তাঁরা গল্পটি অনুধাবন করতে পারে তার চেষ্টা করবেন। পরে বাকি দিনগুলিতে 'হাতে কলমে' অংশটি করাবেন।

পাঠ্যপুস্তকঃ আমাদের পরিবেশ

(১)

জীবজগৎ

এই অধ্যায়টি জড় ও জীবের ধারণা জীবের প্রকার ও কাজ, খাদ্য শৃঙ্খল, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ বাড়ির আশেপাশের প্রাণী তাদের আকৃতি রূপ এবং তাদের প্রতি রক্ষণ কৌশল, হারিয়ে যেতে বসা প্রানীর বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে রচিত।

এখানে চারটি উপভাবমূল রয়েছে।

ক) জড় ও জীবের ধারণা
খ) বিভিন্ন প্রকারের জীব তাদের কাজ এবং তাদের খাদ্য শৃঙ্খল
গ) জল ও ডাঙ্গার উদ্ভিদ
ঘ) বাড়ির আশেপাশের প্রাণী আকৃতি রূপ, বাসস্থান তাদের প্রতিরক্ষণ কৌশল এবং হারিয়ে যেতে বসা প্রাণীদের তথ্য

উপভাবমূল-

ক) জড় ও জীবের ধারণা

- কৃত্যালি নং- ১

শব্দজালঃ

জড় পদার্থ, শ্বাস নেওয়া বা ছাড়া, জায়গা পরিবর্তন করতে পারা, আকারে বাড়তে পারা, লাফালাফি করা, স্পর্শ করবে, সাড়া দেয়, জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, বট গাছ, ঘাস, কুকুর, খাট, বালি, বাড়ি, পাথর, বিড়াল, মানুষ, পোকা গঙ্গা ফড়িং, ইঁদুর।

- কৃত্যালি নং- ১/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

জীবজগৎ পাঠ্যাংশটি শুরু করার আগে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের এলাকার জীবজগৎ চেনানো এবং একটি ধারণা দেওয়ার জন্য এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি জীব জন্তু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নানান তথ্য সংগ্রহ করবে ও নোটবুকের নথিভূক্ত করবে, পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে ওই তথ্য নিয়ে আলোচনা করবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায়তায় বইয়ের ছক পূরণ করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যে সমস্ত বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে তার নমুনা নিচে দেওয়া হল।

এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় এমন প্রাণীর নাম, খাদ্য, গাছ, তাদের দেখতে কেমন, কোথায় থাকে, প্রতিরক্ষা কৌশল ইত্যাদি।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

খ) জীব ও জড়-এর ধারণা তৈরির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্র/ছাত্রীদের একটি মজার খেলা খেলাতে পারেন। এর জন্য ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে জড় ও জীব লেখা ছোট ছোট চিরকুট তৈরি করবে। তারপর সেগুলি লটারির মত ফেলে দেওয়া হবে। শিশুরা প্রত্যেক তিনটি করে চিরকুট তুলবে। যে যা পেয়েছে সেই ভিত্তিতে একটি জড় বা জীবের নাম বলবে। কোন নাম দ্বিতীয় বার বলা চলবে না।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুদের ড্রয়িং খাতায় কিছু জড় এবং কিছু জীবের ছবি আঁকতে বলবেন ছবির পাশে জীবের নাম লিখতে বলবেন, আঁকা হয়ে গেলে সেগুলি একটা সফট বোর্ডে পিন দিয়ে সেঁটে দেবেন যাতে শিশুরা তা দেখে উৎসাহিত হয়।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লিপ তৈরি করবেন যেখানে জড় পদার্থের মধ্যে জীবের মত কিছু কিছু নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আবার জীবের মধ্যে জড়ের লক্ষণ আছে। এগুলি দেখে তাদের বলতে হবে কোনটা জড় কোনটা জীব। যেমন গড়িয়ে যাওয়া বল, নদীর জল, বাঁশ ঝাড়ের শব্দ, মরা কুকুর ছানা, রোবট, সিমেন্টের ছবি, শেওলার দাগ, হাচিতে বেরিয়ে আসা জীবাণু, কাঁচা ছোলা, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি।

উপভাবমূল- বিভিন্ন প্রকারের জীব তাদের কাজ এবং তাদের খাদ্য শৃঙ্খল

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দজালঃ

খাবার জোগাড় করা, জায়গা পরিবর্তন করা, ডিম পাড়া, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া, মরে যাওয়া, আকারে বেড়ে ওঠা, খাদ্য গ্রহণ করা, ভয় পাওয়া, প্রতিরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা, এক জন অন্য জনকে খায়, ব্যাঙ ও পোকা মাকড়, সাপ আর ব্যাঙ, সাপ আর মানুষ, সব মেরে খাওয়া চলে না, অন্য জীবের ওপর নির্ভর করি আমরাও।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং

ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক/শিক্ষিকা এলাকার যত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় তাঁর দুটো তালিকা শিশুদের তৈরি করে আনতে বলবেন। দল ভিত্তিক কাজ হবে। শ্রেণি কক্ষে ফিরে তারা এ বিষয়ে আলোচনা করবে এবং নোট বুকে লিখে রাখবে।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমুলক কৃত্যালিঃ

ছাত্র/ছাত্রীরা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি কেটে জীবদের তালিকা তৈরি করবে। প্রতি ছবির পাশে পাশে জীবের নাম লিখে রাখবে। তারা কোথায় থাকে, কি খায় বা কিভাবে খায় এবিষয়েও তথ্য থাকবে। এটা শিশু দলগত ভাবে করবে। এক একটা দলের জন্য এক একটা বিগ বুক তৈরি হয়ে যাবে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখানো যেতে পারে। উদ্ভিদ কি কি কাজ পারে আর কি কি পারে না তাঁর একটা ধারণা থাকবে এই ইউনিট এ। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাণী তাদের কাজ এবং খাদ্য শৃঙ্খলা নিয়েও এখানে কিছু দৃশ্য থাকবে। এরপর শিশুরা কয়েকটি পশু ও প্রাণীর খাদ্য শৃঙ্খল নিয়েও একটি আলোচনা করবে।

উপভাবমূল- জল ও ডাঙ্গার উদ্ভিদ

কৃত্যালি নং- ৯

শব্দজালঃ

স্যাত স্যাতে জায়গায় জন্মানো গাছ, জলের নীচে জন্মানো গাছ, জলে ভাসমান গাছ, শুকনো মাটিতে জন্মানো গাছ, পাহাড়ি জায়গার গাছ, বালিতে জন্মানো গাছ, নোনা জলের পাশে জন্মানো গাছ, ডাঙ্গার গাছ, কাঁটা যুক্ত গাছ, ফুল ও ফল হয় এমন গাছ, ফুল ও ফল হয় না এমন গাছ, লতানো গাছ, জ্বালানি পাওয়া যায় এমন গাছ, পানা, ফনী মনসা, জিওল, শিমুল, পলাশ, শাল, গরান, পাইন, কাঁটা গাছ।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা এলাকায় একটি ছক তৈরি করে দেবে নিম্নলিখিত ভাবে এবং শিশুরা তার এলাকা পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় টিক চিহ্ন দেবে।

জলের গাছ/উদ্ভিদ							ডাঙ্গার গাছ/উদ্ভিদ					
নাম	ফল ও ফুল		কাঁটা		লতানো	বিষাক্ত কিনা	ফল ও ফুল হয়	কাঁটা আছে	লতানো	আগাছা জাতীয়	ছত্রাক	বিষাক্ত কিনা
	হয়	হয় না	আছে	নেই								

এই তথ্য গুলি সংগ্রহ করে এনে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে এবং এক একটা প্রকার নিয়ে অভিজ্ঞতা আদান প্রদান করবে।

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ করে প্রতিটি দলে একটি করে বিগ বুক তৈরি করবে। প্রতিটি দলে একটি করে বিগ বুক তৈরি করবে। প্রতিটি পাতার পাশে পাশে তারা গাছের নাম লিখবে। কোথায় সাধারণত পাওয়া যায় তাঁর খবরও লিখবে। সাগরের তলায়, পাহাড়ের উপর, মরুভূমির উপর, গাছ ও উদ্ভিদের ছবি আঁকবে।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

জলজ উদ্ভিদ কোথায় হয়? খাল বিল সমুদ্রে জন্মানো এমন উদ্ভিদ ও তাদের নাম নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। ডাঙ্গার বড় গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ বিশেষত ছত্রাক ও শ্যাওলা জাতীয় জীবের বিবরণ এখানে থাকবে। এটি দেখার পর শিশুরা বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে আলোচনা করবে।

উপভাবমূল- বাড়ির আশেপাশের প্রাণী আকৃতি রূপ, বাসস্থান তাদের প্রতিরক্ষ কৌশল এবং হারিয়ে যেতে বসা প্রাণীদের তথ্য

কৃত্যালি নং- ১৩

শব্দজালঃ

প্রাণী

জলজ প্রাণী			ডাঙার প্রাণী			উভচর প্রাণী	পাখি জাতীয় প্রাণী	
মেরুদন্ডী	অমেরুদন্ডী	সরীসৃপ	মেরুদন্ডী	অমেরুদন্ডী	সরীসৃপ		ডানা আছে	ডানা নেই

শিশুরা মানস মানচিত্র তৈরি করতে করতে অংশ গুলি (বিশেষত নামগুলি) লিখতে পারবে। শিক্ষক শিক্ষিকা শুধু তাদের সাহায্য করবেন যাতে তারা নিজেরা কাজটা করতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

হারিয়ে যেতে বসা শিক্ষার্থী তার এলাকা থেকে প্রাণীর খবরাখবর নিয়ে আসবে বাড়ির বড়োরা তাদের অভিজ্ঞতা শিশুর সঙ্গে দেওয়া নেওয়া করবে, শ্রেণিকক্ষে বসে সেগুলি আলোচনা করবে।

কৃত্যালি নং- ১৫

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

আমি কাঁকড়া। আমি জলে থাকি। আমার দশ পা। আমি ভেসে থাকতে পারি। আমি ডাঙ্গাতেও থাকতে পারি। পুকুরের নীচে যে গাছেতে ডাল আছে তার একটা ডালের ফাঁকে আমি থাকি। আমি সাবধানে থাকি। মানুষ আমাকে খায়। আমি খুব কষ্ট পাই।

এই ভাবে এক একটা প্রাণী নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা পরিচয় দান শুরু করতে পারেন। এতে প্রাণী সম্পর্কে তাদের জানাও পূর্ণাঙ্গ হবে। এইভাবে শিশুরাও বলা শুরু করবে। একটি দলে একটি শিশু ঐ প্রাণীটি সম্পর্কে একটিমাত্র বাক্য বলবে। পরের জন আরও একটি বলবে। এই ভাবে প্রাণিটির পরিচয় বাড়ানো যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১৬

দৃশ্যশ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের জটিলতর চিন্তনের রাস্তা খুলে দিতে কিছু কিছু কাজ দিতে পারেন যেখানে শিশুকে সব দিক বুঝে উত্তর ঠিক করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে একটা মৌমাছি দেখানো হল। সে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছে। আবার আর একটি দৃশ্য হল একটি পাখি গাছের ফল ঠুকরে খাচ্ছে। দুজনেই উড়তে পারে। তবে কেন মৌমাছি পাখি নয়? দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি কি?

এই ধরনের সমস্যায় পাওয়ার পয়েন্ট এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা দলে আলোচনা করে একটা সমাধানে আসতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১৭

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(২)

আবহাওয়া ও বাসস্থান

এই অধ্যায়টিতে পাঁচটি উপভাবমূল আছে।

ক) বাতাসের উপাদান, জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর ভূমিকা
খ) ঋতু ও আবহাওয়া – আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও উৎসব
গ) চারপাশের উভিদ এবং প্রাণী ও তাদের বাসস্থান, বন জঙ্গল, পাহাড়, মরুভূমি, নদী ও সাগরের নীচে উদ্ভিদ ও গাছ
ঘ) উদ্ভিদ ও প্রানির থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে
ঙ) ভ্রমণ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান

উপভাবমূল- বাতাসের উপাদান, জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর ভূমিকা

কৃত্যালি নং-১

শব্দজালঃ

বাতাস, জীবন বেঁচে থাকা, অক্সিজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, অঙ্গার, অঙ্গারক, দূষণ, ধোঁয়া, ধুলো, কারখানা, জঞ্জাল, নি:শ্বাসের কষ্ট গাছ, গাছ লাগানো, বদ্ধ, মুক্ত আবহাওয়া

- কৃত্যালি নং- ১/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

প্রতিটি শিশু বাড়িতে দুটি পরীক্ষা করবে। (ক) সকালে সব জানলা দরজা বন্ধ করে যে জানলা বা দরজা দিকে সরাসরি রোদ পড়ে সেই জানলা/দরজাকে একটু ফাঁক করবে এবং ভালো করে নজর করবে কি কি ঘটছে ওখানে? (খ) রাতে সারা কক্ষ অন্ধকার করে একটা বড় টর্চ জ্বেলে জানলার বাইরের দিকে ফেলবে। এরপর দেখবে টর্চের আলোর রেখা ধরে কি কি ঘটছে বা দেখা যাচ্ছে। পরের দিন শ্রেণি কক্ষে দলগত ভাবে তারা দুটি পরীক্ষা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবে এবং নোটবুকে দু এক কথায় লিখে রাখবে। বাতাসে যে নানান ধুলোকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে তা দেখা যাবে। এই অভিজ্ঞতা তারা আদান প্রদান করতে পারবে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

নাটকঃ বর্ণহীন

[এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হল বাতাসে মিশে থাকা নানান গ্যাস বাষ্পকণা ও ধুলোকণাদের মধ্যে কথোপকথন গ্যাসের চরিত্র, বাতাসের উপাদান, কোন গ্যাস বেশি কোন গ্যাস কম থাকে বাতাসে, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিভাবে জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সব তথ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। জলীয় বাষ্প কিভাবে হয় এবং কিভাবে মেঘ জমে যায় সে বিষয়টিও এর মধ্যে আসবে।]

চরিত্রঃ- নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প (৪জন), নিষ্ক্রিয় গ্যাস, কার্বন ডাই অক্সাইড, ধূলিকণা ইত্যাদি

(আর্ট পেপারে প্রত্যেকের নাম লিখে গলায় সুতো বা উল দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। হাসতে হাসতে কার্বন ডাই অক্সাইড এর প্রবেশ।)

কার্বন ডাই অক্সাইডঃ- আমি সকলের চেয়ে বড়।

আক্সিজেনঃ- আমি বড় সকলের চেয়ে।

কার্বন ডাই অক্সাইডঃ- গাছেরা আমায় গ্রহণ করে, তোকে করে ত্যাগ, সর্ এখান থেকে।

অক্সিজেনঃ- প্রাণীরা আমায় গ্রহণ করে তোকে করে ত্যাগ, তুই এখান থেকে কেটে পড়্।

নাইট্রোজেনঃ- আরে রাখো তোমরা থামো। জীব জগতে তোমাদের দুজনেরই দরকার।

কার্বন ডাই অক্সাইডঃ- ওকে বোঝাও, আমি বড় সবচেয়ে।

অক্সিজেনঃ- না, আমি বড়। আমাকে দরকার জীবজগতের।

নাইট্রোজেনঃ- তোমরা জেনে রাখো, সবটা জুড়ে আছি আমি। বড় তাহলে কাকে বলে?

[জলীয় বাষ্পের প্রবেশ।]

জলীয় বাষ্পঃ- নমস্কার, আমিও আছি। নাইট্রোজেন, আক্সিজেনের সাথে।

কার্বন ডাই অক্সাইডঃ- তোমরা যাই বল আমিই বড়। আমার উপরে কেউ নেই। [নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রবেশ]

নিষ্ক্রিয় গ্যাসঃ- না হুজুর,আমিও আছি সাথে নিয়ে ধূলিকণা

নাইট্রোজেনঃ- আমরা সবাই মিলেমিশে বাতাসে ভাসি। সবাই নিজের নিজের কাজ করি।

অক্সিজেনঃ- গাছ আমাদের ত্যাগ করে এছাড়া সব প্রাণীরই আমাকে প্রয়োজন। গাছ না থাকলে আমি আসব কথা থেকে?

কার্বন ডাই অক্সাইডঃ- প্রানীরা আমাকে ত্যাগ না করলেও আমিও বা আসব কোথা থেকে?

নাইট্রোজেনঃ- তবে করিস কেন লড়াই? বড্ড তোদের বড়াই। গাছ না বাঁচলে প্রানীরাও বাঁচবে না।

কোরাসঃ- চল সবাই আমরা এক সাথে বাতাসে ভেসে বেড়াই।

(জলীয় বাষ্প ভাসার ভঙ্গিতে ধূলিকনার দিকে আসবে)

ধূলিকণাঃ- একি, জলীয় বাষ্প তুমি আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন?

জলীয় বাস্পঃ- এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। ধূলিকণাকে ধরে জলীয় বাষ্প ভাসবে ঘুরে ঘুরে।

ধূলিকণা (কোরাস)ঃ- (একজন ধুলিকনা আর একজন জলীয় বাষ্প পিঠে পিঠ লাগিয়ে)

আমরা এখন মেঘ। ধূলিকণা আর জলীয় বাষ্প, মিশে গেছি আর আলাদা নই আমরা এক জোট মেঘ। চল হয়ে যাই বৃষ্টি।

গান সবারঃ- ঝরছি বৃষ্টি ঝরছি বৃষ্টি। বাঁচিয়ে রাখব সৃষ্টি। বেচে থাক এই সৃষ্টি।

সবার কোরাসঃ- নমস্কার গাছ বাঁচান/নিজেরা বাঁচুন। আমরা চাই বেঁচে থাক এই সৃষ্টি, ব্যাস, আমরা ধূলিকণা জলীয় বাষ্প আর বর্ণহীন গ্যাস। (প্রস্থান)

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিশুরা বাতাসের উপাদানের ভাগ নিয়ে কাগজের গোল চার্ট তৈরি করে রঙ দেবে এবং বিভিন্ন গ্যাসের নাম লিখবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/২

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিশুকে উন্নততর চিন্তনের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন কয়েকটি ছবি দেখানো হবে, যেখানে বাতাসে বিভিন্ন উপাদান একইভাবে থাকে না। যেমন- পাহাড়, কারখানার অঞ্চল, বড় রাস্তার ধারে, জঙ্গলের ধারে, খোলা সবুজ মাঠের পাশে, সমুদ্রের ধারে। এখানে উপাদানের তারতম্যের ব্যপারটা চ্যালেঞ্জের আকারে দেওয়া থাকবে। এর থেকে শিশুরা আলোচনা করে ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া কেমন হবে এবং কোনো শারীরিক আসুবিধা হবে কিনা তা আন্দাজ করে বলবে।

উপভাবমূল- ঋতু ও আবহাওয়া – আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও উৎসব

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দজালঃ

ছয় ঋতু, ঋতুরঙ্গ, গ্রীষ্ম(বৈশাখ, জৈষ্ঠ), [প্রবল তাপ, দক্ষিণা বাতাস, গন্ধরাজ ফুল,ফল- আম, কাঁঠাল, লিচু], ১লা বৈশাখ, বর্ষা (আষাঢ়, শ্রাবণ) যুই, কেয়া কেতকী, শরৎ (ভাদ্র, আশ্বিন) শি্উলি, অপরাজিতা, পদ্ম, বাতাবি লেবু, আখ, দুর্গা পুজো, দীপাবলি, হেমন্ত (কার্তিক অঘ্রান), নতুন চাল, পিঠে পুলি, নবান্ন উৎসব, শীত(পৌষ,মাঘ) ডালিয়া, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, কমলালেবু, আপেল, সরস্বতী পুজো বসন্ত (ফাল্গুন চৈত্র) কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, দোল উৎসব।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

যে ঋতুতে পাঠ্যাংশটি পড়ান হবে ছাত্র ছাত্রীরা সেই ঋতুকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা তার একটি তালিকা ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে দেবেন। ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণি কক্ষে ফিরে তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান করবে।

তালিকা-

(ক) এখন কোন ঋতু চলছে? গ্রীষ্ম/বর্ষা/শরৎ/হেমন্ত/শীত/হেমন্ত/বসন্ত

(খ) তোমার আশেপাশের পরিবেশ আবহাওয়া ফুল, ফল, পাখি, পোশাক ইত্যাদি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো আর নোট বুকে লেখো।

আকাশ-

(ক) প্রখর সূর্য,
(খ) ঘন মেঘ,
(গ) পেঁজা তুলোর মত মেঘ,
(ঘ) পরিষ্কার নীল আকাশ

আবহাওয়া-

(ক) চারিদিকে কুয়াশা
(খ)বৃষ্টি পড়েই চলেছে,
(গ) উত্তুরে বাতাস বইছে,
(ঘ) প্রচন্ড ঘাম ঝরছে, গরম লাগছে
(ঙ) মৃদু মন্দ বাতাস বইছে

ফুল–

(ক) কাশ ফুল ফুটেছে
(খ) শিউলি ফুল ফুটেছে,
(গ) কদম ফুল ফুটেছে
(ঘ) রজনীগন্ধা ফুটেছে
(ঙ) কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে,
(চ) পলাশ শিমূল ফুটেছে।

ফল–

(ক) আম ফলেছে
(খ) কাঁঠাল ফলেছে,
(গ) কমলা লেবু ফলেছে
(ঘ) আপেল ফলেছে
(ঙ) খেজুর ফলছে

পোশাক-

(ক) হালকা পাতলা জামা পরেছে
(খ) সোয়েটার টুপি পরেছে
(গ) ছাতা নিয়েছে
(ঘ) বর্ষাতি পরেছে।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায় থেকে বাছাই দুটি গান নিয়ে তাদের চর্চা করাতে পারেন এবং তার সঙ্গে নাচ শেখাতে পারেন। আবার কটি গান বেছে গীতি আলেখ্যও লিখে তাদের দিয়ে করাতে পারেন। ঐ গীতি আলেখ্য তে বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ থাকবে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উন্নততর চিন্তন এর জন্য এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানানো যেখানে এক একটা টুকরো ছবি কোন না কোনো ঋতুকে মনে করিয়ে দেয়। যেমন ব্যাঙ ডাকছে, ধান পাকছে, এ সি চালিয়ে পা দোলাচ্ছে ইত্যাদি। ছবি গুলি দেখার পর সংশ্লিষ্ট ঋতু এবং তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শিশুরা আলোচনা করবে। দল ভিত্তিক এক একটি ঋতু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, পরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

উপভাবমূল- চারপাশের উভিদ এবং প্রাণী ও তাদের বাসস্থান, বন জঙ্গল, পাহাড় মরুভূমি নদী ও সাগরের নীচে উদ্ভিদ ও গাছ

কৃত্যালি নং- ৯

শব্দজলঃ

নারকেল গাছ, সুপারি, তাল, খেজুর, আম, জাম, ধান, পান ইত্যাদি, কাঠবিড়ালি, কুকুর বিড়াল, গোরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল,কেন্নো, পিঁপড়ে, মৌমাছি

- কৃত্যালি নং- ৯/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। বিশেষতঃ তাদের বাসস্থান- কোথায় থাকে, কোথায় দেখতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভালো করে নজর করে সমস্ত তথ্য নোট বুকে লিখবে। পরে শ্রেণি কক্ষে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। অন্তত পক্ষে ১০ টি করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম ও বাসস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। বেশিও করতে পারে। যেমন টিকটিকি – ঘরের দেওয়াল, আলমারির পেছনে ইত্যাদি।

কৃত্যালি নং -১১

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ছবি কম্পুটার থেকে বের করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা ঐ ছবি গুলি কেটে কেটে কার্ড তৈরি করবে। তারপর ঐ কার্ড নিয়ে লটারি হবে। যে শিক্ষার্থী যা কার্ড পেয়েছে সে তা নিয়ে কিছু বলবে। নাম, কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কি খায় ইত্যাদি নিয়ে দুমিনিট করে বলবে।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

বিভিন্ন পশুপাখি আর উদ্ভিদ দিয়ে নতুন মিশ্র জাতীয় পশুপাখি বানানো। যেমন- হাসজারু। সেগুলো কল্পনা করে আঁকার খাতায় এঁকে ফেলা। পাশে নাম লিখে রাখবে। এ নিয়ে ছড়া ছবি ও গল্পের বই পড়ার ব্যবস্থা করা। নিজেরা মজার মজার ছড়াও বলতে পারে। এই সমস্ত বইপত্র নিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারও বানানো যায়।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উন্নততর চিন্তন এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা এমন কয়েকটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে অজানা কোন প্রাণীর জীবন নিয়ে আলোচনা থাকবে। যেমন- ফিতা কৃমি, উকুন, ম্যালেরিয়া/ডেঙ্গীর জীবাণু, ছত্রাক, প্রবাল ইত্যাদি। কেমন দেখতে, কিভাবে বেঁচে থাকে, কি খায়, কোথায় বেঁচে থাকে ইত্যাদি।

উপভাবমূল- উদ্ভিদ ও প্রাণীর থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে

কৃত্যালি নং- ১৩

শব্দজালঃ

গাছ কাটা, শহরের বড়ো বড়ো বাড়ি, জলাশয় বুজিয়ে বাড়ি

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এলাকায় এমন কোন পোড়ো বাড়ি জমি বা নদী /খাল নির্বাচন করবে যেখানে এক সময় অনেক গাছ, পশু পাখি নিজেরাই এসে বাসা বাঁধত বা যেখানে নানান গাছ জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী বাস করত। এখন বেশীর ভাগ গাছ কাটা পড়ে গেছে। আশেপাশে রাস্তা বা ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। নদীতে জলের স্রোত মজে গেছে। ফলে জীব সম্পদের প্রাচুর্য নেই। এই সব স্থান শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করবে, সমীক্ষা করে কি কি ক্ষতি হয়েছে তা আবিষ্কার করে তাদের নোটবুকে লিখে রাখবে। শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজনে সমীক্ষা পত্র তৈরি করে দেবেন।

কৃত্যালি নং- ১৫

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

নাটকঃ হারানো ভিটে

[এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হল সেই সমস্ত পশু পাখীদের দুঃখের কথা যারা বৃক্ষ ধ্বংস এবং পোড়ো জমির দখলের ফলে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তার উপর সাপ বেজি ইঁদুর মরে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে আছে বাদুড়, মোবাইল টাওয়ার বসানোর ফলে ছোট ছোট পাখি, যেমন শালিক, চড়াই, টুনটুনি, ছাতারে পাখির সংখ্যা এলাকায় কমে যাচ্ছে। কৃষি জমিতে কড়া বিষ দেওয়ায় যে সব পাখিরা কৃষি জমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত তারা মরে যাচ্ছে। এই সব বিষয় নিয়ে দুঃখের ইতিহাস থাকবে এই নাটকে]

চরিত্র- হনুমান, কাল নাগিনী, ইঁদুর, বেজী বোন, বেঁজি ভাই, ২-১ বা হাঁস, পান কৌড়ি, শঙ্খ চিল, ময়না, শালিক ছা, চন্দনা বর, ছাতারে, বাবুই, টুনটুনি।

১ম দৃশ্যঃ- ছড়ার তালে তালে পশুদের প্রবেশ।

ছড়াঃ- চল পালিয়ে চল, যত পশুর দল, পালাই কোথায় বল গাছ কাটাচ্ছে মানুষ, নিচ্ছে জমি দখল, পালাও ভাই সকল।

বেঁজি বোনঃ- আঃ আঃ আঃ---------- পড়ে মারা যাবে।

বেঁজি ভাইঃ- কি হয়েছে? বেঁজি বোন? রক্ত কত রক্ত, কেউ বাঁচাও ওকে। রাস্তা পাড় হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। ইশ! কত রক্ত। সোনা বোন আমার। (কেঁদে কেঁদে)

কোরাসঃ- কেঁদো না, ভাই তোমার বোন আর কথা বলবে না।

ইঁদুর মাঃ- নেংটি নেংটি , কোথায় তুই লুকাস না? বাবা, বেরিয়ে আয়। পালাতে হবে। আর লুকাতে হবে না।

কোরাসঃ- হ্যাঁ, তিন মাথার মোড়ে, পড়ে আছে মরে, কাকে ঠুকরে খাচ্ছে।

ইঁদুর মাঃ- না! না! বোলো না তোমরা। আমি সহ্য করতে পারছি না। চিৎকার করে কাঁদবে।

কাল নাগিনীঃ- মা, তুমি কোথায়? তোমরা কেউ কি আমার মা কে দেখেছো?

কোরাসঃ- তোমার মা আর কোনো দিনও সাড়া দেবে না। মাঠের পাশে মরে পড়ে আছে।

কাল নাগিনীঃ- কেঁদে কেঁদে, মা, মা--- মা গো !

কোরাসঃ- কেঁদো না। বেঁজি ভাই, নেংটি মা, কাল নাগিনী চলো পালাই, আমরা ভিটে মাটি হারিয়েছি সবাই। অনেক দূরে পালাতে হবে।

হনুমানঃ- হুপ, হুপ, বাঁচার উপায় নাই।

কোরাসঃ- কেন? কেন? কি হয়েছে?

হনুমানঃ- মানুষ বড় বড় ঝোপ গাছ কিটছে চাষের জমি বানাচ্ছে, বাড়ি ফ্যাক্টারি বানাচ্ছে।

কোরাসঃ- ভালো তো। চাষী করলে চাষ। ফসল পাবে বারো মাস।

হনুমানঃ- নারে ভাই না। মানুষ ফসল ও ফলে দিচ্ছে বিষ। আর সেই বিষে মারা যাচ্ছে পশু পাখি কীট পতঙ্গ কাঁকড়া কাছিম শোল, কই, ইলিশ সভ্যতার ঐ চূড়া। টেলিফোন টাওয়ার, এয়ান্টেনা আর এসিতে ভরা। তার উপর বিদ্যুতের তারে মোদের জীবন

কাড়ে। আমার ছোট্ট মেয়েটা ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল, বুঝতে পারেনি ওটা ইলেকট্রিক তার। পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খুকি রে? (বলে কান্না)

কোরাসঃ- আমরা প্রকৃতি মায়ের কাছে লোভী মানুষের বিচার চাই।

ছড়া বলতে বলতে হাঁসেদের প্রবেশ।

হাঁসেরাঃ- প্যাঁক প্যাঁক, নামতার মতিবিল, কোথায় গেল জল?

মতিবিল ভরাট হয়ে হলো ফ্ল্যাট শপিং মল

ঘরের ভিতর বাথটব, ডুব দিবি তো চল। (পানকৌড়ির প্রবেশ)

পানকৌড়িঃ- চুপ চুপ দিতে ডুব আসছি পানকৌড়ি

সাওয়ার খুলে দেয় ডুব জিনস পড়া বৌটি।

শঙ্খ চিলঃ- আমার বাচ্চারা আবার মারা যাবে। আগে বাসা বাধতাম সবুজ বৃক্ষের মগডালে।

গাছের পাতা বনলতা দিয়ে। এখন বৃক্ষ কোথায়? টাওয়ার যেথায় সেথায়। ঐ টাওয়ার এর পড়ে বাসা বাঁধি ওরে পাই না লতা প্লাস্টিক হেথায় হোথায়।

পুরুষ চন্দনার প্রবেশঃ- আমার বউ চন্দনা, সাথী ছিল মন্দ না।

নীল আকাশে দুজনায় মেলে দিতাম ডানা।

আকাশ এখন ভরে আছে চারিদিকে টাওয়ার

নামার সময় ধাক্কা খেয়ে প্রাণ গেল তার।

বাদুরের প্রবেশঃ- আলতা বাদুর, চালতা বাদুর কলা বাদুরের বে, দেখতে যাবে কে? (কাঁদতে কাঁদতে)

বিদ্যুতের তারে আমার ছানা মরে ঝুলছে দেখো, দেখো তোমরা এসে।

শালিকঃ- আমার মা বিষ ফল খেয়ে মরে গেছে।

ছাতারেঃ- আমার ভাই

বাবুইঃ- আমার ছেলে

টুনটুনিঃ- আমার মা

কোরাসঃ- কি হল রে তোদের?

কোরাসঃ- [সকলে এক সঙ্গে উত্তর দিল] মারা গেছে ওরা।

ময়না বুড়িঃ- আমরা ভিটে মাটি হারিয়েছি। ঝোপ গাছ কেটে ফেলেছে মানুষ। কারখানায় ধোয়ার গন্ধ, ফসলের বিষ, বর্জ্য ফেলেছে জলাভূমিতে, আমাদের দিশেহারা অবস্থা।

কোরাসঃ- শোন রে মূর্খ মানুষ,

ককিল আর গাইবে না গান

মুছে গেছে পাখীদের কলতান

ময়না আর ডাক দেয়না

বুলবুলি ধরবে না বায়না

কাকাতুয়া বাধবে না ঝুঁটি

হারালো ঘুঘু শালিকের খুনসুটি।

ফিঙ্গে নাচবে না গাছে,

পুকুর ভরবে না মাছে।

দোয়েল দেবে না শিস

চারিদিকে (শুধু) টাওয়ার আর বিষ।

পশুরাঃ- আগামী প্রজন্ম পা রাখবে কিসে?

বিষ বিষ আর শুধুই বিষে।

[সকলের প্রস্থান]

নাটক শেষে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/১

এই বিষয় নিয়ে ছবি বা গল্পের বই থাকলে তা সবাইকে পাঠ করানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগারও বানানো যায়

কৃত্যালি নং- ১৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে বড় বড় হাই রাইজ বাড়ি হচ্ছে, ফলে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। এই অবস্থায় শিশুদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ তা গুগুল খুলে তুলে আনতে হবে এবং সে গুলি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য নিয়ে মন্তব্য করতে বলবেন। প্রথমে দলগত ভাবে এবং পড়ে একক ভাবে বলতে পারে।

উপভাবমূল- ভ্রমণ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান

কৃত্যালি নং- ১৭

শব্দজালঃ

বাবুই পাখির বাসার ধরন, ঝড়ে সুবিধা- অসুবিধা, শামুকের চলন, কচ্ছপের চলন, গোরুর চলা, বিড়ালের দৌড়ানো, কুকুরের পাহারা দেওয়া, বাঁদরের গাছে গাছে থাকা, হনুমানের কলা খাওয়া, হাঁসের জলে চলার সময় পা, কীভাবে চালনা করে, নদীর তীরে মাছরাঙা, কাঠঠোকরার ঠোঁট দিয়ে ঠকঠক করা

- কৃত্যালি নং- ১৭/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি নং- ১৮

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো চেনা জায়গা অথচ অচেনা পরিবেশ পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন যাপন, জীবিকা, উৎসব নিয়ম কানুন ইত্যাদি বিষয় তথ্য

সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখে রাখবে। শ্রেণীকক্ষে ফিরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মত বিনিময় করবে। যেমন – বিদ্যালয়ের কাছে যদি কোনো আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসতি তাদের নিয়ে সেখানে পরিদর্শনে যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১৯

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

উন্নততর চিন্তন এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন বিতর্কসভার আয়োজন করতে পারেন। যেমন-

ক) বাড়ির উঠানে একটি বিষধর সাপ দেখে আমরা সবাই ওটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেললাম- এই নিয়ে বিতর্ক।

খ) আদিবাসী এক পরিবার এলাকার খালে বিলের পাখি শিকার করে সংসার চালায়- এই নিয়ে বিতর্ক।

দল গত বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের বিভিন্ন যুক্তি পরিবেশন করার জন্য সাহায্য করবে শিক্ষক শিক্ষিকারাই।

কৃত্যালি নং- ২০

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে একটি ভ্রমণের দৃশ্য থাকবে। গুগুল খুঁজে এমন একটি দৃশ্য নির্বাচন করবেন যেখানে জীবেদের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাচ্ছে। ওখানে কোনো উত্তেজনা বা অশান্তি নেই। একটি সুন্দর খাদ্য শৃঙ্খল আছে। কোন মানুষ সেখানে গাছ কাটতে পারে না। ক্লীপটি দেখে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবে শিশুরা। যেমন- "এখানে দেখা যাচ্ছে এক প্রাণী অন্য প্রানীকে মেরে খেয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ প্রাণী হত্যা হচ্ছে। তাহলে ঐ জঙ্গলে প্রাণী খেকো পশুগুলোকে মেরে ফেলা হয় না কেন?" – এই প্রশ্নের উত্তর শিশুরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে।

কৃত্যালি নং- ২১

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্বপঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৩)
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা

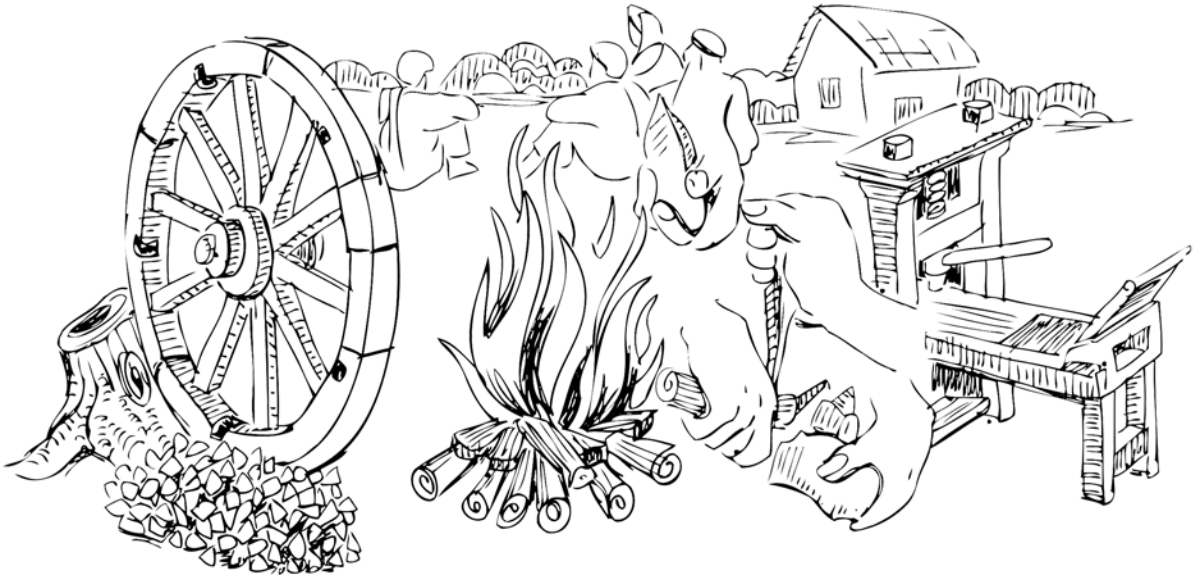

প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে মানুষ কাজে লাগিয়েছে এবং আজকের দিনেও তাঁর প্রয়োজনীয়তা কতটা তা নিয়ে এই অধ্যায়।

উপভাবমূলঃ-

- জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলের অপচয় রোধ
- আগুনের ব্যবহার ও তার সাবধানতা (অতীত ও বর্তমান)
- গাছের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আবর্জনা ও ঝোপ জঙ্গল থেকে সাবধানতা- বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধানতা
- পশু ও পাখি পোষার কারণ
- প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান)
- পাথর ও ধাতুর ব্যবহার
- কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া
- ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা ও তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজ।

কৃত্যালি নং- ১

উপরের আটটি বিষয় নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা মানস মানচিত্র তৈরি শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করে এক একটি করে শব্দ জাল তৈরি করবেন। এই মানস মানচিত্র তৈরি করতে করতে তারা বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং যুক্তি জেনে নিতে পারবে। তবু পাঠ্য বই অবলম্বন করে আটটি শব্দজাল তৈরি করে দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

ক) জলের প্রয়োজনীয়তা ও জলের অপচয় রোধঃ

প্রকৃতি, নদী, নৌকা, জল, জলপথ, জলাশয়, রান্না, জলই জীবন, সিমেন্ট, স্নান, শক্তপোক্ত, হ্রদ, মাচা, বন্যা, পৃথিবী, গাছ, জনবসতি, জল নষ্ট না করা, বৃষ্টির জল জমানো, পলিমাটি, বাণিজ্য।

খ) আগুনের ব্যবহার ও সাবধানতা (অতীত ও বর্তমান)ঃ

আগুন, আবিষ্কার, অগ্নি, ব্যবহার, জরুরি, জ্বালানো, অন্ধকার, খাবার ঝলসে, পোড়া, কামারশালা, পোড়া ইট, পোড়ামাটির কাজ, রান্না, খাওয়া, শীত থেকে বাঁচা, লোহা আগুনে গরম করে নরম করা, দাহ্য পদার্থ(খড়, শুকনো পাতা, বিচালি, কেরোসিন, পেট্রোল, বাজি তৈরির মশলা), জ্বলন্ত স্টোভ, অতিরিক্ত পাম্প, গ্যাসের নব দেখা, পেট্রোল পাম্পে মোবাইল ফোন না ধরা, রান্নার গ্যাস জ্বালানো থাকলে মোবাইলে কথা না বলা, পুজোর ঘরে প্রদীপ বা ধূপ জ্বালিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে।

গ) গাছের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আবর্জনা ও ঝোপ জঙ্গল থেকে সাবধানতা

বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধান গাছই প্রাণ, অনেক গাছে ছাল দিয়ে ওষুধ, মূল/কাণ্ড দিয়ে ওষুধ, গাছের মোটা ডাল দিয়ে পশুদের থেকে বাঁচা, গাছ থেকে ফল পাই, বেশ কিছু ফল খাই, সুন্দরী গাছ বন্যার ক্ষতি কমায়, তুলসী পাতা সর্দি থেকে বাঁচায়, প্লাস্টিক ব্যবহার না করা, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলা, আর্বজনা, ঝোপঝাড়, সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড়, জঙ্গল সাফ করা, ব্লিচিং গ্যামাক্সিন দিতে হয়, মাকড়সার লালা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা উচিত।

ঘ) পশু পাখি পোষার কারণঃ

কুকুর, বিড়াল, ছাগল, গোরু, ভেড়া , ঘোড়া পোষ মানে, কখনো হাতিও পোষ মানে, পশু পাখিকে যত্ন করলে মন ভালো হয়, লোমওয়ালা, আত্মরক্ষা, পাখির ডিম, গোরু, ছাগলের দুধ, ভেড়া থেকে পশম, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে হিংস্র প্রাণী, হিংস্র প্রাণী পোষ মানে না।

ঙ) পাথর ও ধাতুর ব্যবহারঃ

যন্ত্রপাতি, ইংরাজিতে, পাথর দিয়ে প্রাচীন হাতিয়ার, পশুর হাড়ের সূচ, বাঁশ দিয়ে হাতিয়ার, এখন স্টিলের সূচ, লোহা দিয়ে কুড়ল, কাস্তে, কুঠার, নিড়ানি, ধাতু, বাসন, সোনা, রুপো, তামার গয়না, লোহা

চ) কাঠের গুঁড়ি থেকে চাকা এবং আধুনিক গাড়ি ঘোড়াঃ

কাঠএর গুঁড়ি দিয়ে চাকা, ভেঙে যেতো, পচে যেত, মজবুত নয়, ধাতুর ব্যবহার, লোহার বেড়, রবারের টায়ার, হাওয়া ভরা, সুবিধা, সহজে যাতায়াত।

ছ) ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার, হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজ

রোগ সরানোর গাছ মানেই ভেষজ উদ্ভিদ, শিকড়-বাকড়, কালমেঘের পাতা, থানকুনি পাতা, তুলসী, নিম, সিঙ্কোনা।

- কৃত্যালি- ১/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আটটি শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

- শিক্ষক শিক্ষিকারা এই অধ্যায়ে তিনটি সমীক্ষাপত্র তৈরি করবেন। প্রথম সমীক্ষা পত্রটি হবে চারটি বিষয় নিয়ে।

(ক) জলের ব্যবহার

(খ) আগুনের ব্যবহার

(গ) পশু ও পাখি পোষা ও তাদের ব্যবহার

(ঘ) পাথর ও ধাতুর ব্যবহার

- আরও একটি সমীক্ষা পত্র তৈরি করতে হবে নীচের দুটি বিষয় নিয়ে।

(ক) গাছের প্রয়োজনীয়তা- ঝোপ আগাছা ও আবর্জনা থেকে সাবধানতা, সাপ পোকামাকড় থেকে সাবধানতা

(খ) ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ উদ্ভিদ।

- তৃতীয় সমীক্ষা পত্রটি হবে-

(ক) প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান)

(খ) কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া

এই তিনটি সমীক্ষা পত্র শিশুর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করতে হবে। এগুলি নিয়ে তারা নিজেদের এলাকায় সমীক্ষা চালাবে। দলগত ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবেও সমীক্ষার শেষে তারা তথ্যগুলি নিয়ে দলগত আলচনায় বসবে এবং একটি মৌখিক রিপোর্ট বানাবে। সেগুলি দলগতভাবে তারা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। এই সময়ে তারা যাতে সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষিকা যত্নবান হবে।

- কৃত্যালি নং- ২/১

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গাছের প্রয়োজনীয়তা ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দলগত সমীক্ষা চালাতে পারেন। এলাকায় এমন কয়েকটি স্থান বেছে নিতে হবে যেখানে এক সময় প্রচুর গাছপালা ছিল অথচ এখন গাছের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ উদ্ভিদ ও শাকপাতা পাওয়া যায়। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলা এবং বিভিন্ন কান্ড মূল শাকপাতা ছাল ডাল এবং নিদর্শন সংগ্রহ করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে ভেষজ গাছগুলির গুণাগুন নিয়ে আলোচনা করে প্রতিটি গাছের নামে পাশে তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে হবে শিশুদের।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিশুদের সাথে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে একটি ছোট মিউজিয়াম তৈরি করতে পারেন যেখানে পাথরের টুকরো থেকে এ যুগের অস্ত্র শস্ত্র এবং আধুনিক হাতিয়ারের নানান রেপ্লিকা তৈরি করে রাখা যায়। অন্যদিকে কাঠের চাকা থেকে বিভিন্ন গাড়ির রেপ্লিকাও সংগ্রহ করে সাজান যেতে পারে। মাটি দিয়ে ঐ হাতিয়ারগুলো বানানো যায়। একটি বিগ বুকে এই বিবর্তনের ধারাটি বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নির্মানের চেষ্টা চালাতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

চাকা পাথর ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ছবি ছড়া ও গল্পের বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পড়ার শেষে শিশুরা আলোচনায় বসতে পারে। নিজেদের মতামত জানাতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আলোচ্য আটটি বিষয় নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন- আদিম মানুষেরা কিভাবে পাথর ব্যবহার করত এবং আগুনের ব্যবহার শেখার পর কিভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায়, শেষে লোহার আবিষ্কার কিভাবে তাদের সমস্ত জীবন ধারাই পরিবর্তিত করে দেয় এ বিষয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। এটি থেকে শিশুরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে কিভাবে অতীত থেকে মানব সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছে।

কৃত্যালি নং- ৫

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন

সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৪)
জীবিকা ও সম্পদ

এই অধ্যায়টি মানুষের নানান ধরনের জীবিকার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটিয়েছে। জীবিকার ধরনগুলি লক্ষ্য করে চারটি উপভাবমূলে জীবিকাগুলিকে ভাগ করে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

উপভাবমূলঃ-

ক) এলাকা ভিত্তিক জীবন ধারণ ও প্রকার

খ) জীবিকা ও নানা রকমের হাতের কাজ কুটির শিল্প- শিল্পের উপাদান

গ) প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তাঁর ধারাবাহিকতা

ঘ) লোক শিল্প- গল্প, গান, নাচ চিত্র শিল্প

উপভাবমূলঃ- এলাকা ভিত্তিক জীবন ধারণ ও প্রকার

কৃত্যালি নং- ১

শব্দজালঃ

পাহাড়ি অঞ্চলে গাছের ফল বিক্রি (কমলালবু, স্কোয়াস), চা বাগানে চা পাতা সংগ্রহ করা, চা পাতা তৈরি, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসবাবপত্র তৈরি, ভেড়া থেকে উল তৈরি করা, গরম পোশাক তৈরি করা , পর্যটকদের জন্য গাড়ি ভাড়া দেওয়া, মোমো বিক্রি করা, উলের কার্পেট তৈরি করা।

- কৃত্যালি নং- ১/১

শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের এলাকায় বিভিন্ন জীবিকায়/পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেবে। তাদের কাছ থেকে তাদের জীবিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে সমীক্ষা পত্রে লিখবে। সমীক্ষাপত্রের নমুনা নীচে দেওয়া হল। তবে এক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখবেন। ছাত্রছাত্রীরা পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে।

সমীক্ষা পত্র- (একাধিক উত্তর সঠিক মনে হলে দাগ দিতে পারো)

- ব্যাক্তির নাম-
- জীবিকা-
- আপনি কত দিন ধরে এই কাজের সাথে যুক্ত? (ক) অল্প কিছুদিন, (খ) প্রথম থেকে এই কাজ করি, (গ) আমার দাদু বা বাবা এই কাজই করতেন।
- আপনি এই জীবিকা কেন বাছলেন/গ্রহণ করলেন? (ক) আমার ভালো লেগেছে তাই, (খ) আমাদের এই এলাকায় এ ছাড়া অন্য জীবিকার সুযোগ নেই তাই, (গ) এই এলাকায় এই কাজ সবচেয়ে ভালো বা আরাম দায়ক হয়, (ঘ) আমার দাদু বাবা সবাই এই কাজই করতেন তাই, (ঙ)এই জীবিকাটি সৃজনশীল তাই, (চ) এই জীবিকাটিতে আর্থিক লাভ ভালো হয়।
- আপনার পরবর্তী প্রজন্ম কি এই জীবিকাই গ্রহণ করতে চায়?

(ক) হ্যাঁ, (খ) না, 'যদি' 'না' হয় তাতে কেন? আপনার কি মনে হয়?

- কৃত্যালি নং- ২/১

ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ির আশে পাশের যদি কোনো শিল্প কারখানা থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে তা পরিদর্শন করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে।

- শিল্পের নাম
- ঐ শিল্পে কি কি তৈরি করা হয়?
- শিল্পটিতে কি কি উপাদান লাগে?
- শিল্পটি বড় নাকি কুটির শিল্প?
- শিল্পের উপাদান কোথায় সংগৃহীত হয়?
- শিল্পটি এলাকা ছাড়া বাইরে বিক্রি হয় কি?
- কোথায় হয়?
- দ্রব্যটি তৈরির প্রক্রিয়া কি?
- শিল্পটি সংরক্ষণ উচিৎ কিনা এবং কেন?
- কৃত্যালি নং- ২/২

ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির বড়দের কাছ থেকে এবং এলাকার/পাড়ার বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন লোক গাথা সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। এর সাথে কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ লোক সঙ্গীত থাকলে তা সংগ্রহ করবে। লোক সঙ্গীতের শিল্পীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সঙ্গীতটির রচনা কাল ও সেটি কি ধরনের গান তা জেনে নেবে এবং নোটবুকে নথিভুক্ত করবে।

- কৃত্যালি নং- ২/৩

ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে। সেখানে অভিভাবক, পঞ্চায়েতের সদস্য এবং এলাকার লোকজনকে আমন্ত্রন জানাতে পারে। বিভিন্ন মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ হাতের কাজ, কেউ সংগীত পরিবেশন করতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

মূকাভিনয়

শিশুরা মানুষের জীবিকার পরিচয় দিতে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে বোঝানোর চেষ্টা করবে। এক একটি দল এক একটি এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবিকার খুঁটিনাটি ব্যাপার পরিচিত করবে অন্য শিশুদের কাছে। সে ক্ষেত্রে তারা কথা না বলে অভিনয় করে দেখাবে এবং ঐ দলের একজন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে জীবিকাটি সম্পর্কে দু এক কথা জানাবে। যেমন- "আমাদের বাড়ী জঙ্গলের ধারে"।

এক্ষেত্রে দলটি কাঠ সংগ্রহ করা, মধু সংগ্রহ করা, মাছ ধরা ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কে মূকাভিনয় করে দেখাবে। ঐ দলের একজন অভিনয় শেষে বলবে যে লোকটির নাম রমাপ্রসাদ মণ্ডল। উনি রোজ গভীর জঙ্গলে গাছের শুকনো ডাল ও কাঠ সংগ্রহ করতে যান, মধু আনতে বা কাঁকড়া সংগ্রহ করতে যান।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

বিভিন্ন জীবিকা নিয়ে ছবি ও গল্পের বই সংগ্রহ করে শিশুদের পড়ান যেতে পারে এবং পরে আলোচনা করা যেতে পারে। এই ধরণের পুস্তক সংগ্রহ করে বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক গ্রন্থাগার নির্মান করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং -৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় যে বিচিত্র জীবিকা ও পেশা আছে তা নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। যেমন- পুরোহিত জীবিকা, হিজড়েদের জীবিকা, ট্রেনের মধ্যে গান শোনানোর, জীবিকা, সমুদ্রের জাহাজের নাবিক, উড়ো জাহাজের এয়ার হোস্ট্রেস, হাসপাতালের আয়ার জীবিকা ইত্যাদি। এগুলি নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। শুধু চাকরি বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয়, আজকাল হরেক ধরণের জীবিকা আছে যা আশ্রয় করে মানুষের বেঁচে আছে। সৎভাবে এবং ভালোভাবে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে একটা জীবিকা লাগে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। যার যাতে আগ্রহ তার সেই রকম জীবিকা গ্রহণ করা উচিত।

- কৃত্যালি নং- ৪/১

এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন কাজের প্রবণতাকে কেন্দ্র করে অন্য একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লিপও বানানো যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে শিশুর কাছে সাবলীল করে তুলতে হবে।

উপভাবমূলঃ- হাতের কাজ কুটির শিল্প- শিল্পের উপাদান

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দ জালঃ

প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তার ধারাবাহিকতা, মাটির পুতুল, পোড়া মাটির কাজ, কাঁথা সেলাই, বেতের কাজ, ডোকরা, পাটের সুফো দিয়ে সাজানোর জিনিস, শোলার কাজ, লোহার কাজ, বাঁশের কাজ

- কৃত্যালি নং- ৫/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

(খ) ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ির আসে পাশের যদি কোনো শিল্প কারখানা থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষকার সাথে তাহলে শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে তা পরিদর্শন করবে তথ্য সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে।

- তথ্য তালিকা
- শিল্পের নাম
- ঐ শিল্পে কি কি তৈরি করা হয়?
- শিল্পটিতে কি কি উপাদান লাগে?
- শিল্পটি বড় নাকি কুটির শিল্প?
- শিল্পের উপাদান কোথায় সংগৃহীত হয়?
- শিল্পটি এলাকা ছাড়া বাইরে বিক্রি হয় কি?
- কোথায় হয়?
- শিল্প তৈরির প্রক্রিয়া কি?
- শিল্পটি সংরক্ষণ করা উচিৎ কিনা এবং যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে কেন?
- কৃত্যালি নং- ৬/১

স্থানীয় কোনো মেলায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে ওখানে স্টলে পাওয়া যায় এমন হাতের কাজ দেখানো যেতে পারে। শিশুরা একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করতে পারে। তারা কোন গ্রাম বা জেলা থেকে আসছে তার তথ্য নেওয়া যেতে পারে। তারা কতদিন ধরে এই কাজগুলি করছে এবং এতে তাদের মাসিক আয় এর পরিসংখ্যান নিতে পারে শিশুরা।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

নাটিকাঃ মিলন মেলা

এখানে গ্রামে যে সমস্ত কুটির শিল্প তৈরি হয় তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথন থাকবে এই নাটক। শিক্ষার্থীরা একে অপরের শিল্পকর্ম নিয়ে জানতে চাইবে, যে কুমোর সে তার শিল্পের নানান দিক তুলে ধরবে। যে ফুলের মালা তৈরি করে সে এ নিয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরবে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

দেশ বিদেশের বিভিন্ন হাতের কাজের একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখানো যেতে পারে। ঐ কাজগুলি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য গুলি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জানানো যেতে পারে। প্রথমে ছবি দেখে শিশুরাই নিজেরা জীবিকাগুলির পরিচয় দিতে পারে। শেষে ঐ ক্লিপেই সমস্ত জীবিকার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তার ধারাবাহিকতা

কৃত্যালি নং- ৯

শব্দজালঃ

হাতের কাজের পদ্ধতি, লেখা জোকা থাকে না, হাতে ধরে কাজ শেখানো, প্রথাগত শিক্ষা, বংশগত শিক্ষা, অক্ষর জ্ঞান দরকার হয় না, হাতে কলমে শেখা, খাটের গায়ে নকশা, পোড়ামাটির কাঠের ঘোড়া তৈরি, জরির কাজ, শাড়ি তৈরি,

ডোকরার কাজ, মিষ্টি বানানো, সোনার অলংকার বানানো।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে – কাঠ চেরাইয়ের কলে কাজ করে, বীরভূম, বাঁকুড়া --- পোড়ামাটির কাজ, ডোকরা, নকশা তোলা কাপড়ে, তাঁত বোনা। বর্ধমান অঞ্চলে তালপাতার পুতুল, কাঠের পুতুল, নানা ধরনের ধান চাষ করে জীবন চালায়। কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লা তোলা কাজে যুক্ত। পাথর খাদানের কাজ। মাছ ধরা, চিংড়ি মাছের রফতানি, মধু সংগ্রহ, গাছের পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করা। বাঁশের জিনিস, বেতের জিনিস।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোন কোন পরিবার হাতের কাজের সাথে যুক্ত থাকলে শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ ধরণের পাড়ায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যাবেন। হাতের কাজের খুঁটিনাটি তারা দেখবে এবং খবর নেবে ঐ কাজের জন্য তাদের প্রথাগত শিক্ষা কতটা প্রয়োজন, যদি না হয় তবে তারা ওটা শিখলে কিভাবে, ঐ জীবিকা নিয়ে তাদের পরিবারের শিশুরা কতটা উৎসাহী এবং শিখছে কেমন ইত্যাদি। বিভিন্ন বিষয়ে পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে এসে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় করবে এবং দলগতভাবে তাদের মতামত দান করবে।

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

বিভিন্ন হাতের কাজের সাথে বহু গল্প এবং গান যুক্ত থাকতে পারে। সেগুলি সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। অন্য দিকে ঐ দক্ষতাও যে খুবই মূল্যবান, দামী এবং সৃজনশীল এবং সেটি যে প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য কোন ছড়া বা গান রচনা করতে পারেন শিক্ষক শিক্ষিকা। ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে ঐ ছড়া তৈরি করা যায় এবং তাতে সুরও দেওয়া যায়।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

বিভিন্ন হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাবধানতার অভাবে এই সমস্যা আরও গভীর হতে পারে। তা নিয়ে কোন নাটিকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নাটক- শিল্পী

চরিত্রঃ- (চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সবাই) তাঁতি, বৌ, ছেলে, মা ও মেয়ে, নিতাই কর্মকার ও ছেলে, খুড়ো, সূত্রধর এবং বাকিরা প্রতিবেশী।

১ম দৃশ্য

ছড়া বলতে বলতে প্রবেশ।

ঘরে ঘরে কাজ করে আয় করে যারা

কুটির শিল্পী নাম দিয়েছেন গুনীজনেরা

তাঁতদের কোরাসঃ- খটা খট, খটা খট, খটা খট খটা খট

বাবাঃ- আরে তাড়াতাড়ি সুতো ভরো

মাঃ- এই তো ভরে দিচ্ছি

বাবাঃ- খোকা, সুতোতে রং করে শুকাতে দে।

ছেলেঃ- বাবা, আমি রং করে দিলাম তুমি শুকাতে দাও

বাবাঃ- তাহলে বুনবে কে?

ছেলেঃ- আমি, বুনব।

বাবাঃ- তুই কোনো দিন শিখেছিস নাকি যে বুনবি।

ছেলেঃ- জন্ম থেকে দেখে দেখে জল ভাত হয়ে গেছে। তাঁত বোনা আবার শেখার কি আছে?

বাবাঃ- আরে, দেখে শেখা আর হাতে ধরে শেখার অনেক তফাৎ আছে। শিখিয়ে দি আয়।

ছেলেঃ- আরে না, ওঠো, দেখো আমি পারি।

ছেলে তাঁত বোনা শুরু করল, খট খটা খট, খটা খট, খটা খট

বাবাঃ- খুব সাবধান,

ছেলেঃ- দেখো বাবা, তোমার থেকেও বুনছি কেমন ঝটপট..... (আ আ আ আ..... চোখ ধরে বসে চিৎকার করে উঠবে।) বাবা মা দুজনেই ছুটে আসবে।

বাবা ও মাঃ- কি হল? কি হয়েছে? কোথায় লেগেছে? দেখি

বাবাঃ- সর্বনাশ হয়েছে। মাকু ছিটকে এসে চোখে পড়েছে।

ছেলেঃ- মা, মা বলে কেঁদে উঠবে।

মা (কেঁদে)ঃ- কেন বুনতে গেলি না শিখে? কি হবে?

বাবাঃ- চোখটা না নষ্ট হয়ে যায়।

মাঃ- হায় হায়, এখন উপায়?

বাবাঃ- চলো চলো হাসপাতাল।

[সকলে মিলে একসাথে চলো হাসপাতাল বলে ছেলেকে ধরে নিয়ে প্রস্থান।]

২য় দৃশ্য

[ছড়া বলতে বলতে মা আর মেয়ের প্রবেশ]

বানাই মোম ধুনোর ছাঁচে, পিতলে দিই আগুনের আঁচে।

পিতল গলে গলে পরে, ঢালি ছাঁচের পরে।

গড়ি ময়ূর মূর্তি কাজললতা পেঁচা

ডোকরা শিল্পীদের এই থেকেই বাঁচা।

[মা কোনো কিছু পালিশ করবে, মেয়ে উনুনে কাঠ দেবে, ফুঁ দেবে]

মেয়েঃ- মা পিতল গলে গেছে, ছাঁচে ফেলে দেব?

মাঃ- পারবি? না আমি ঢেলে দেব?

মেয়েঃ- না, না। আমি পারব। তুমি যেটা করছ কর।

মাঃ- সাবধানে, দেখিস তাড়াহুড়া করিস না।

মেয়েঃ- আরে না, না। খুব পারব। আ----- আ----- মা গো----- (বলে চিৎকার করে উঠল পা ধরে উবু হয়ে রইল)

মাঃ- কি হল? পায়ে ফেলেছিস? হায় ভগবান! দাড়া, আমি ঠাণ্ডা জল আর আলু থেঁতো করে দি।

মেয়েঃ- জ্বলে গেল মা, আমার খুব জ্বলছে।

মাঃ- একি রে? কি করেছিস?

মেয়েঃ- ন্যাকড়া টা দিয়ে ঘসে মুছতে গিয়ে ছাল উঠে গেল (কাঁদতে লাগল)

মাঃ- চামড়া উঠে গেছে, ঐ নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে কেউ মোছে? ইশ! এখন আমি কি করি? (বলে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল)

কোরাসঃ- কি হয়েছে? কি হয়েছে?

মাঃ- দেখ, পিতল গলে পায়ে পড়েছে, ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে গিয়ে চামড়া উঠে কি কান্ড।

মেয়েঃ- জ্বলে গেল মা, জ্বলে গেল।

কোরাসঃ- চলো চলো হাসপাতাল।

[সকলে মিলে একসাথে চলো হাসপাতাল বলে ছেলেকে ধরে নিয়ে প্রস্থান।]

৩য় দৃশ্য

[খুড়োর প্রবেশ]

খুড়োঃ- ও নিতাই, নিতাই, বাড়ি আছো?

নিতাই কর্মকারের প্রবেশঃ- এই যে খুড়ো, বলো।

খুড়োঃ- আমি যে একটা কাটারি বানিয়ে দিতে বলেছিলাম, হয়ে গেছে?দিয়ে দে তবে।

নিতাইঃ- দেব, কর্তা। নিশ্চয়ই দেব। আপনি ৪/৫ দিন পর আসুন।

['ঠিক আছে' বলে খুড়োর প্রস্থান।]

নিতাইঃ- খোকা, ও খোকা? কোথায় গেলি?

মোবাইল হাতে খোকার প্রবেশ- বলো। ডাকছ কেন?

নিতাইঃ- সব সময় গান শোনা, মোবাইল ঘাটা। কোন কাজে তোর মন নেই দেখছি

খোকাঃ- বল, কি বলছ। কোন কাজ টা করি না তোমার?

নিতাইঃ- খুড়োর কাটারি টা যে করতে হবে।

খোকাঃ- সে তো আগুনে পুড়ে লাল হয়ে আছে। এবার পেটাতে হবে।

নিতাইঃ- তবে চল আমি ধরি, তুই পেটা।

(দুজনে মিলে টানা আর পেটানোর অভিনয় করবে)

নিতাইঃ- আ------আ------ করে হাত ধরে লুটিয়ে পড়বে।

খোকাঃ- কি হল বাবা, কি হল? (কেঁদে বলল) আমি বুঝতে পারিনি।

নিতাইঃ- (ব্যাথায় কুঁকড়ে বলে উঠল) আঙ্গুলটা বোধ হয় ভেঙে গেল রে।

খোকাঃ- বলল চলো বাবা হাসপাতালে।

[বলতে বলতে বাবা আর ছেলের প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য

[কয়েকজনের প্রবেশ।]

১ম জনঃ- কথায় বলে স্যকরার ঠুক ঠুক, কামারের এক ঘা, বিপদ আছে সর্বদা।

২য় জনঃ- আর ডোকরা? সেও কি কম যায়? গলা মোম আর পিতল যদি পড়ে হাতে পায়ে।

৩য় জনঃ- তাঁতি তাঁত বোনে গামছা লুঙ্গী শাড়ি, সেগুলিই চলে যায় প্রতি বাড়ি বাড়ি।

৪র্থ জনঃ- শিখতে হয় কত, সব কাজে হয়ে নত, নইলে অঘটন ঘটে যত।

৫ম জনঃ- আরও কত কুটির শিল্প প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও, বেঁচে আছে অল্প অল্প।

১ম জনঃ- তবু করতে হবে কাজ, বাঁচার জন্য আজ।

২য় জনঃ- প্রবীণদের থেকে নবীনরা শেখে।

৩য় জনঃ- কোন কাজ ছোট নয়, হাতের কাজই শিল্প হয়।

৪র্থ জনঃ- পূর্বপুরুষের জীবিকা টিকিয়ে রাখো সবাই তা,

৫ম জনঃ- খাটাও মাথা, লাগাও প্রযুক্তি

তবেই না হবে কুটির শিল্পের উন্নতি।

কোরাসঃ- কুটির শিল্প বাঁচিয়ে রাখো। শিল্পীরা সব সুখে থাকো।

- কৃত্যালি নং- ১১/২

কোন বিশিষ্ট শিল্পী যিনি আসলে নিরক্ষর অথচ তার শিল্প সৃষ্টি বিশ্ববন্দিত তার জীবন কাহিনী নিয়ে ছবি ও গল্পের বই পড়ার জন্যে দেওয়া যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

কুটির শিল্প বা হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা কেমন লড়াই করে ঐ জীবিকা বাঁচিয়ে রেখেছেন এ ব্যপারে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। শিল্প চর্চার জন্য হয়ত কোন প্রথাগত শিক্ষা লাগে না তবু শিক্ষা থাকলে যে ঐ শিল্প অনেক বেশি সফলভাবে বাজারগত করা যেতে পারত সে বিষয়েও দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ করা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ লোক শিল্প- গল্প, গান, নাচ চিত্র শিল্প

কৃত্যালি নং- ১৩

শব্দ জালঃ লোকগাথা, লোক গান, সারিগান, জারি গান, ভাটিয়ালি গান, বাউল গান ধানভাঙার গান, ছৌ নাচ, ঝুমুর নাচ, গম্ভীরা,

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আটটি শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

১) ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির বড়দের কাছ থেকে এবং এলাকার/পাড়ার বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন লোক গাঁথা সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। এর সাথে কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ লোকসঙ্গীত থাকলে তা সংগ্রহ করবে। লোক সঙ্গীতের শিল্পীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সঙ্গীতটির রচনা কাল বা কি ধরনের গান এটি জেনে নেবে এবং নোটবুকে নথিভুক্ত করবে।

২) ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে।

৩) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এলাকার ও আশেপাশের পুরনো মন্দির, বাড়ি, ছোট টিলা পাহাড় ও গুহা ইত্যাদি পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। অনেক সময় এ সমস্ত পুরনো মন্দির বাড়ি বা গুহার দেওয়ালে নানা ছবি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্র ছাত্রীরা তা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদান প্রদান করবে ও আলোচনা করবে। সে সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।

(ক) মন্দির, বাড়ি, গুহাটি কবে তৈরি হয়েছে?
(খ) কে তৈরি করেছিল?
(গ) ছবিগুলি কিসের? মানুষ, পশু বা অন্য কিছু?
(ঘ) ছবি গুলি দেখে কি মনে হচ্ছে? তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা
(ঙ) তখন কি রং এর ব্যবহার ছিল?
(চ) ছবিগুলো কি দিয়ে আঁকা?
(ছ) দেওয়ালে কি শুধু ছবি আঁকা নাকি কোনও হরফ বা লেখাও আছে?
(জ) লেখা থাকলে সে ভাষা কি বোঝা যাচ্ছে?

কৃত্যালি নং- ১৫

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা স্থানীয় কোন লোক নৃত্য বা লোক সঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করতে পারেন। শিশুরা বাড়ি থেকে প্রচলিত কোনো লোক সঙ্গীত বা লোক নৃত্য শিখে আসতে পারে এবং শ্রেণি কক্ষে অনুষ্ঠান করতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/১

শিশুরা তাদের ড্রয়িং খাতায় নিজেদের খুশী মত যে ভাবে ইচ্ছা ছবি আঁকতে পারে এবং রং করতে পারে। সাধারণ মানুষ, গ্রাম বাংলা ও সাধারণ জীবন যাতে প্রতিফলিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লোক কাহিনী বলার জন্য স্থানীয় কোনও গল্প বলিয়েকে আনা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/২

লোক কাহিনী বলার জন্য স্থানীয় কোন মানুষ বা বয়স্ক দাদু বা দিদাকে ডেকে আনা যেতে পারে। শিশুরা তাকে নিজেদের গল্পও শোনাতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/৩

ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে। সেখানে অভিভাবক এবং পঞ্চায়েতের সদস্য এলাকার লোকজনকে আমন্ত্রন জানাতে পারে। বিভিন্ন মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। হাতের কাজ, কেউ সংগীত নিতে আসতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায় যেখানে লোক নাচ ও লোক গান দেখানো হবে। বিভিন্ন এলাকা ও রাজ্যের লোক নাচ ও লোক গান দেখিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে এবং প্রিয় গানটি শেখান যেতে পারে। শিক্ষক চাইবেন যাতে লোকগল্প, লোকসংস্কৃতির প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাপাঠ বাড়ে।

কৃত্যালি নং- ১৭

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৫)
আমাদের আকাশ

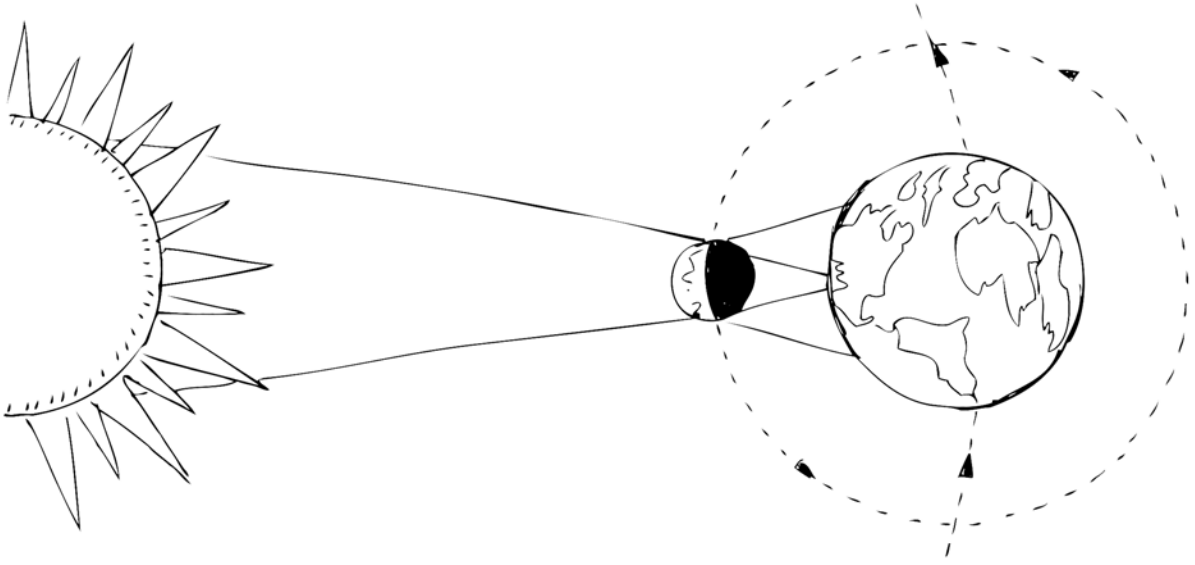

এই অধ্যায়টি আমাদের চেনা আকাশ কে নিয়ে এঁকে নতুন করে দেখতে ও চিনতে শেখাব এই হল এর উদ্দেশ্য।

উপভাবমূলঃ- ক) আলো ছায়ার খেলা – দিন আর রাত্রির বিজ্ঞান – চাঁদের পিঠে আলো – পূর্ণিমা অমাবস্যার সূত্র

খ) আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী – মহাকাশ অভিযান

উপভাবমূলঃ- আলো ছায়ার খেলা– দিন আর রাত্রির বিজ্ঞান – চাঁদের পিঠে আলো – পূর্ণিমা অমাবস্যার সূত্র

কৃত্যালি নং- ১

শব্দ জালঃ

পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ঘোরে, আলো, আলোকিত, ভরবেলা, সন্ধ্যাবেলা, ঝলমল, অন্ধকার, পাঁক খাওয়া, পূর্ণিমা, কমলালেবুর কোয়া, পৃথিবী থেকে দেখলে কালো দাগ, চাঁদের কলঙ্ক, গোল থালা, চাঁদের উল্টো পিঠ।

- কৃত্যালি নং- ১/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আটটি শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

পাঠ্যপুস্তকে যে ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে তা শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই করাবেন। তবে প্রতিটি শিশুর নিজস্ব বোধ তৈরি করার জন্য আরও কিছু কাজ বাড়ির জন্যও দিতে পারেন। তিনি শিশুদের বলতে পারেন যে তাদের বাড়ির ছাদে বা ফাঁকা মাঠে যেখানে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের আলো পর্যাপ্তভাবে সরাসরি পড়ে সেখানে একটি লাঠি পুঁতে দেবে। ভোর ছটায় লাঠিটির ছায়া কি ভাবে পড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করে ঐ লম্বালম্বি গুঁড়ো চুন, আবীর বা কাঠকয়লা দিয়ে রাখবে, পরে সকাল ৯টায়, বেলা ১১টায়, দুপুর ১২টায়, ১টায়, বিকেল ৩টে এবং শেষে সন্ধ্যা ৫টায় বা ৬টায়। ছায়া বরাবর ঐ রং ছড়িয়ে দেবে। পরে লাঠিটির ছায়াগুলির একটি কল্পচিত্র তৈরি করে পর্যবেক্ষণ সময় উল্লেখ করে একটি ছোট্ট সমীক্ষা পত্র তৈরি করবে ঐ শিশু। সমীক্ষায় সূর্যের সঙ্গে ছায়া সম্পর্ক নিরূপণ এবং ছায়াগুলির ক্রম নির্ধারণ এবং সবচেয়ে লম্বা ও সবচেয়ে ছোট ছায়ার সময় নির্ধারণ, সূর্য কি ঘুরছে না কি অন্য কিছু ঘটছে এখানে? এই সব চ্যালেঞ্জের উত্তর শিশুরা খুঁজবে।

- কৃত্যালি নং- ২/১

সূর্য কি নিজে ঘুরছে না অন্য কিছু ঘটছে– এই প্রশ্নের উত্তর শিশু যান্ত্রিকভাবে না বুঝে দিতে পারে অথবা ভুল দিতে পারে। এই বিষয়ে বোধ তৈরি করতে নাগরদোলায় চড়ার সময় চারিপাশ সরে সরে যায় কেন এই ধরণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতা থেকে তাকে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের উত্তর আবিষ্কার করতে হবে। যেমন—

ক) কেউ যদি নাগরদোলায় কোনো একদিকে যায়, বাড়িঘর ও চারপাশের অন্যান্য বস্তুরা কোন দিকে যায়?
(১) সাথে সাথে এগিয়ে যায়, (২) উল্টো দিকে এগোয়
খ) কেউ যদি বাড়ি ঘর ও অন্যান্য জিনিষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখে, তবে ট্রেনটি কোন দিকে ছুটছে?
(১) পূর্ব থেকে পশ্চিমে (২) পশ্চিম থেকে পূর্বে?
গ) তুমি যদি ট্রেনে করে যাও, তুমি কি স্থির? (১) হ্যাঁ (২) না
ঘ) তোমার চারপাশের প্রকৃতি ঘর বাড়ি কি স্থির? (১) হ্যাঁ, (২) না
ঙ) এই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝিয়ে বলো সূর্য কি চলমান? (১) হ্যাঁ, (২) না
চ) তাহলে বল পৃথিবী কি নিজে ঘুরছে? (১) হ্যাঁ, (২) না
ছ) কোন দিকে ঘুরছে? (১) পূর্ব থেকে পশ্চিমে (২) পশ্চিম থেকে পূর্বে?

- কৃত্যালি নং- ২/২

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে একটি পরীক্ষা চালাতে বলবেন। অন্ধকার ঘরে টর্চ জ্বালিয়ে তার সামনে একটি গোল বল বন বন ঘোরাবে আর লক্ষ্য করবে কিভাবে আলোয় বলের একটা অংশ আলোকিত হচ্ছে এবং অন্য একটা অংশ অন্ধকার থেকে যাচ্ছে। এ নিয়ে একটা ছোট্ট সমীক্ষা পত্রও তাকে দেওয়া যেতে পারে। (ক) ধরো তুমি একটা পিঁপড়ের মত। বলের উপর বসে আছে। এবার লক্ষ্য কর কিভাবে দিন আর রাত ঘটছে। (খ) এখানে সূর্য বলতে কোন বস্তুকে ভাবা হয়েছে?

অন্যদিকে আরও একটি ছোট বলকে বড় বলের পাশে রেখে তাকে চারদিকে ঘোরালে ঐ টর্চের আলো বা তার ছায়া কেমন ভাবে একে অন্যের উপর পড়বে তা পরীক্ষা করে দেখতে বলবেন। একই রকম ভাবে সমীক্ষাপত্রে তাদের মতামত দিতে বলবেন। এই ভাবে পূর্ণিমা ও আমাবস্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

উপরের প্রতিটি কৃত্যালিতে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং মূলত তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। (ক) আকাশের সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বস্তুর ছায়ার পরিবর্তন, (খ) দিন রাত্রি কিভাবে হবে, (গ) চাঁদের আলো কমা বাড়া এবং পূর্ণিমা আমাবস্যার রহস্য।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি মডেল বানাবে। সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ- এই তিন জনের সম্পর্ক নিয়ে কাগজের মন্ড আর তার দিয়ে একটি কার্ড বোর্ডের মডেল তৈরি করতে পারে। তাদের বিভিন্ন আবস্থানে কি কি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তার তালিকা তৈরি করবে এবং নিজেরাই তার সম্ভাব্য উত্তর তৈরি করবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

(গল্প পড়ে দলে বসে সংলাপ তৈরি কর। নাটকের নামকরণ কর ও চরিত্র গুলি খুঁজে বের করে দৃশ্য সাজাও।)

চরিত্র- পিক্লু/মিমি/মা/দিদা/ঠাকুমা

১ম দৃশ্য

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মিমি ছুটে এসে দেখল দিদা ও বড়মাসির ছেলে পিকলু দাদা এসেছে। মিমির চিৎকারে মা ঠাকুমাও ছুটে এল। কুশল বিনিময়ের পর ঠাকুমা দিদাকে বলল- নদী পাড় থেকে আসতে অসুবিধা হয়নি তো? দিদা বলেন না গো দিদি জোয়ার ছিল তাই কোন কষ্ট হয়নি। মিমি বলল- জোয়ার কি গো দিদা? পিকলু বলল ভেতরে যেতে দে আগে- পরে বোঝাবো জোয়ার ভাঁটা কি।

(জোয়ার নিয়ে কথোপকথন করবে শিক্ষার্থীরা)

২য় দৃশ্য

ঠাকুমাঃ- বৌমা, আজ পূর্ণিমা আমি রাতে ভাত খাব না। আবার চন্দ্রগ্রহণ আছে। লুচি পরোটা যদি কিছু কর, গ্রহণ ছাড়ার পর। গ্রহণ ছাড়ার পর রান্না করে খেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। বাচ্চা দুটো না খেয়ে থাকবে? আদেশের সুরে) বললেন- গ্রহণ লাগার আগেই ওদের খাইয়ে দেবে।

দিদাঃ- আজ তো আবার পূর্ণগ্রাস, পুরোটাই খেয়ে নেবে তাই না দিদি?

পিকলুঃ- গ্রহণের সময় রান্না খাবার খেলে কি হয়, দিদা?

দিদাঃ- ওনাদের নজর পড়ে।

[চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ নিয়ে তাদের কথোপকথন চলবে এবং এ নিয়ে যা যা কুসংস্কার আছে তা নিয়ে আলোচনা হবে।]

৩য় দৃশ্য

[গল্পটি পড় এবং সংলাপ তৈরি কর।]

ঠাম্মি বলে- শোন সেই গল্প- এক সময় দেবতারা, রাক্ষসরা, আসুররা আর নাগেরা মিলে সমুদ্র থেকে অমৃত তুলে আনে। সেটা পান করলে কেউ কোন দিন মরে না। তাই দেবতারা ঠিক করল কাউকে ভাগ না দিয়ে শুধু দেবতারাই অমৃত পান করবে। বুঝতে পেরে এক রাক্ষস একটুখানি মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই চাঁদ সূর্য দেখতে পেয়ে বলে দেয়, অমনি বিষ্ণু ভগবান তার চক্র দিয়ে রাক্ষসটার গলা কেটে দেয়। মাথাটার নাম হয় রাহু রাক্ষস আর দেহটার নাম কেতু। তারপর থেকে ওরা তক্কে তক্কে থাকে সুযোগ পেলেই সূর্যকে খায় তখন সূর্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রকে যখন খায় তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

[চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্ক নিয়ে আসল সত্য পিকলু তখন বলবে।]

মাঃ- তাহলে খেলাটা ছাদেই হোক। (সকলে ছাদে চলে আসে)

৪র্থ দৃশ্য

[গল্পটি পড় এবং সংলাপ তৈরি কর।]

ছাদে এসে মা দিদা ঠাম্মি বলেন, বা! কি সুন্দর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। পিকলু পকেট থেকে একটা চক বের করে ঠাম্মির চারিদিকে সমান দূরত্ব রেখে গোল দাগ কেটে দেয়। বলে 'ঠাম্মি তোমার নাম সূর্য। এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো'।

পিকলু দিদার হাত ধরে তাঁকে সেই দাগে দাঁড় করায়। বলে দিদা তোমার নাম পৃথিবী। তুমি সূর্য, মানে ঠাম্মির চারি দিকে লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে ঘুরবে। এইটা তোমার কক্ষপথ মানে এই দাগের ভিতরে ঢুকবে না বাইরেও বেরবে না। মা তো সব জানে তাই হেসে বললেন, 'আর আমি?' পিকলু বলল- 'তুমি চাঁদ'। মিমি বলল- আমি কি হবো?

পিকলু বললঃ- 'তুই সব দেখবি আর যুক্তি দিয়ে বুঝবি'।

পিকলুঃ- 'চাঁদ মাসি, তুমি পৃথিবী দিদার চারপাশে সমান দূরত্ব রেখে লাট্টুর মতো ঘোরো। কেউ যেন কারোর গায়ে ছোঁয়া লাগিও না। পৃথিবী আর চাঁদ ঘুরছে। ঠিক যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসেছে অমনি পিকলু বলল- 'থামো। পৃথিবী দিদা তুমি কি সূর্য ঠাম্মীকে দেখতে পাচ্ছ?'

দিদাঃ- কৈ না তো!

পিকলুঃ- কেন?

দিদাঃ- তোর চাঁদ মাসি যে আড়াল করে দিল তাই।

[এইভাবে তারা দুই রকম গ্রহণের ঘটনাটি অভিনয় করে বলবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।]

৫ম দৃশ্য

মিমিঃ- দাদা, এবার জোয়ার ভাঁটা কি বলে দে।

পিকলুঃ- দেখ বোন, পৃথিবী যেমন ঘুরছে তার একটা টান আছে। আবার চাঁদেরও টান আছে। চাঁদের টান বেশী তাই পৃথিবীর যে দিক টায় চাঁদ আছে সেদিক্টায় সমুদ্র নদীর জল ফুলে ফেপে ওঠে, একে

বলে মূখ্য জোয়ার। অপর দিকটায় একটু কম জল বাড়ে তাই বলে গৌণ জোয়ার। দুদিকের জল বেড়ে গেলে মাঝ খানের নদী সমুদ্রের জল কমে যায় তাকে বলে ভাঁটা।

মিমিঃ- [আকশের দিকে তাকিয়ে বলে] দেখ চাঁদ নেই। পৃথিবীর ছায়া পুরোটাই গ্রাস করেছে।

[এইভাবে জোয়ার ভাটা আলোচনা করে সবাই পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখে অবাক হয়ে যাবে।]

নাটকটির অভিনয় শেষে তারা বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি কি কি তা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাজের পচলিত কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তুলবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/২

বিষয়টি নিয়ে ছবি গল্পের বই পড়তে দেওয়া যেতে পারে। পাঠের শেষে আলোচনা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে একটি ভাল গ্রন্থাগার তৈরি করা যেতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে এবং এই তিনটি বিষয় নিয়েই শিশুর কাছে চ্যালেঞ্জ আলোচনার জন্য রাখা যায়। প্রাথমিক বিষয়গুলি দেখার পর শিশুরা বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষে আবার ক্লিপটি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শেষে কয়েকটি জটিল আবস্থান তাদের আলোচনার জন্য দেওয়া যেতে পারে। যেমন- (ক) দিনের বেলায় কি আকাশে চাঁদ দেখা যায়? (খ) অমাবস্যার রাতে কি চাঁদ থাকতে পারে? (গ) পূর্ণ আমাবস্যার সময় চাঁদ কোন সময় আমাদের আকাশ পেরিয়ে যায় বলে মনে করো।

উপভাবমূলঃ- আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী – মহাকাশ অভিযান

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দ জালঃ

সপ্তর্ষি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচ, অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা, বিজ্ঞানী, ক্যামেরা, আর্জভট্ট, গ্যালিলিও, সৌরজগৎ, যন্ত্রপাতি, মহাকাশ, উপগ্রহ।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আটটি শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের আকাশ দেখা ও চেনানোর ব্যবস্থা করবেন। যে কোনো সন্ধ্যায় তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারেন ধ্রুবতারা সহ বিভিন্ন তারা মণ্ডল চেনানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। উপরন্তু চাঁদের বাড়া কমা গভীরভাবে নজর করার দিকেও উৎসাহিত করতে পারেন। এ ব্যপারে শিক্ষক শিক্ষিকা একটি ছোট্ট সমীক্ষা পত্র রচনা করে শিশুদের হাতে দিতে পারেন। তারা কি কি দেখল এবং কোন পরিস্থিতিতে কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের মতামত এই সমীক্ষা পত্রে উঠে আসবে।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

বিভিন্ন তারামণ্ডল ও মহাকাশ অভিযান নিয়ে নানান ছবির গল্প শিশুদের পাঠের জন্য দেওয়া যেতে পারে। ছবিগুলো দেখা হয়ে গেলে এবং কথা গুলো পড়া হয়ে গেলে তারা আলোচনায় বসতে পারে এবং রাতের আকাশ দেখে ঐ জ্ঞান ব্যবহার করে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিশুরা সৌরজগৎ এবং মহাকাশ অভিযান নিয়ে বিভিন্ন ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে একটি বিগ বুক তৈরি করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ সমস্ত ছবির নিচে সংশ্লিষ্ট ও উপযুক্ত শব্দ লিখে নিতে উৎসাহিত করবেন।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

এই বিষয়টি নিয়ে খুব সুন্দর দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ রয়েছে। তবে এই ক্লিপটিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে শিশু বিষয়টিকে গবেষণার দৃষ্টিতে দেখতে পারে এবং সমবেত আলোচনা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে ঐ চ্যালেঞ্জের একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধান বের করতে পারে। গুগুল খুঁজে মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও সাম্প্রতিক মহাকাশ অভিযান নিয়ে দুটি আলাদা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানানো যেতে পারে। এখানে যেমন বিভিন্ন তারামণ্ডলের খোঁজ খবর পাওয়া যাবে তেমনি ভারতসহ অন্যান্য দেশের মহাকাশ অভিযানের একটি তথ্য চিত্রও দেখানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত শব্দের ব্যবহারের যা বিষয়টিকে শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

কৃত্যালি নং- ৯

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৬)
মানুষের পরিবার ও সমাজ

মনুষ্য সমাজ ও তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এই অধ্যায়ের মূল কথা। এখানে পাঁচটি উপভাবমূল চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপভাবমূলঃ

ক) মনুষ্য সমাজ– পরিবার ও আত্মীয়তা, শারীরিক ভাবে অক্ষমদেরকে সহযোগিতা, নারী-পুরুষের কাজ ও তাদের সমান মর্যাদা এবং বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য সমাজ।
খ) চাষের সেকাল ও একাল
গ) মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজ – মানুষের সমাজে তাদের ভূমিকা
ঘ) নানান ধরনের রান্না বান্না (আমিষ/নিরামিষ), উৎসবে খাবার, এলাকা ভিত্তিক পরিচিত খাবার।
ঙ) খাদ্য আদান প্রদান থেকে হাট বাজার, খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

উপভাবমূলঃ মনুষ্য সমাজ – পরিবার ও আত্মীয়তা, শারীরিকভাবে অক্ষমদের সহযোগিতা, নারী পুরুষের কাজ, সমান মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য সমাজ।

কৃত্যালি নং- ১

শব্দজালঃ

আত্মীয়, পরিজন,সমাজ, জোঁটবেঁধে থাকা, মিলেমিশে,সবাই মিলে, প্রতিবন্ধী, অঙ্গ, দুর্ঘটনা,অসুস্থ, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কথা স্পষ্ট নয়, বোবা, পা নেই, হাত নেই, নাকে নাকে কথা বলে, ঠোঁটের কাছটি কাটা, উঁচু নীচু, গর্ত, ছবি দিয়ে গল্প শেখানো, দল বেঁধে, পদবি, খাসিয়াদের সমাজে মেয়েরা প্রধান, মেয়েরা ঘরসংসার করে ও বাইরের কাজ করে, পুরুষেরা শুধু বাইরে কাজ করে, বর্তমানে মেয়েরা্ও গাড়ি, রেল, প্লেন চালাচ্ছে, অফিসে একই কাজ করছ, প্রতিমা গড়ছে,

- কৃত্যালি নং- ১/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট

তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের সাথে যুক্ত এবং পাড়ায় বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের কাজ ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন। যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ নজর রেখে ছাত্র ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করবে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

তোমার পরিবারে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন এমন কয়েকজনের নাম লেখ-

(১) কে দুধ দেন?
(২) কে কাপড় কেচে দেন?
(৩) কে চুল দাড়ি কাটেন?
(৪) কে অসুখ করলে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলেন?
(৫) আলো পাখা খারাপ হলে কে সারান?
(৬) জলের কল খারাপ হলে কে সারান?
(৭) চাল, ডাল, শাক, সবজি কোথা থেকে পাও? কে চাষ করেন?
(৮) জুতো ছিঁড়ে গেলে কে সারান?
(৯) জামা কাপড় কে তৈরি করেন?
(১০) বিদ্যালয়ে কে পড়ান?

তোমার কি মনে হয় কোন একজন ব্যক্তি এই সমস্ত কাজ একাই করতে পারেন? নাকি নানা মানুষ আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করেন? আমরা একে অপরের সাহায্য ছাড়া কি চলতে পারি?

এছাড়া তোমার আশেপাশের এমন কোন মানুষকে কি তুমি চেন যার সাহায্যের প্রয়োজন আছে? সে তোমার কে হয়? তার কি অসুবিধা আছে? সে কি চোখে কম দেখে? কানে কম শোনে? ঠিক ভাবে কথা বলতে পারে না? ঠিক মতো চলাফেরা করতে পারে না? তুমি তাকে কোন ভাবে সাহায্য করো? কি ভাবে? ইত্যাদি।

- কৃত্যালি নং- ২/১

শিক্ষক শিক্ষিকা পরিবার ও সমাজের মানুষদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র ছাত্রীদেরকে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে ছাত্র ছাত্রীরা সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। পর্যবেক্ষণের সময় যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে নজর করে তথ্য সংগ্রহ করবে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

পরিবার- তোমার মা কি করেন? বাইরে কাজে যান নাকি বাড়ীতে কাজ করেন? কি কি কাজ করেন? বাড়িতে দিদি বোন পিসিমা, কাকিমা জ্যঠীমা, ঠাকুমা কে কি কাজ করেন? বাড়ির মহিলারা তোমাকে কেমন চোখে দেখেন? ভালোবাসেন? কথা শোনেন? মারেন? বকাবকি করেন? তুমি তাদের কথা শোনো? শ্রদ্ধা করো? তোমার বাড়ির পুরুষ সদস্যরা তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন? তোমাদেরমতামতের গুরুত্ব দেন?

সমাজ- তোমার আশেপাশের কত ধরনের মানুষ দেখতে পাও? তারা কি সবাই একই ধরনের কাজ করে? একই ধরনের পোশাক পরে? একই ধরনের খাবার খায়? একই ভাষায় কথা বলে? একই ধরনের নাচ গান উৎসব পালন করে? একই ধরনের শিল্পের চর্চা করে? ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে খুব ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করো।

প্রথমে ছাত্র ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুক এ লিখবে। পরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শ্রেণীকক্ষে তথ্যের

আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। শেষে এই সিদ্ধান্তে আসবে যে আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু সর্বোপরি আমরা মনুষ। আমরা একে অপরকে সহযোগিতার জন্যই এই সমাজ গড়েছি। একসঙ্গে জীবনযাপন করতে শেখাই হল আসল কথা।

কৃত্যালি নং -৩

সৃজনমূলক কাজঃ

নাটিকাঃ- বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান

[এই নাটকের বিষয় হল আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের সমাজ আছে সে সম্পর্কে শিশুদের অবগত করানো। কোন সমাজের নিয়মই যে ছোট নয় তা বোঝানো প্রয়োজন। যেমন- মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, মা যেখানে সব সময় কর্ত্রী। এই সমাজে নারীদের সম্মান সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত এই ভাবে শেষ করতে হবে যে এক সমাজ যখন অন্য সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক অখন্ড ভারত তৈরি করে তখন আমাদের দেশ সবার সেরা হয়ে যায়। কত বৈচিত্র্য তবু ভারত ঐক্যবদ্ধ, এই ভাবনার প্রসার করতে হবে]

চতুর্থ শ্রেণীর সব শিশুরা অংশগ্রহণ করবে। একাধিক চরিত্র করতে পারবে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, বৌমা, শশুর, শাশুড়ি ও প্রতিবেশী, সূত্রধর

প্রথম দৃশ্য

সূত্রধরঃ= [নেপালী সমাজ]

১মঃ- আজ রামকুমার লামার মেয়ে রীনার বিহা হলো

২য়ঃ- গয়না পোশাক শ্বশুর দিল, এটাই নিয়ম

৩য়ঃ- বরের বাড়ি জয়ন্তী, নাম সূর্যা ছেত্রী,

৪র্থঃ- ছোট-বড় সবাই মিলে মেয়েকে তাই প্রণাম করে

কোরাসঃ- আমাদের সমাজ মনে করে আসল লক্ষী ঘরের মেয়ে।
বিহার খাওয়া পড়শীরা দেয়; গয়না পোশাক শ্বশুরের
বাপের ঘরের লক্ষী দেখো শ্বশুর ঘরে আসন পায়।
আর দাঁড়িয়ে সবাই প্রণাম করে।
[মেয়ে ও বর আগে আগে যায়, শঙ্খ ধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সূত্রধরঃ- আদিবাসী সমাজ
[বর বৌ এর সাথে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে প্রবেশ সকলের]
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং
হারুদি রাঙ্গাল কানিয়া/কাদাম ভাঁড়ে ফাঁড়ে রে
দুয়ো কানে সুনা চাস কায়রে/দুয় কানে লোলা লাউকায়

ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং

আয়ও উকে পরিছয়, আয়ও উকে পরিছয়,

হারুদি রাঙ্গাল কানিয়া/সুন্দর দিছায়ে রে

হারুদি রাঙ্গাল কানিয়া/সুন্দর দিছায়ে রে

শাশুড়িঃ- উ বহু আজ থেইকে ডু ঘারকা লখখী.....

[সকলে হাত ধরে নেচে নেচে প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

সূত্রধরঃ- রাভা সমাজ

কোদাল বস্তির খন্ডের রাভা যুবক চলে এলো শাশুড়ির বাড়ি

ছেড়ে এল আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা, জন্মভিটে।

এখন থেকে ছিলাপাতার লায়লা রাভা ওর বউ ও ওর গার্জেন

আমাদের সমাজে ছেলেদের কিছু থাকেনা

মায়ের নামে সব বিষয় সম্পত্তি, এটাই নিয়ম।

তাই আমাদের ছেলেরা বউয়ের ঘর করে

[ছেলে কাঁদে]

মাঃ- কাঁদিস না খন্ডে, আজ থেকে তুমি লায়লার অধীন। বৌমা, আমি ওকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওকে দেখো।

ছেলেঃ- বাবা আমাকে রেখে চলে যাবে?

বাবাঃ- এটাই নিয়ম আমি সব ছেড়ে এসেছিলাম, আমার ঠাকুরদাও এসেছিল। আজ তোকেও আসতে হয়েছে। তোর ছেলে ও সব ছেড়ে চলে যাবে মেয়ের ঘরে। ওটাই রাভা সমাজের পরম্পরা।

[এমনি করে হিন্দু মুসলমান সমাজের খুব পরিচিতি বিয়ের ছোট ছোট দুটি দৃশ্য এখানে যোগ করতে হবে। শেষে সবাই বলবে যে আমাদের মধ্যে এত বৈচিত্র তবু নারীরা সমাজে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলাকা ভেদে বিয়ের নানান নিয়ম তবু নারীদের এখানে নতুন দায়িত্ব দান করে সমাজ। সে দায়িত্ব সমতার এবং একতার।]

বাহ! বাহ! বাহ!

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। পরিবার সমাজ তথা দেশ, এগিয়ে চলছে বেশ। বিভেদ নাই, ছেলে মেয়ে সমান সমান।

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

[হাত ধরে গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান]

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায় যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত। নতুন নতুন কাজে আজকাল মানুষ যুক্ত হয়েছে। যেমন- বিকেল বেলায় ফিস ফ্রাই খেতে ইচ্ছে হয়েছে। ফোন করতেই ঘরের দরজায় একজন ফিস ফ্রাই নিয়ে হাজির। টোটো, অটো চালকেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যাত্রীদের সেবা করে যাচ্ছে- এদের শিশুরা চেনে কিনা দেখা যেতে পারে। নতুন পুরানো জীবিকা নিয়ে এই দৃশ্যশ্রাব্য ক্লীপ। শেষে শিশুদের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে শিশুদের মধ্যে কে কি ধরণের জীবিকা পছন্দ করে।

- কৃত্যালি নং- ৪/১

পশ্চিমবঙ্গে কত রকমের সমাজ আছে। যেমন- শহুরে সমাজ , গ্রামীন সমাজ, কৃষি সমাজ, শিল্পসমাজ, আদিবাসী সমাজ, উচ্চবর্ণের সমাজ, হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ, বাংলাভাষী সমাজ, হিন্দিভাষী সমাজ , কর্মকার সমাজ , কুম্ভকার সমাজ, পুরোহিত সমাজ ইত্যাদি পেশাগত সমাজ। এই বৈচিত্র্যগুলি তুলে ধরে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। শেষে এদের মধ্যে যে একটা মূল সুর হল সবাই ভারতবাসী। এই বৈচিত্র্য কে সবাই সম্মান করে এবং এঁকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল– এই বিষয়টি দিয়েই ক্লিপটি শেষ করতে হবে।

উপভাবমূলঃ চাষের সেকাল ও একাল

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দ জালঃ

সেকাল- লাঙ্গল, বলদ, ঘোড়া, কোদাল, জলসেচ, নদীর জল। একাল- ট্রাক্টর, নিড়ানি, হারভেস্টার মেশিন,

- কৃত্যালি নং- ৫/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা আটটি শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

চাষের সেকাল একাল নিয়ে বাস্তব ধারণা তৈরির জন্য ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকারা সাথে এলাকার এক দুটি চাষি পরিবার পরিদর্শনে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করে সমীক্ষা পত্রে লিখবে। পরে শিক্ষক/ শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শ্রেণিকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। নিচে একটি নমুনা সমীক্ষা পত্র দেওয়া হলো।

সমীক্ষা পত্র

১) চাষির নাম-
২) চাষির বয়স-
৩) গ্রামের নাম-
৪) কি কি ধরনের চাষ করেন (ক) শস্য (খ) সবজি (গ) ফল (ঘ) ফুল অন্য কিছু
৫) চাষের জন্য কি কি জিনিষ ব্যবহার করেন?
৬) কিসের সাহায্যে চাষ করেন? (ক) বলদ, (খ) ট্রাক্টর, (গ) কোদাল, অন্য কিছু

৭) চাষের জন্য জল কোথায় পান? (ক) নদী, (খ) খাল, (গ) কুয়ো অন্য কিছু
৮) পরিবারে আপনি কি প্রথম চাষ করছেন? নাকি আপনার বাবা দাদু সবাই এ কাজই করতেন?-
৯) তারা কিসের সাহায্যে চাষ করেন? (ক) বলদ, (খ) ট্রাক্টর, (গ) কোদাল, অন্য কিছু
১০) আপনার দাদু যে ভাবে চাষের কাজ করতেন আপনিও কি সেভাবেই কাজ করেন/নাকি নতুন কিছু পরিবর্তন এনেছেন?-
১১) চাষের কাজের ধাপ গুলি কি? প্রথমে কি করেন? তারপর কি করেন? ও শেষে কি করেন?
(ক)-------, (খ) ----------, (গ) ----------
১২) সব মাটিতেই কি সব ধরনের চাষ হয়? হ্যাঁ/ না
১৩) কোন সময় কি ধরনের চাষ বেশি হয়? (ক)-------, (খ) ----------, (গ) ----------
১৪) বৃষ্টি হলে চাষের ভালো নাকি ক্ষতি হয়?-
১৫) ফসল ভালো হওয়ার জন্যে কি কি করেন? (ক)-------, (খ) ----------, (গ) ----------
১৬) ফসল নষ্ট হয় কখন? কিভাবে? এর কি কোন প্রতিকার আছে?(ক)-------, (খ) ----------, (গ) -----

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিশুরা চাষের সেযুগ এযুগ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অতীতে কি ধরনের চাষের উপকরণ ব্যবহার করা হত তার কিছু ছবি সংগ্রহ করবে এবং একটি বিগ বুকে সেগুলি চিটিয়ে রাখবে। অন্যদিকে এ যুগে যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে তার ছবি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবে। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন এসেছে তারও নমুনা আনবে। জৈব সার তৈরির একটি প্রকল্প তৈরি করবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সে যুগের চাষের যন্ত্রপাতির রেপ্লিকা তৈরি করে শ্রেণীকক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যায়।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে। সেখানে অভিভাবক এবং পঞ্চায়েতের সদস্য এলাকার লোকজনকে আমন্ত্রন জানাতে পারে। বিভিন্ন মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। হাতের কাজ, কেউ সংগীত নিতে আসতে পারে।

কৃত্যালি নং -৮

শিক্ষকশিক্ষিকাগণ এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে চাষের সে কাল ও একালের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি দেখানো যেতে পারে। সার প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়েও নানান খবর থাকতে পারে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষিকাজের যে একটা বড় ভূমিকা আছে তা মনে করিয়ে দিতে হবে। যারা এই কাজে নিযুক্ত থাকেন তারা সমাজ গঠনে এক বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। ক্লিপটি দেখানো হলে এ নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট শব্দ চর্চা ও জরুরী। এটি দেখানোর সময় অতিরিক্তসার ও বিষ প্রয়োগ এবং মাটির নিচের জল ব্যবহারে কি কি ক্ষতি হতে চলেছে তা নিয়েও একটু সচেতনতা তৈরি করা যায়।

উপভাবমূলঃ মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজ – মানুষের সমাজের তাদের ভূমিকা

কৃত্যালি নং- ৯

শব্দজালঃ

সেকালের বন্য প্রাণী শিকার, খাদ্য গ্রহণ, গরু, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া পোষ মানানো হত, গরু, মহিষের দুধ, ভেড়ার লোম, ছাগলের দুধ, যানবাহনের জন্য ঘোড়া, গরু, হাতি, উটের ব্যবহার, উপকারী প্রাণী, প্রানীজ খাদ্য, মাংসের

যোগান।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের তাদের আশেপাশের বিভিন্ন প্রাণীকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ নজর রেখে ছাত্র ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করবে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

(১) তোমরা আশেপাশে কত রকমের প্রাণী দেখতে পাও?
(২) তারা সবাই কি একসাথে থাকে?
(৩) তারা সবাই কি একসাথে মিলে সব কাজ করে?
(৪) কখন পিঁপড়ের গতি বিধি লক্ষ্য করেছ?
(৫) পিঁপড়েরা কি একা নাকি দল বেঁধে থাকে?
(৬) ওরা কি ভাবে খাবার সংগ্রহ আর সংরক্ষণ করে?
(৭) ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে ওরা কি করে?
(৮) ওরা কি একের দরকারে সকলে মিলে সাহায্য করে?
(৯) মানুষের সাথে কি ওদের কোন মিল দেখতে পাও?
(১০) পিঁপড়ে ছাড়া আর অন্য কোন প্রাণী একসাথে দল বেঁধে থাকে। এক সাথে কাজ করে? তোমরা চারপাশ ভালো করে লক্ষ্য করো। এই ধরনের ২টি প্রাণীর নাম বলো।

- কৃত্যালি নং- ১০/১

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়িতে পালিত যে কোন পশুকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয় সমীক্ষা করবে। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। যে বিষয় গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানবে ---

- পশু/পাখিটি কে এনেছে? কোথা থেকে?
- তখন কত ছোট ছিল?
- পশু বা পাখিটি কি কি করতে পারে?
- কি ভাবে পোষ মানালো?
- কে মূলত পোষ মানালো? কার কথা বেশি বোঝে বা শোনে?
- পশুটির স্বভাব কেমন?
- কি খায়? কি পছন্দ করে?
- তোমাদের কি উপকারে লাগে?

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

নাটকঃ এসো পিঁপড়েদের কাছে কিছু শিখি

[নাটকটিতে পিঁপড়েদের জীবনে যে বিভিন্ন ধরনের ঐক্যবোধ ও শৃঙ্খলা আছে তা নিয়েই আলোচনা হবে। একটি ছেলের দল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। হঠাৎ তাদের সঙ্গে একদল পিঁপড়েদের দেখা হয়ে গেছে। পিঁপড়েরা তাদের উপদেশ দিয়ে বলছে তাদের দেখে শিখতে। একজন শিশু রেগে গিয়ে একটা পিপড়েকে মেরে ফেলবে। বাকি পিঁপড়েরা তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে এ যেতে যেতে বলবে যে- দেখ, তোমরা ফুটপাতে মরে পড়ে থাকা মৃত ব্যক্তি দেখলে নাকে চাপা দিয়ে চলে যাও কিন্তু আমরা কেমন করে এই মৃত পিঁপড়ের সৎকার করি]।

চরিত্রঃ-	৪/৫ জন পিঁপড়ের দল, ৪/৫ জন ছেলে মেয়ের দল
	(ছড়ার তালে তালে পিঠে বোঝা বহনের ভঙ্গি করে লাইন দিয়ে প্রবেশ করবে পিঁপড়ের দল/প্রথম জন নেতা, সে যে ভাবে এঁকে বেঁকে যাবে লাইনও সেই ভাবে চলবে)
ছড়া কোরাসঃ-	পিপিলিকা পিপিলিকা দল ছাড়া থাকি না একা
	পিপিলিকা পিপিলিকা লাইন ছাড়া চলিনা একা
	পিপিলিকা পিপিলিকা খাবার পেলে খাই না একা।
	(বলতে বলতে মঞ্চে ঘুরবে লাইন করে) (দুটি ছেলে মেয়ের দল ঝগড়া করতে করতে প্রবেশ করবে) (পিঁপড়েরা স্ট্যাচু)
১ম দলঃ-	আমরা এটা মানছি না, তোরা চোট্টামি করে জিতেছিস।
২য় দলঃ-	হেরে গেছিস আবার মিথ্যে দোষ চাপাচ্ছিস?
১ম দলঃ-	চোর কোথাকার!
২য় দলঃ-	হেরো হেরো!
১ম দলঃ-	তবে রে, (দুই দলে মারপিট)
পিপড়েরাঃ-	থাম তোমরা। (ছেলের দল স্ট্যাচু) আমাদের দেখ আর শেখ, আমরা দল ছাড়া থাকিনা একা। লাইন ভেঙে চলিনা একা। খাবার পেলে খাইনা একা। ঝগড়া মারামারি করি না। তোমরা বড্ড বোকা, তাই থাকো একা একা।
১ম দলের দুষ্টু ছেলেঃ-	কি আমরা বোকা। দেখাচ্ছি মজা। (একটা পিঁপড়েকে ধরে মারে) জ্ঞান দেওয়া, তাই না? শুধু জ্ঞান দেওয়া?
পিঁপড়েঃ-	আঃ আঃ আঃ .....। (মারা যাবে)
পিঁপড়েরাঃ-	(কেঁদে) তুমি মেরে দিলে আমাদের সাথি কে।
১ম জন (ছেলে)ঃ-	মেরে দিলি?
দুষ্টু ছেলেঃ-	হ্যাঁ, দিলাম। এবার জ্ঞান দিলে পুরো দলকে মেরে দেব।
[করুন সুরে] পিঁপড়েরাঃ-	বন্ধু যখন বেঁচেছিলে এই পৃথিবীর বুকে, অনেকটা দিন কাটিয়েছি কত দুঃখে-সুখে, বন্ধু তুমি ছিলে সাথে ঝড় বাদলের রাতে, আজকে তুমি মারা গেলে দুষ্টু

	ছেলের হাতে, ঐ দুষ্টু ছেলের হাতে।
দুষ্টু ছেলেঃ-	আমি বড় ভুল করেছি ক্ষমা করে দাও। ওগো পিপিলিকার দল।
ছেলেরাঃ-	মৃত বন্ধুকে কাঁধে বয়ে যাচ্ছ কোথায় বল না ভাই।
দুষ্টু ছেলেঃ-	কথা বলো ক্ষমা কর, একটু দাড়াও।
পিঁপড়েরাঃ-	দাঁড়াবার সময় নাই। বন্ধুর সৎকার করা চাই।
ছেলেরাঃ-	সৎকার???
পিঁপড়েরাঃ-	হ্যাঁ, সৎকার। তোমরা ফুটপাতে মৃত মানুষ দেখেও নাক চাপা দিয়ে চলে যেতে পারো। আমরা কেমন সৎকার করি দেখো আর শেখ।
ছেলেরা [কোরাস]ঃ-	হ্যাঁ, এসো। আমরা পিপড়েদের দেখি আর শিখি। একতা দলবদ্ধতা, সমাজমনস্কতা আর মমতা।
	[বলতে বলতে মিছিলে যোগ দিয়ে প্রস্থান]

নাটকের শেষে শিশুরা যাতে পিঁপড়েদের সমাজ থেকে কি কি শিখল তা বলতে পারে সে দিকে শিক্ষক নজর রাখবেন।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতার মত প্রাণী ও পতঙ্গের সমাজবদ্ধতা নিয়ে নানান ছোটদের গল্পের বই আছে। সেগুলি নিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। বই পাঠের পর এ গুলি নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষকশিক্ষিকাগণ এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে বিভিন্ন পতঙ্গ সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি দেখার পর কি কি বিষয়ে এদের সাথে মানুষের জীবনের মিল আছে, কোন দিকগুলো মানুষের চেয়েও ভালো তা নিয়ে শিশুরা আলোচনা করবে।

উপভাবমূলঃ নানান ধরনের রান্না বান্না (আমিষ/নিরামিষ), উৎসবে খাবার, এলাকা ভিত্তিক পরিচিত খাবার।

কৃত্যালি নং- ১৩

শব্দজালঃ

উৎসবে আমিষ খাবার- মাংস, ডিম, মাছ, বিরিয়ানি।

নিরামিষ- খিছুড়ি, আলুর দম, পোলাও, পায়েস, ফিরনি, রাজমা, পনির, সবজি, শুক্তো, মিষ্টি

নানা ধরনের খাওয়া – ঝলসানো মাছ, মাংস, কাঁচা মাছ ভাপানো, স্যালাড, মুগ-ছোলা ভেজানো, মিষ্টি আলু পোড়া, ধোঁকা, ডালবড়া, বড়ি-পেঁয়াজ পোস্ত ইত্যাদি।

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্র ছাত্রীরা তাদের বাড়ির বড়োদের- মা, কাকিমা, ঠাকুমা, পিসিমার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের রান্না সম্পর্কে জানবে। ও নোটবুকে লিখবে। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। যে বিষয় গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানবে ---

- রান্নাটির নাম কি?
- কি ভাবে তৈরি করা হয়?
- বিশেষত্ব কি?
- কোথায় শিখেছে?
- রান্নাটি বিশেষ কোনও সময় খাওয়া হয় কিনা।
- পুজো পার্বণে বিশেষ ধরনের কোনো রান্না হয় কি না?
- তারা কি ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্থ ? বিশেষ কোনো ধরনের রান্না খায় কি না? সেটা কিভাবে তৈরি করে? তৈরি করতে কি কি লাগে? ইত্যাদি।

কৃত্যালি নং- ১৫

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহায্যে শিশুরা মাটি দিয়ে বিভিন্ন খাবারের থালা ও নকল খাবার তৈরি করে তাতে রং দিতে পারে। শেষে তারা 'খাদ্য মেলা' করতে পারে। শিশু দেখাবে কোন কোন খাবার তারা তৈরি করে ও কোন কোন উৎসবে ঐ খাবার খাওয়া হয়। এই মেলায় তারা অন্য ক্লাসের শিশুদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

অন্যদিকে অভিভাবকদের নিয়ে খাদ্যমেলা করা যায়। বিভিন্ন পরিবার থেকে বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি করে এনে কোনো বিকেলে স্কুলের মাঠে 'আহারে খাবার' অনুষ্ঠান করতে পারেন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে ঐ খাবারগুলি সবার মধ্যে বিলি করা যেতে পারে। শিশুরা ঘুরে ঘুরে সবার সাথে ঐ সব খাবার সম্পর্কে আলোচনা করে সংগৃহিত তথ্য একটি নোটবুকে লিখে রাখবে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/১

শিশুরা নিজেরাই খাদ্যবস্তু নিয়ে ছড়া তৈরি করতে পারে। তবে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলঃ

ছড়া

(১)
মাথা করে ঝিম ঝিম
খেতে হবে নিম-সীম
(২)
নটে শাকে আদা আর
লাল লাল ফুল বড়ি
অথবা প্রথম পাতে
বেথুয়া চচ্চড়ি
(৩)
নিম শিম বেগুনের
হালকা ঝোলো শুক্তো।

উচ্ছের মুগ ডাল
সাথে ভাজা যুক্ত।

এইভাবে অন্ত মিল যায় রেখে শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের সাথে নিয়ে নানান খাবারের ছড়া বানাতে পারেন।

কৃত্যালি নং- ১৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে নানান খাবারের রেসিপি থাকবে। শিশুরা সেই খাবারের নাম ও স্বাদ সম্পর্কে বলতে পারবে এবং কারা এই খাদ্য গ্রহণ করে এবং কোন উৎসবে মূলত খাওয়া হয় তাও বলতে পারবে।

উপভাবমূলঃ খাদ্য আদান প্রদান থেকে হাট বাজার, খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

কৃত্যালি নং- ১৭

শব্দজালঃ

জেলে মাছ ধরে, বিক্রি করে, চাষি চাষ করে, গোলায় জমা করে, তেল নুন, প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়, বাজার যাব, চাল ডাল কেনা, ডিম, মাছ, মাংস রেফ্রিজারেটরে রাখা, টিনে বা প্যাকেট বন্দী খাবার, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য প্রক্রিয়া, বাজার জাত করা, বিভিন্ন ক্যামিক্যাল প্রয়োগ।

- কৃত্যালি নং- ১৭/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১৮

ছ) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এলাকার হাট বাজার পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্র ছাত্রীদের একটি তালিকা দিয়ে দেবেন। তালিকায় লেখা বিষয়গুলি মাথায় রেখে ছাত্র ছাত্রীরা হাত থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে ও নোটবুকে লিখবে। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। নীচে তালিকাটি দেওয়া হলো।

- তালিকা----

(১) হাটে বাজারে কি কি ধরনের জিনিষ বিক্রি হচ্ছে তার নাম লেখ।
(ক) শস্য-
(খ) সবজি
(গ) মাছ, মাংস, ডিম
(চ) ফল
(ছ) বাসন
(জ) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ
(ঝ) জামা কাপড়

এছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের জিনিষ যা কেনা বেচা হচ্ছে তার তালিকা,

(২) যে জিনিসগুলো হাটে বাজারে বিক্রি হছে সে গুলো কোথা থেকে এসেছে? সবই কি ঐ অঞ্চলে তৈরি

হয় বা ফলে? নাকি অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে বিক্রি করা হচ্ছে? কোথা থেকে?

(৩) কেন অন্য জায়গা থেকে এনে বিক্রি হচ্ছে? শুধুই কি অন্য জায়গা থেকে আনা হয়? নাকি এই অঞ্চলের কিছু জিনিসও অন্য অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়? কেন এক জায়গার জিনিষ অন্য জায়গায় বেচা কেনা করা হয়? ইত্যাদি।

- কৃত্যালি নং- ১৮/১

ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে খাদ্য বস্তু কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়, শিক্ষক শিক্ষিকা সে বিষয়ে বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে তাদের জেনে আসতে বলবেন। পরে ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণি কক্ষে তাদের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা গাইড লাইন হিসাবে কিছু নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেবেন। নীচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হল।

- রান্না করা খাবার যদি পরে আবার খেতে হয় তাহলে কোথায় রাখে? কিভাবে সংরক্ষণ করে? মা যেভাবে সংরক্ষণ করেন, ঠাকুমাও কি একইভাবে সংরক্ষণ করতো? ঠাকুমার থেকে জানো যে তার মাও কি একই ভাবে সংরক্ষণ করতেন? নাকি কোন পরিবর্তন এসেছে? কি ধরনের পরিবর্তন? এখন রান্না করা খাবার পরে খাওয়ার জন্য কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়?
- রান্না না করা খাবার অর্থাৎ শস্য দানা, মাছ, সবজি, আলু ইত্যাদি কিভাবে সংরক্ষণ করে? আগে যে ভাবে করত এখন কি সে ভাবেই করে? নাকি পরিবর্তন এসেছে? বাড়ির বড়োদের থেকে জেনে নাও আগেও কি একই ভাবে সংরক্ষণ করা হতো? নাকি জমির ফসল ক্ষেতেই পচে নষ্ট হয়ে যেত?
- তোমাদের বাড়িতে মা, কাকিমা, ঠাকুমা চাল কোথায় রাখেন তা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করো এবং তাদের কাছ থেকে জেনে নাও চালে পোকা না লাগার জন্য তারা কি করেন? কিছু কি মিশিয়ে রাখেন? আলু ফল আটা গম মাছ ইত্যাদি কি ভাবে রাখেন? কোন জিনিসটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়? কোনটা অনেকদিন ভালো থাকে? এবং কেন? ইত্যাদি?

কৃত্যালি নং- ১৯

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শ্রেণীকক্ষে শিশুরা হাট বাজারের একটি নাট্যাভিনয় করতে পারে। প্রাচীন যুগে ফসল উৎপাদনকারী নিজেই দ্রব্য নিয়ে হাটে আসত এবং অন্য চাষিদের কাছ থেকে তার প্রয়োজন মত চাল ডাল দুধ সংগ্রহ করত নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময় করে। এই ভাবনাটা মাথায় রেখে সংলাপ গুলো তৈরি করতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে মুদ্রার প্রচলন হল বিনিময় মাধ্যম হিসেবে। আধুনিক যুগের একটি হাটের অভিনয়ও দেখাবে শিশুরা। শিশুদের একটি দল হাটটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিভিন্ন চাষিদের সঙ্গে কথা বলবে। তারা ফসল ও উৎপাদিত বস্তু বিক্রি করে খুশী কিনা জানতে চাইবে। অন্যদিকে খরিদ্দার কতটা খুশি সেটাও জানতে চাইবে। এটা খানিকটা স্বয়ংক্রিয় নাট্যাভিনয় মত হবে।

কৃত্যালি নং- ২০

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকবে। গ্রামীন বাংলায় খাদ্য দ্রব্যকে কিভাবে সংরক্ষিত করা হয় তার কতকগুলি পদ্ধতি এখানে দেখানো যেতে পারে। বায়ু শূন্য প্যাকেট বা টীনে সংরক্ষণের বিষয়টি এখানে আসতে পারে। মাছ শুকনো করে রাখা, কাঁচা আম বা অন্য দ্রব্যকে শুকনো করে সংরক্ষণ করা যায়। এগুলো নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যায়।

কৃত্যালি নং- ২১

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

(৭)
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ

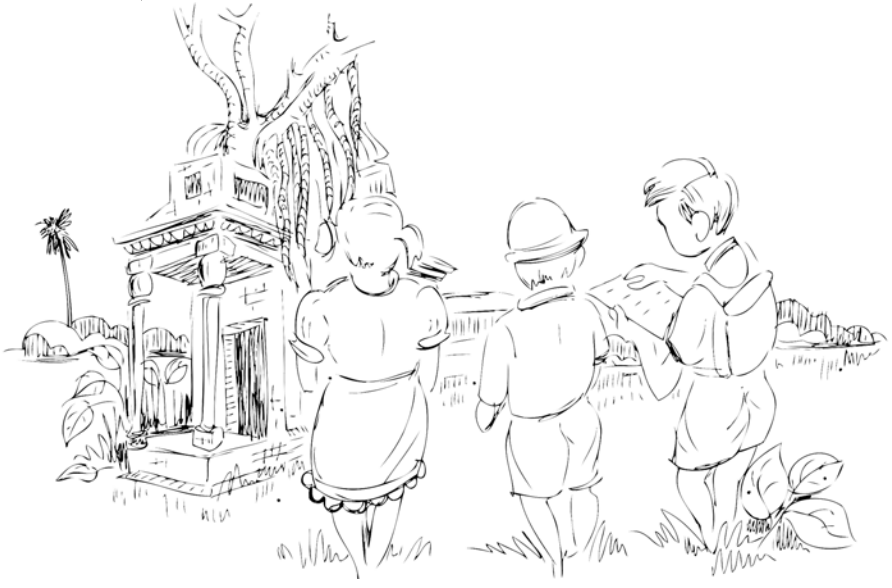

এলাকার মাটি, জল,বায়ু যে ভীষণভাবে দূষিত হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কি ভাবেও আরও উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় তা নিয়েই এই অধ্যায়। এখানে উপভাবমূল তিনটি। উপভাবমূলঃ–

ক) মাটি নিজস্ব গুণ হারাচ্ছে– মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ু দূষণ বাড়ছে
খ) পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নত পরিবেশ রচনা
গ) এলাকার পুরনো স্থাপত্য ও পুরনো নিদর্শন সংরক্ষণ

উপভাবমূলঃ

ক) মাটি নিজস্ব গুণ হারাচ্ছে – মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ু দূষণ বাড়ছে

কৃত্যালি নং- ১

শব্দ জাল-

প্লাস্টিক, মাটির কণা, রাসায়নিক সার, গৃহস্থালির নানা বর্জ্য, পলিথিন ব্যাগ, মাটিতে মেশে না,

- কৃত্যালি নং- ১/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার

সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা মাটি, জল, বায়ু-র দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে একটি সমীক্ষা পত্র বানিয়ে ছাত্র ছাত্রীকে দেবেন। আগে গ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল, এখন দূষিত হয়ে গেছে কিনা, নানান সমস্যা হচ্ছে কিনা, যদি হয় তবে এর কারণ কি এবং কিভাবে এই দূষণ দূর করা সম্ভব- এই নিয়ে সমীক্ষা পত্রটি তৈরি করতে হবে। শিশুরা পাড়ার বড়দের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য সংগ্রহ করবে। শ্রেণি কক্ষে ফিরে এসে প্রত্যেকে নিজেদের মতামত আদান প্রদান করবে।

- কৃত্যালি নং- ২/১

মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ু দূষণ রুখতে শিশুরা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। প্লাস্টিক বর্জন, সংগ্রহ এবং ধ্বংস করে নজির গড়তে পারে। জৈব সার তৈরির বিশেষ প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জৈব সার ব্যবহারের উপকারিতা বোঝাতে হবে। রাসায়নিক সার কিভাবে মাটি, জল বায়ুর ক্ষতি করছে তা নিয়ে পাড়ায় আলোচনা করতে পারে। বিদ্যালয়ের চত্তরে বড়দের সভা ডেকে শিশুরা আলোচনা ও তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি দপ্তরের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে এবং এ ব্যাপারে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করবে।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি প্রজেক্ট নেবেন যেখানে মাটির দূষণ ঘটাতে সক্ষম এমন জিনিস আলাদা করা যায়। একটি পাত্রে খানিকটা কাদা ভিজিয়ে রাখলে কিছুক্ষন পর সেটা নরম হয়ে যাবে। তারপর তাতে জল ঢাললে যাবতীয় নুড়ি পাথর প্লাস্টিক আবর্জনা সব নীচে পড়ে যাবে। সেগুলিকে বাদ দিয়ে কাদা জলটি অন্য পাত্রে ঢেলে নিচের আবর্জনাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এই পরীক্ষাটি শিশুরা নিজের হাতে করবে এবং দলগত ভাবে মতামত দু এক কথায় লিখে রাখবে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

মাটি যে আমাদের প্রিয় বস্তু, মাটি দিয়ে আমরা কত কিছু বানাই তা বোঝাতে গিয়ে নানান জিনিস তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

এসো হাঁস বানাই

পদ্ধতি---

(ক) প্রথমে তৈরি কর কাদা, একটু কাদা নাও আর তার একদিক সরু একদিক চওড়া কর। কিছুটা আইসক্রিমের মত। এই ভাবে রোদে শুকাতে দাও। একটু শুকনো হলে চওড়া দিকে মাটি দিয়ে হাঁসের গলা মাথা ও ঠোঁট কর। সরু দিকটায় লেজ কর। কিছুটা কাদা দিয়ে পিঠের দিকটায় ঢালু কর। রোদে শুকাতে দাও। কিছুটা গোল কাদা মাথার দুদিকে আলতো করে চেপে দাও। ব্যাস, চোখ হয়ে গেল। এবার পাতলা কাপড় ভিজিয়ে লেপে নাও, দেখবে মসৃণ হয়ে যাবে। এবার ভালো করে শুকিয়ে নাও।

এইভাবে সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন জিনিস বানাতে পারো। যেমন- কলা, লাউ, শশা, কুমড়ো, পেঁপে, উনুন, কলসি, থালা, বাটি, গ্লাস, হাড়ি, কড়া, পাখি, পুতুল।

(খ) এসো পুতুল বানাই

প্রথমে একটু কাদা লম্বা করে নাও। তারপর নিচের দিকে চওড়া গোল ও ওপর দিকে একটু সরু করে নাও। একটু

শুকোলে ওপর দিয়ে মাথা মুখ চোখ নাক কান বানাও। একই মাপের কাদা লম্বা করে দুদিকে দুটি হাত বানাও। একই মাপের বিন্দু কাটা দিয়ে দুটি চোখেতে মনি কর। একটি শুকালে কাঠি দিয়ে দাগ কেটে মাথার চুল ও জামার নকশা কর। দু কানের ছোট কাঠি দিয়ে কান বিধিয়ে দাও (যদি মেয়ে পুতুল হয়)। রোদে শুখাও, কয়েক দিন ন্যাতা দাও। তারপর শুকনো সাদা হয়ে গেলে ছাইয়ের আগুনে পুড়িয়ে নাও। ঠাণ্ডা হলে ছাই থেকে বের করে ঝেড়ে মুছে নাও। ইঁট বা টালি দিয়ে ঘসে ভাতের ফ্যানে গুলে রঙ কর। ফেলে দেওয়া পুতি সুতোয় গেঁথে কানে দুল পরিয়ে দাও এবার পুতুল তৈরি হয়ে যাবে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

মাটি, বায়ু, জল নিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ ইতিমধ্যেই দেখা যায়। সেগুলি থেকে বেছে নিয়ে শিশুদের দেখালে এবং আলোচনা করলে বোঝা যাবে তারা আদৌ দূষণ প্রতিরোধের জন্য আন্তরিক চিন্তা করছে কিনা তাদের সঙ্গে দূষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি খুব জরুরী। কিভাবে বিভিন্ন দূষণ একসঙ্গে এলাকায় দেখা যাচ্ছে তা নিয়েও এই ক্লীপটি বানানো যায়। শিশুদের মধ্যে দূষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

উপভাবমূলঃ পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নত পরিবেশ রচনা

কৃত্যালি নং- ৫

শব্দ জালঃ

জল, আর্সেনিক, জল সেচন ব্যবস্থা দুর্বল, কারখানার ক্লোরাইড, মৃত পশু ভাসানো, যন্ত্র চালিত নৌকা, জল দূষণ, গাছ কাটা, বায়ু দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন,

- কৃত্যালি নং- ৫/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের চারপাশে এবং গ্রামের সাধারণ রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেবেন। মূলতঃ শিশুরা এই কর্মসূচিটি নেবে। বিডিও অফিস থেকে চারা আনা, মাটি কোপান, উঁচু করে গাছ লাগানো, জল দেওয়া, পরবর্তীতে তাকে বাঁচাতে সমবেত উদ্যোগ নেওয়া সবটাই শিশুরা করবে। প্রথম পর্যায় শেষ হলে দলে আলোচনা করবে এবং তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।

কৃত্যালি নং- ৭

এ বিষয়ে শিশুরা একটি নাটিকা তৈরি করতে পারে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

[চরিত্র- ৫ জন গাছ, ৫ জন মানুষ, ৫ জন কাঠুরিয়া]

প্রথম গানের সাথে নাচতে নাচতে ৫জন গাছকে নিয়ে ৫ জন মানুষ প্রবেশ করবে।

প্রথম গানঃ- এসো এসো খোকা খুকু এসো ভাই বোন,

নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে করি বীজ বপন।
এসো এসো খোকা খুকু এসো ভাই বোন,
নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে করি গাছ রোপণ(৩বার)

দ্বিতীয় গানের সাথে গাছেরা ধীরে ধীরে দাঁড়াবে ডাল পালা মেলে তালে তালে দুলবে।

২য় গান ও নাচঃ- কচি কচি, কচি গাছে। ঢালো যদি জল।
একটু বড় হলে ওরা, দেবে পাকা ফল (২বার)
সৃষ্টি আজ ধ্বংসের পথে, খোলো দু'নয়ন
বাঁচতে গেলে রুখতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন (২বার)

(কুঠার কাঁধে তালে তালে কাঠুরিয়াদের প্রবেশ প্রত্যেক একটা করে গাছের দিকে যাবে)

তাল- হেইয়া, হেইয়া হেইয়া হ.....(৪বার)

(৩য় গানের তালে মানুষ আর কাঠুরিয়াদের লড়াই নৃত্য হবে)

তৃতীয় গান ও নাচঃ- আসুক যত শত্রু হাতে থাক না হাতিয়ার
লড়াই করে বুঝিয়ে দেব গাছ টা যে সবার
গাছ জড়িয়ে বলব আগে নাও আমার জীবন
বাঁচতে গেলে রুখতে হবে বিশ্ব উষ্ণায়ন

চতুর্থ গান ও নাচঃ- ভাবো যেদিন বিশ্বের বুকে, একটিও গাছ না রবে
তুমি আমি পশু পাখি। রব না কেউ এই ভাবে।
শ্বাস নেব, বাতাস দাও, জল দাও জল দাও,
একটুখানি ছায়া দাও, বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও (২বার)
সৃষ্টির নব মন্ত্র মুখে করো উচ্চারণ
গাছ লাগিয়ে রুখব মোরা বিশ্ব উষ্ণায়ন।

[নাচতে নাচতে সবাই গোলের বাইরের দিকে মুখ করে পিছু হটবে শেষে। সবার পিঠে পিঠ লাগিয়ে সবাই হাত তুলে আঙুল কাঁপিয়ে গাছ হয়ে যাবে।]

কোরাসঃ- শোন বড় মানুষের দল, তোমরা গাছ কাটো কিন্তু লাগাও না। তাই প্রকৃতি আজ ধ্বংসের পথে। আমরা ছোট্ট শিশুর দল তোমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে আর নিজেদের বাঁচার স্বার্থে এসো গাছ লাগাই গাছ বাঁচাই।

স্লোগানঃ- একটি গাছ অনেক প্রাণ।

কোরাসঃ- গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।

[বলতে বলতে মিছিল করে সবার প্রস্থান]

নাটকটি তারা স্কুলে এবং পাড়ায় অনুষ্ঠান করে দেখালে এলাকায় এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠবে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

বৃক্ষের ধ্বংস সাধন রুখতে বিভিন্ন সত্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ছবি ও গল্পের বই পাঠ করানো যেতে পারে। বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করে ফেলা যায়।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখিয়ে আলোচনার পরিবেশ রচনা করা যেতে পারে। অভিভাবক ও বড়োদের ডেকে এই ধরনের ক্লীপ প্রদর্শন করা যেতে পারে। এই ক্লিপ গুলিতে কিভাবে দূষণ রোখা যায় এবং উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সে নিয়ে ছবি ও কথা থাকবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্টানের ভিডিও এখানে দেখানো যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ এলাকার পুরনো স্থাপত্য ও পুরনো নিদর্শন সংরক্ষণ

কৃত্যালি নং- ৯

শব্দ জালঃ

বায়ু দূষণ বন্ধ করতে হবে, যত্ন করতে হবে পুরোনো পুঁথি বাজনা পোশাক ইত্যাদির যত্ন নিতে হবে, জাদুঘর, পুরানো মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধ গৃম্ফা, গীর্জা, পুরানো রাজবাড়ি,

- কৃত্যালি নং- ৯/১

প্রতিটি শব্দজাল থেকে উঠে আসা শব্দগুলি যাতে শিশু সাবলীল ভাবে পড়তে পারে সে জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং সেগুলি দলগতভাবে পড়তে ও উচ্চারণ করতে দেবেন। মাঝে মাঝে তিনি দুরূহ শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা কতটা অবগত তা পরীক্ষা করে নেবেন।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষকা শিশুদের বলবেন তাদের বাড়ির সব থেকে পুরনো কোন বস্তু সম্পর্কে কিছু তথ্য আনতে। কারোর বাড়িতে পুরনো চেয়ার থাকতে পারে, তিরিশ বছর আগেকার পোস্টকার্ড থাকতে পারে, পুরনো কয়েন ইত্যাদি যা কিছু আছে তা নিয়ে খোলাখুলি শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে। মূল কথা হল পুরানো যে কোনো জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা উচিৎ। পুরানো জিনিস থেকে বর্তমানে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে, সে ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ১০/১

সংশ্লিষ্ট গ্রামে কোন পুরানো মন্দির, মসজিদ বা রাজবাড়ি বা অন্য কিছু থাকলে সেগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে সে সম্পর্কে তারা রিপোর্ট পেশ করবে। মূল কথা হল তারা পুরানো জিনিস ও স্থাপত্য ও নিদর্শনকে সম্মান জানাতে শিখবে এবং তাকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করবে। এছাড়া অযত্নে পরে থাকা নানা পুরানো নিদর্শন রক্ষার জন্য তারা সরকারী অফিসে দেখা করতে পারে এবং অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করতে পারে। নিজেরাও এলাকার স্বেচ্ছাকর্মীদের নিয়ে সংরক্ষণের কাজে নামতে পারে।

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

এই নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ছবি ও গল্পে এলাকার ইতিহাস পড়তে পারে। বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করে এই পুস্তক গুলি রাখতে হবে। পাড়ার শেষে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবে শিশুরা।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

এই নিয়ে শ্রেণি কক্ষে একটি সংগ্রহ শালা তৈরি করা যেতে পারে। পুরানো জিনিসের রেপ্লিকাও তৈরি করা যায় বা সেগুলির ছবি জোগাড় করে এই সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধ করা যায়।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

এ বিষয়ে নানা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ ইতিমধ্যেই তৈরি আছে। সেগুলি থেকে বেছে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা কয়েকটি ক্লীপ শিশুদের দেখাতে পারেন। স্থাপত্য ও নিদর্শন যে রক্ষা করা শিশুদের কর্তব্য এই বোধ গড়ে তুলতে আলোচনা করতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্লক/মহকুমা/জেলার এই ধরণের পুরানো স্থাপত্যকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে একটি সচেতনতা মূলক দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। কাছাকাছি কোনো নিদর্শন স্থান থাকলে সেখান থেকে ভিডিও করে এনে তাকে দৃশ্যশ্রাব্য ক্লীপে পরিনত করানো যায়া

কৃত্যালি নং- ১৩

পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না।

পরিশিষ্ট (ক) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ
পাঠ্য পুস্তক- পাতাবাহার

পাঠের নাম	উপভাবমূল/আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
নরহরি দাস	ক)প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে পশুপাখি--তাদের জীবন ধারনের পদ্ধতি, স্বভাব, শিশু লালন ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি।	(১) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন পশু পাখির আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তা পর্যবেক্ষণ করে তাদের নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নথিভূক্ত করবে। পরে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করবে। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে সেগুলি হল পশুপাখিদের খাদ্য, বাসা তৈরি, সন্তানের সুরক্ষা, স্নেহ ইত্যাদি। ২) পশু পাখিকে বিরক্ত করা উচিৎ না, এই নিয়ে নাটক অভিনয় করা যায়।
	খ) পশু পাখীদের প্রতি প্রেম সহানুভূতি, এ বিষয়ে সামাজিক কর্তব্য।	৩) পরিবারে বা পাড়ায় যদি কোন পরিচিত পশুপ্রেমী মানুষ থাকে তার কথা সবাইকে জানানো এবং তাকে বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা। সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে ঐ পশু বা পাখির বিভিন্ন অভ্যাস ও ঘটনার কথা শোনা। ২ নং এবং ৬ নং কৃত্যালি উভয়ক্ষেত্রেই এই একই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যাবে। ৪) শিশুরা বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির ছবি আঁকতে পারে। প্রতিটি শিশুর ছবি বোর্ডে আটকে প্রদর্শন করানো এবং তাদের উৎসাহিত দেওয়া যায়। শিশুদের বলা যেতে পারে ‘প্রতিটি ছবির ওপরে একটি করে মন্তব্য লিখে দাও’। যেমন--- মিষ্টি টিয়া, কাজের পাখি কাক, তর্কবাজ শালিক ইত্যাদি।
	(গ) উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্ম বিশ্বাস—এই দুটি গুণের মাধ্যমে মানুষ বড় হতে পারে।	৫) ধরা যাক, বিদ্যালয়ের অঙ্গনটি পাথরে বাঁধানো। এবার শিক্ষক মহাশয় একটি সমস্যা রাখলেন। তিনি ওখানে একটি কুমড়ো গাছের চাষ করতে চান। শিশুদেরকে দলগত ভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ করা হল। এখানে শিশুরা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই কর্মসূচি দলগতভাবে সম্পন্ন করছে তা দেখতে হবে এবং তাদের আলাদা করে রিপোর্ট দিতে বলা হবে। ৬) গল্প বলা একটি মজার কাজ। শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস আর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মজার গল্প পরিবেশন করবে। গল্পের শেষে তারা তাদের গল্পের মূল বুঝিয়ে বলবেন। উল্লিখিত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ও বাঁদরের দল নিয়ে কোন গল্প বলে এই ধরনের কাজ শুরু করতে পারেন। শিশুরা বাবা, মা, দাদু, ঠাকুমা, দিদিমা দের কাছ থেকে গল্প শুনে আসতে বলবেন এবং শ্রেণি কক্ষের মধ্যে সেগুলি পরিবেশন করতে বলতে পারেন। এই নিয়ে স্থানীয় কোন দাদু বা দিদাকে ডেকে এনে শিশুদের গল্প শোনানো যেতে পারে।

		৭) পশুপাখি নিয়ে ছবি গল্পের পাঠ ৮) এই নিয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ নিয়ে আলোচনায় বসা
ছেলেবেলার দিনগুলি	ক) প্রথাগত খেলাধূলার বাইরে শিশুদের ইচ্ছামূখী স্বাধীন ছোটাছুটি, মজা ও আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতার খেলা এবং সেগুলির মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব দলবদ্ধতা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিকাশ। খ) খেলার চলে ছবি ছড়া গল্প তৈরি করতে করতে শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ।	১) শিক্ষক শিক্ষিকা প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন প্রথাগত খেলার বাইরে কি কি ধরনের খেলার কথা সে জানে। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খেলার কথা জেনে আসতে বলবেন। এমন কিছু প্রচলিত বা অপ্রচলিত খেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে যা তাদের বাড়ির বড়রা তাদের ছেলেবেলায় খেলতেন, কিন্তু এখন বিশেষ দেখা বা শোনা যায় না। সেই সব খেলার নাম - কিভাবে খেলাটি খেলতে হয় এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রী তথ্য সংগ্রহ করবে। শ্রেণিকক্ষে সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান করবে ও খেলাধুলা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করবে এবং টিফিনে বা অবসর সময়ে তারা খেলাগুলি খেলবে। ছাত্র-ছাত্রীরা এর মধ্যে থেকে কিছু মজার খেলা খেলতে পারে অথবা ওই খেলার সাথে কিছু পরিবর্তন করে নতুন কোন খেলা তৈরি করতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে ও যৌথভাবে কাজের দক্ষতাও গড়ে উঠবে। ২) শিক্ষক শিক্ষিকাগণ- শিশুদের থেকে শুনবেন তারা কি কি খেলা করে এবং তার নিয়ম কি কি। তারপর যে খেলাটি এই মুহূর্তে শিশুদের ক্লাসরুমে খেলার উপযোগী বলে মনে হয়, খেলাবেন। (রুমাল চুরি/ হা-ডু-ডু/ ডাংগুলি/ পিট্টু/ ছোঁয়া ছুয়ি/ বুদ্ধিমন্ত) দেখুন বাচ্চাদের কাছ থেকে আরও কি কি নতুন খেলা সম্পর্কে জানা যায়। বাড়ির ঠাকুমা/দিদিমা বাবা/ জ্যেঠু কি কি খেলা শিখিয়েছেন তা জানবেন। ৩) শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিটি শিশুকে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে একটা ছড়া কিম্বা একটা গল্প শিখে আসতে বলবেন। এগুলি নিয়ে ছড়া বলার আসর বসবে শ্রেণিকক্ষে। শেষ হলে শুরু হবে গল্প দাদুর আসর। এই গল্পের আসরে এলাকার কোন ভালো গল্প বলিয়ে দাদু/ দিদিমা কে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গল্পের শেষে দলে বসে শিশুরা কে কি বুঝল তাই নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের মতামত জানাবে। গল্প তৈরির মজা, চেনা গল্প থেকে ছড়া তৈরি পদ্ধতি তাদের শিখিয়ে দিতে হবে। অনুরূপ ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন গল্প ও ছড়ার সূত্রপাত ঘটিয়ে নিজে ঐ ছড়াও গল্পগুলি যাতে শিক্ষা শেষ করতে পারে তার সাহায্য করবেন।
আমাজনের জঙ্গলে	ক) মানব সভ্যতায় ভাষাই একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম নয়। ছবি, কৃৎ কলা, অঙ্গ	১) শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ধরনের ভাষা সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তাদের আত্মীয় পরিবার প্রতিবেশীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে বলতে বলবেন।

	ভঙ্গি, ইশারা শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করা যায়।	আমাদের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রয়োজন ইত্যাদি আমরা কথায় প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকৃতিতে আমাদের সাথে আরও অনেক পশু পাখি জীব জন্তুও বাস করে। তারাও তাদের বিভিন্ন অভিব্যাক্তি প্রকাশ করে, কথা না বলেই। তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি আমরা বুঝতে পারি। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের পশু পাখির বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে ফিরে ছাত্র ছাত্রী সমীক্ষা পত্রের তথ্যের আদান প্রদান করবে। সমীক্ষা পত্রে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হল। তবে এর বাইরে বিশেষ ভাবে নজর পড়ছে এমন কোন অভিব্যক্তি ও তার নথিভুক্ত করতে পারে।
	খ) অরণ্য কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা ও নগরকেন্দ্রিক মানব সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বন জঙ্গল ও অরণ্যের প্রতি মানুষের সচেতনতার অভাব বৃক্ষ ধ্বংস করে এলাকার দ্রুত রূপান্তর সাধন।	২) ইশারায় কিছু বোঝানোর খেলা। প্রথমে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে বসবেন। ৩) এবার কলমটির সাথে টিচার আর একটি বস্তু দিলেন। আর বলুন এবার এই দুটি বস্তু এমনভাবে বদলাতে হবে যেন এরা একে অপরের পরিপূরক, অর্থাৎ একটি অন্যটি ছাড়া চলবেন যেমন—শিল-নোড়া, দেশলাই, কাঠি, কড়া-খুন্তি, তবলা ইত্যাদি। এই খেলায় শিশুর মনোযোগ বাড়ে ও সৃষ্টি শক্তি বাড়ে। ৪) মাইম বা মূকাভিনয়ঃ বস্তু পরিবর্তন খেলার পর শিশু অঙ্গভঙ্গি শিখে গেছে। এবার শিক্ষক বলবেন ‘কোন বস্তু না নিয়ে তুমি দেখাও।
দক্ষিণ মেরুর অভিযান	রহস্য উন্মোচন, আত্মতুষ্টি ও আনন্দলাভ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকে উপেক্ষা এবং দেশের হয়ে অভিযানে গৌরববোধ	১) পাঠ্যাংশের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, সাহসীকতা, নতুন কিছু জানার/আবিষ্কারের আনন্দ ইত্যাদি গড়ে তোলা। বাস্তবে অভিযানে না গেলেও বর্হিবিদ্যালয় কৃত্যালিতে অনুরূপ কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই বোধ গড়ে তোলা যেতে পারে। ২) অভিযানের রোমাঞ্চ পাওয়া গেছে এমন কোনো ঘটনা বা ভ্রমনকে কেন্দ্র করে শিশুরা দলগত ভাবে কোনো কাহিনী বানাতে বা লিখতে পারে। দলের মধ্যে কেউ একজন নিজের মত ছবি আঁকতে পারে। ৩) এই নিয়ে গল্প। বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার নির্মাণ ও গল্পের বই পাঠ।
অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়	বর্ষার দিনে স্বাধীন ভাবে নিজের খুশী মত আনন্দ উপভোগ এবং শৈশবের রহস্য রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা।	১) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে তাদের ছোট বেলার এমন বর্ষার দিনের স্মরণীয় ঘটনা সংগ্রহ করতে পারে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সবাই একদিন গল্প করতে পারে। গল্প বলার সময় সংশ্লিষ্ট শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। অতীতের বর্ষা এবং বর্তমানের বর্ষার রূপের পার্থক্য করতে পারে। বর্ষার দিনের রোমাঞ্চ কেমন লাগে তা যথাযোগ্য শব্দে ব্যবহার করতে বলতে হবে। এর ফলে রোদ জ্বালার যে সমস্যা তাও বর্ণনা করবে। এর ফলে যে যে ভাবনার বিষয় খুঁজে পেল তা নিয়ে নোট বুকে লিখে রাখবে।

		২) শিক্ষক-শিক্ষিকা রূপ কথার একটা গল্প শিশুদের শোনাতে পারেন। ৩) এই নিয়ে গল্প পাঠ
নদী পথে	প্রাকৃতিক বস্তু সমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন তুলনা ও কল্পনা মনে আসে এবং তা থেকে প্রাপ্ত আনন্দ বোধ।	১) নদীপথে পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা ও বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র-ছাত্রী নিজের মতো করে দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে নোটবুকে নথিভুক্ত করবে। যে কোন একটা জিনিস কে দেখে কিসের মত মনে হচ্ছে তা খাতায় লিখে রাখবে। এই ভাবে প্রত্যেকের মোটামুটি দশটি করে তুলনা নোটবুক লেখা হয়ে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নোটবুক জমা দেবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তুলনাগুলি পড়ে শোনাবেন। ২) শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। ৩) এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।
যতীনের জুতো	সব বিষয়ে যত্ন ও সৌন্দর্যবোধ	১) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণত জিনিসের বিশেষ যত্ন করে না। সব জিনিস নষ্ট করে। যতীনের জুতো কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক ছাত্র-ছাত্রীদের সু-অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলতে চেয়েছেন। একটি ছক তৈরি করে দেওয়া হলো। শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি শক্ত কাগজে আটকে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবেন। তালিকায় কিছু অভ্যাসের কথা লেখা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে এসে তাতে টিক মার্ক দেবে। শুরুর দিকে হয়ত তারা কিছুটা অসত্য বললেও পরের দিকে সত্যই বলবে এবং সাথে সাথে তাদের মধ্যে সু-অভ্যাস গড়ে উঠবে। মাসান্তে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজেদের ডাইরিতে লিখবেন। সবচেয়ে বেশি টিক পাওয়া ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কার দিতে হবে। প্রশংসা, হাত তালি বা চকলেট দেওয়া যেতে পারে। ২) যতীনের জুতো গল্পটির নাট্য রূপ দিয়ে শিশুদের মধ্যে অভিনয় করানো যেতে পারে। ৩) ব্রতচারি গানে এই ধরনের সুঅভ্যাস গড়ে তোলার নানান ছড়া রয়েছে। সেগুলি বাছাই করে তাতে সুরারোপ করে শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের অভ্যাস করাতে পারেন।

		৪) এ বিষয়ে নানান গল্পের বই পাওয়া যায়। সেগুলি জোগাড় করে বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। সময়মত এই বইগুলি শিশুদের স্বাধীন পাঠের জন্য দিতে হবে। পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।
মায়াদ্বীপ	শিশুর মনোজগত নানান কল্পনার সত্যতাকে সম্মান দেওয়া।	১) শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের বিভিন্ন মজার মজার কল্পনা করার কাজ দিতে পারেন। যেমন যদি তাদের বাড়ির গরু ছাগলের মস্ত বড় ডানা থাকত। এ নিয়ে শিশুদের বলবেন যেন তারা বাড়ির বড়দের সাথে আলোচনা করে কি কি ভাবে তারা তার সুবিধা পেত সে নিয়ে ভেবে আসবে। এমনই করে মাছেরা ও গাছেরা কথা বলতে পারলে কি হতো বা পাখিদের যদি একটা ইস্কুল থাকত তবে কি হতো। সেখানে এমনই নানান মজার কল্পনা তারা করবে। শেষে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে দলে আলোচনা করে নেবে এবং একটি ক্লিপে তার বিবরণ পেশ করবে। ২) শিক্ষক শিক্ষিকা ছোট ছোট ছবির বই আনবেন শ্রেণিকক্ষে এবং ছবি দেখিয়ে কল্পনা করতে বলবেন। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল জাতীয় ছড়া ও কবিতার বই ও পাঠ করে শেখাতে পারেন। মজার কল্পনাকে কেন্দ্র করে শিশুদের জানা কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন গল্প বানাতে বলবেন শ্রেণীকক্ষের মধ্যে।
	ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্যি জলকন্যা নিয়ে শিশুর ভয় ও কুসংস্কার এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বিচার বোধ।	৩) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে এ ধরনের গল্প চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী জেনে আসতে বলবেন। ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করবে। আলোচনার সময় যেন ভুত-প্রেত কুসংস্কার কাল্পনিক চরিত্র ইত্যাদির সত্যতা যুক্তির আলোতে করা হয় সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা বিশেষ নজর রাখবেন। ৪) বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/ শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন।
		সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিশিষ্ট (ক) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ

পরিবেশ পরিচিতি

পাঠের নাম	উপভাবমূল/আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
জীবজগৎ	ক) জড় ও জীবের ধারণা খ) বিভিন্ন প্রকারের জীব তাদের কাজ এবং তাদের খাদ্য শৃঙ্খল	১) জীবজগৎ পাঠ্যাংশটি শুরু করার আগে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের এলাকার জীবজগৎ চেনানো এবং একটি ধারণা দেওয়ার জন্য এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি জীব জন্তু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নানান তথ্য সংগ্রহ করবে ও নোটবুকের নথিভূক্ত করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে ওই তথ্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায়তায় বইয়ের ছক পূরণ করবে। ২) জীব ও জড়-র ধারণা তৈরির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্র/ছাত্রীদের একটি মজার খেলা খেলাতে পারেন। এর জন্য ছাত্র ছাত্রীরা প্রথমে জড় ও জীব লেখা ছোট ছোট চিরকুট তৈরি করবে। তারপর সেগুলি লটারির মত ফেলে দেওয়া হবে। শিশুরা প্রত্যেক তিনটি করে চিরকুট তুলবে। যে যা পেয়েছে সেই ভিত্তিতে একটি জড় বা জীবের নাম বলবে। কোন নাম দ্বিতীয় বার বলা চলবে না। ৩) শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুদের ড্রয়িং খাতায় কিছু জড় এবং কিছু জীবের ছবি আঁকতে বলবেন পাশে তাদের নাম লিখতে বলবেন আঁকা হয়ে গেলে সেগুলি একটা সফট বোর্ডে পিন দিয়ে সেঁটে দেবেন যাতে শিশুরা তা দেখে উৎসাহিত হয়। ৪) শিক্ষক-শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লিপ তৈরি করবেন যেখানে জড় পদার্থের মধ্যে কিছু কিছু নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আবার জীবের মধ্যে কিছু জড়ের লক্ষণ আছে। এগুলি দেখে তাদের বলতে হবে কোনটা জড় কোনটা জীব। যেমন গড়িয়ে যাওয়া বল, নদীর জল, বাঁশ ঝাড়ের শব্দ, মরা কুকুর ছানা, রোবট, সিমেন্টের ছবি, শেওলার দাগ, হাচিতে বেরিয়ে আসা জীবাণু, কাঁচা ছোলা, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি। ৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা এলাকার যত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় তাঁর দুটো তালিকা তৈরি করে শিশুদের আনতে বলবেন। দল ভিত্তিক কাজ হবে। শ্রেণি কক্ষে ফিরে তারা এ বিষয়ে আলোচনা করবে এবং নোট বুকে লিখে রাখবে। ৬) ছাত্র/ছাত্রীরা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি কেটে জীবদের তালিকা তৈরি করবে। প্রতি ছবির পাশে পাশে জীবের নাম লিখে রাখবে। তারা কোথায় থাকে, কি খায় বা কিভাবে খায় এবিষয়েও তথ্য থাকবে। এটা শিশু দলগত

	গ) জল ও ডাঙ্গার উদ্ভিদ	ভাবে করবে। এক একটা দলের জন্য এক একটা বিগ বুক তৈরি হয়ে যাবে। ৭) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখানো যেতে পারে। উদ্ভিদ কি কি কাজ পারে আর কি কি পারে না তাঁর একটা ধারণা থাকবে এই ইউনিট এ। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাণী তাদের কাজ এবং খাদ্য শৃঙ্খলা নিয়েও এখানে কিছু দৃশ্য থাকবে। এরপর শিশুরা কয়েকটি পশু ও প্রাণীর খাদ্য শৃঙ্খল নিয়ে একটি আলোচনা করবে। ৮) শিশুরা তার এলাকা পর্যবেক্ষণ করে জল ও ডাঙার উদ্ভিদ চিহ্নিত করবে। ৯) বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ করে প্রতিটি দলে একটি করে বিগ বুক তৈরি করবে। প্রতিটি পাতার পাশে তারা গাছের নাম লিখবে। কোথায় সাধারণত পাওয়া যায় তাঁর খবরও লিখবে।
	ঘ) বাড়ির আশেপাশের প্রাণী আকৃতি রূপ, বাসস্থান তাদের প্রতিরক্ষণ কৌশল এবং হারিয়ে যেতে বসা প্রাণীদের তথ্য	১০) জলজ উদ্ভিদ কোথায় হয়? খাল বিল সমুদ্রে জন্মানো এমন উদ্ভিদ ও তাদের নাম এই বিষয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। ডাঙ্গার বড় গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ বিশেষত ছত্রাক ও শ্যাওলা জাতীয় জীবের বিবরণ এখানে থাকবে। এটি দেখার পর শিশুরা বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করবে। এই তথ্য গুলি সংগ্রহ করে এনে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে এবং এক একটা প্রকার নিয়ে অভিজ্ঞতা আদান প্রদান করবে। ১১) শিক্ষার্থী তার এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রাণীর খবরা খবর নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিকক্ষে বসে প্রকার অনুসারে বসাবে এবং আলোচনা করবে। ১২) আমি কাঁকড়া। আমি জলে থাকি। আমার দশ পা। আমি ভেসে থাকতে পারি। আমি ডাঙ্গাতেও থাকতে পারি। পুকুরের নীচে যে গাছেতে ডাল আছে তার একটা ডালের ফাঁকে আমি থাকি। আমি সাবধানে থাকি। মানুষ আমাকে খায়। আমি খুব কষ্ট পাই। এই ভাবে এক একটা প্রাণী নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা পরিচয় দান করতে পারেন। এতে প্রাণী সম্পর্কে তাদের জানাও পূর্ণাঙ্গ হবে। একটি দলে একটি শিশু ঐ প্রাণীটি সম্পর্কে একটিমাত্র বাক্য বলবে। পরের জন আরও একটি বলবে। এই ভাবে প্রাণিটির পরিচয় বাড়ানো যেতে পারে। ১৩)শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের জটিলতর চিন্তনের রাস্তা খুলে দিতে কিছু কিছু কাজ দিতে পারেন যেখানে শিশুকে সব দিক বুঝে উত্তর ঠিক করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে একটা মৌমাছি দেখানো হল। সে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছে। আবার আর একটি দৃশ্য হল একটি পাখি গাছের ফল ঠুকরে খাচ্ছে। দুজনেই উড়তে
		পারে। তবে কেন মৌমাছি পাখি নয়? দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি কি?

		এই ধরনের সমস্যায় পাওয়ার পয়েন্ট এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা দলে আলোচনা করে একটা সমাধানে আসতে পারে।
আবহাওয়া ও বাসস্থান	ক) বাতাসের উপাদান, জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর ভূমিকা খ) ঋতু ও আবহাওয়া – আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও উৎসব	১) প্রতিটি শিশু বাড়িতে দুটি পরীক্ষা করবে। (ক) সকালে সব জানলা দরজা বন্ধ করে যে জানলা বা দরজা দিকে সরাসরি রোদ পড়ে জানলা/ দরজাকে একটু ফাঁক করবে এবং ভালো করে নজর করবে কি কি ঘটছে ওখানে? (খ) রাতে সারা কক্ষ অন্ধকার করে একটা বড় টর্চ জ্বেলে জানলার বাইরের দিকে ফেলবে। এরপর দেখবে ট্রচের আলোর রেখা ধরে কি কি ঘটছে বা দেখা যাচ্ছে। পরের দিন শ্রেণি কক্ষে দলগত তারা দুটি পরীক্ষা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবে এবং নোটবুকে দু এক কথায় লিখে রাখবে। বাতাসে যে নানান ধুলোকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে তা দেখা যাবে। এই অভিজ্ঞতা তারা আদান প্রদান করতে পারবে। ২) একটি নাটক করতে পারেন শিক্ষার্থীরা। এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হল বাতাসে মিশে থাকা নানান গ্যাস বাষ্পকণা ও ধুলোকণাদের মধ্যে কথোপকথন গ্যাসের চরিত্র, বাতাসের উপাদান, কোন গ্যাস বেশি কোন গ্যাস কম থাকে বাতাসে, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিভাবে জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সব তথ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। জলীয় বাষ্প কিভাবে হয় এবং কিভাবে মেঘ জমে যায় সে বিষয়টিও এর মধ্যে আসবে।] ৩) শিশুরা বাতাসের উপাদানের ভাগ নিয়ে কাগজের গোল চার্ট তৈরি করে রঙ দেবে এবং বিভিন্ন গ্যাসের নাম লিখবে। ৪) শিশুকে উন্নততর চিন্তনের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন কয়েকটি ছবি দেখানো হবে, যেখানে বাতাসে বিভিন্ন উপাদান একইভাবে থাকে না। ৫) যেমন- পাহার, কারখানার অঞ্চল, বড় রাস্তার ধারে, জঙ্গলের ধারে, খোলা সবুজ মাঠের পাশে, সমুদ্রের ধারে। এখানে উপাদানের তারতম্যের ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জের আকারে দেওয়া থাকবে। এর থেকে শিশুরা আলোচনা করে ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া কেমন হবে এবং কোনো শারীরিক আসুবিধা হবে কিনা তা আন্দাজ করে বলবে। ৬) যে ঋতুতে পাঠ্যাংশটি পড়ান হবে ছাত্র ছাত্রীরা সেই ঋতুকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা তার একটি তালিকা ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে দেবেন। ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণি কক্ষে ফিরে তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান করবে। ৭) শিক্ষক শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায় থেকে বাছাই দুটি গান নিয়ে তাদের চর্চা করাতে পারেন এবং তার সঙ্গে নাচ শেখাতে পারেন। আবার কটি গান বেছে গীতি আলেখ্যও লিখে তাদের দিয়ে

	গ) চারপাশের উদ্ভিদ এবং প্রাণী ও তাদের বাসস্থান, বন জঙ্গল, পাহাড় মরুভূমি নদী ও সাগরের নীচে উদ্ভিদ ও গাছ	করাতে পারেন। ঐ গীতি আলেখ্য তে বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ থাকবে। ৮) উন্নততর চিন্তন এর জন্য এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বসানো যায় যেখানে এক একটা টুকরো ছবি কোন না কোনো ঋতুকে মনে করিয়ে দেয়। যেমন ব্যাঙ ডাকছে, ধান পাকছে, এ সি চালিয়ে পা দোলাচ্ছে ইত্যাদি। ছবি গুলি দেখার পর সংশ্লিষ্ট ঋতু এবং তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শিশুরা আলোচনা করবে। দল ভিত্তিক এক একটি ঋতু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, পরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ৯) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের তাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। বিশেষত তাদের বাসস্থান- কোথায় থাকে, কোথায় দেখতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভালো করে নজর করে সমস্ত তথ্য নোট বুকে লিখবে। পরে শ্রেণি কক্ষে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। ১০) শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ছবি কম্পুটার থেকে বের করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা ঐ ছবি গুলি কেটে কেটে কার্ড তৈরি করবে। তারপর ঐ কার্ড নিয়ে লটারি হবে। যে যে শিক্ষার্থী যা যা কার্ড পেয়েছে সে তা নিয়ে কিছু বলবে। নাম, কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কি খায় ইত্যাদি।
	ঘ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে	১১) বিভিন্ন পশুপাখি আর উদ্ভিদ দিয়ে নতুন মিশ্র জাতীয় পশুপাখি বানানো। যেমন- হাসজারু। সেগুলো কল্পনা করে আঁকার খাতায় এঁকে ফেলা। পাশে নাম লিখে রাখবে। এ নিয়ে ছড়া ছবি ও গল্পের বই পড়ার ব্যবস্থা করা। নিজেরা মজার মজার ছড়াও বলতে পারে। ১২) উন্নততর চিন্তন এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা এমন কয়েকটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে কিছু অজানা কোন প্রাণীর জীবন নিয়ে আলোচনা থাকবে। যেমন- ফিতা কৃমি, উকুন, ম্যালেরিয়া/ ডেঙ্গীর জীবাণু, ছত্রাক, প্রবাল ইত্যাদি। কেমন দেখতে, কিভাবে বেঁচে থাকে, কি খায়, কোথায় বেঁচে থাকে ইত্যাদি। ১৩) শিক্ষক শিক্ষিকা এলাকায় এমন কোন পোড়ো বাড়ি জমি বা নদী /খাল নির্বাচন করবে যেখানে এক সময় অনেক গাছ, পশু পাখি নিজেরাই এসে বাসা বাঁধত বা নানান গাছ জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী বাস করত। এখন বেশীর ভাগ গাছ কাটা পড়ে গেছে। আশেপাশে রাস্তা বা ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। নদীতে জল স্রোত মজে গেছে। ফলে জীব সম্পদের প্রাচুর্য নেই। এই সব স্থান শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করবে, সমীক্ষা করে কি কি ক্ষতি হয়েছে তা আবিষ্কার করে তাদের নোটবুকে লিখে রাখবে। শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজনে সমীক্ষা পত্র তৈরি করে দেবেন।

	ঙ) ভ্রমণ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান	১৪) শিক্ষার্থীরা একটি নাটক অভিনয় করতে পারে। এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হবে সেই সমস্ত পশু পাখীদের দুঃখের কথা যারা বৃক্ষ ধ্বংস এবং পোড়ো জমির দখলের ফলে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তার উপর সাপ বেজি ইঁদুর মরে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে আছে বাদুড়, মোবাইল টাওয়ার বসানোর ফলে ছোট ছোট পাখি যেমন শালিক, চড়াই, টুনটুনি, ছাতারে পাখির সংখ্যা এলাকায় কমে যাচ্ছে। কৃষি জমিতে কড়া বিষ দেওয়ায় যে সব পাখিরা কৃষি জমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত তারা মরে যাচ্ছে। এই সব বিষয় নিয়ে দুঃখের ইতিহাস থাকবে এই নাটকে] ১৫) এই বিষয় নিয়ে ছবি বা গল্পের বই থাকলে তা সবাইকে পাঠ করানো যেতে পারে। ১৬) শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে বড় বড় হাই রাইজ হচ্ছে ফলে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। এই অবস্থায় শিশুদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ তা গুগুল খুলে তুলে আনতে হবে এবং সে গুলি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য নিয়ে মন্তব্য করতে বলবেন। প্রথমে দলগত ভাবে এবং পড়ে একক ভাবে বলতে পারে। ১৭) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো চেনা জায়গা অথচ অচেনা পরিবেশ পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন যাপন, জীবিকা, উৎসব নিয়ম কানুন ইত্যাদি বিষয় তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখে রাখবে। শ্রেণীকক্ষে ফিরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মত বিনিময় করবে। ১৮) উন্নততর চিন্তন এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা এমন কয়েকটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ চ্যালেঞ্জ আকারে বানাবেন। ক) বাড়ির উঠানে একটি বিষধর সাপ দেখে আমরা সবাই ওটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেললাম- এই নিয়ে বিতর্ক। খ) আদিবাসী এক পরিবার এলাকার খালে বিলে বেড়ে ওঠা পাখি শিকার করে সংসার চালায়- এই নিয়ে বিতর্ক। দল গত বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের বিভিন্ন যুক্তি পরিবেশন করার জন্য সাহায্য করবে শিক্ষক শিক্ষিকারাই। ১৯) দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপে একটি ভ্রমণের দৃশ্য থাকবে। গুগুল খুঁজে এমন একটি দৃশ্য নির্বাচন করবেন যেখানে জীবদের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাচ্ছে। ওখানে কোনো উত্তেজনা বা আশান্তি নেই। একটি সুন্দর খাদ্য শৃঙ্খল আছে। কোন মানুষ যেখানে গাছ কাটতে পারে না। ক্লীপটি দেখে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর শিশুরা দেবে। যেমন- “এখানে দেখা যাচ্ছে এক প্রাণী অন্য প্রানীকে মেরে

		খেয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ প্রাণী হত্যা হচ্ছে। তাহলে ঐ জঙ্গলে প্রাণী খেকো পশু গুলোকে মেরে ফেলা হয় না কেন?" – এই প্রশ্নের উত্তর শিশুরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে।
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলের অপচয় রোধ আগুনের ব্যবহার ও তাঁর সাবধানতা (অতীত ও বর্তমান) গাছের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আবর্জনা ও ঝোপ জঙ্গল থেকে সাবধানতা- বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধানতা) পশু ও পাখি পোষার কারণ প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান) পাথর ও ধাতুর ব্যবহার কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজ।	শিক্ষক শিক্ষিকারা এই অধ্যায়ে তিনটি সমীক্ষা করাবেন শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে। (ক) জলের ব্যবহার (খ) আগুনের ব্যবহার (গ) পশু ও পাখি পোসা ও তাদের ব্যবহার (ঘ) পাথর ও ধাতুর ব্যবহার আরও একটি সমীক্ষা হবে নীচের দুটি বিষয় নিয়ে। (ক) গাছের প্রয়োজনীয়তা- ঝোপ আগাছা ও আবর্জনা থেকে সাবধানতা, সাপ পোকামাকড় থেকে সাবধানতা (খ) ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ উদ্ভিদ। তৃতীয় সমীক্ষাটি হবে— (ক) প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান) (খ) কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া এই তিনটি সমীক্ষা শিশুর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সংগঠিত করতে হবে। এগুলি নিয়ে তারা নিজেদের এলাকায় সমীক্ষা চালাবে। দলগত ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবেও সমীক্ষার শেষে তারা তথ্যগুলি নিয়ে দলগত আলচনায় বসবে এবং একটি মৌখিক রিপোর্ট বানাবে। সেগুলি দলগতভাবে তারা শ্রেণীক্ষে উপস্থাপন করবে। এই সময়ে তারা যাতে সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারে সে ব্যপারে শিক্ষক শিক্ষিকা যত্নবান হবে। ২) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গাছের প্রয়োজনীয়তা ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দলগত সমীক্ষা চালাতে পারেন। এলাকায় এমন কয়েকটি স্থান বেছে নিতে হবে যেখানে এক সময় প্রচুর গাছপালা ছিল অথচ এখন গাছের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ উদ্ভিদ ও শাকপাতা পাওয়া যায়। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলা এবং বিভিন্ন কান্ড মূল শাকপাতা ছাল ডাল এবং নিদর্শন সংগ্রহ করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে ভেষজ গাছগুলির গুণাগুন নিয়ে আলোচনা করে প্রতিটি গাছের নামে পাশে তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে হবে শিশুদের। ৩) শিশুদের সাথে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে একটি ছোট মিউজিয়াম তৈরি করতে পারেন যেখানে পাথরের টুকরো থেকে এ যুগের অস্ত্র শস্ত্র এবং আধুনিক হাতিয়ারের নানান রেপ্লিকা তৈরি করে রাখা যায়। অন্যদিকে কাঠের চাকা থেকে বিভিন্ন গাড়ির রেপ্লিকাও সংগ্রহ করে সাজান যেতে পারে। একটি বিগ বুকে এই বিবর্তনের ধারাটি বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায়।

		৪) চাকা পাথর ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ছবি ছড়া ও গল্পের বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পড়ার শেষে শিশুরা আলোচনায় বসতে পারে। নিজেদের মতামত জানাতে পারে। ৫) আলোচ্য বিষয় নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন- আদিম মানুষেরা কিভাবে পাথর ব্যবহার করত এবং আগুনের ব্যবহার শেখার পর কিভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায়, শেষে লোহার আবিষ্কার কিভাবে তাদের সমস্ত জীবন ধারাই পরিবর্তিত করে দেয়। এ বিষয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। এটি থেকে শিশুরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে কিভাবে অতীত থেকে মানব সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছে।
জীবিকা ও সম্পদ	ক) এলাকা ভিত্তিক জীবন ধারণ ও প্রকার খ) জীবিকা ও নানা রকমের হাতের কাজ কুটির শিল্প- শিল্পের উপাদান	১) ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের এলাকায় বিভিন্ন জীবিকায়/পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেবে। তাদের কাছ থেকে তাদের জীবিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে সমীক্ষা পত্রে লিখবে। সমীক্ষাপত্রের নমুনা নীচে দেওয়া হল। তবে এক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখবেন। ছাত্রছাত্রীরা পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। ২) ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ির আসে পাশের যদি কোনো শিল্প কারখানা থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষকার সাথে তাহলে শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে তা পরিদর্শন করবে তথ্য সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। ৩) ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির বড়দের কাছ থেকে এবং এলাকার/পাড়ার বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন লোক গাঁথা সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। এর সাথে কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ লোক সঙ্গীত থাকলে তা সংগ্রহ করবে। লোক সঙ্গীতের শিল্পীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সঙ্গীতটির রচনা কাল বা কি ধরনের গান এটি সে বিষয়ে ও জেনে নেবে এবং নোটবুকে নথিভুক্ত করবে। ৪) ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে। ৫) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এলাকার ও আশে পাশের পুরনো মন্দির, বাড়ি, ছোট টিলা পাহাড় ও গুহা ইত্যাদি পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। অনেক সময় এ সমস্ত পুরনো মন্দির বাড়ি বা গুহার দেওয়ালে নানা ছবি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্র ছাত্রীরা তা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদান প্রদান করবে ও আলোচনা করবে। সে সকল বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে। ৬) শিক্ষার্থীরা একটি মূকাভিনয় ও করতে পারে। এখানে শিশুরা মানুষের জীবিকার পরিচয় দিতে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে বোঝানোর চেষ্টা করবে। এক একটি দল এক একটি এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবিকার খুঁটিনাটি ব্যাপার পরিচিত করবে অন্য শিশুদের কাছে।

		সে ক্ষেত্রে তারা কথা না বলে অভিনয় করে দেখাবে এবং ঐ দলের একজন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে জীবিকাটি সম্পর্কে দু এক কথা জানাবে। ৭) বিভিন্ন জীবিকা নিয়ে ছবি গল্পের বই সংগ্রহ করে শিশুদের পড়ান যেতে পারে এবং পরে আলোচনা করা যেতে পারে। এই ধরণের পুস্তক সংগ্রহ করে বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক গ্রন্থাগার নিরমান করা যেতে পারে। ৮) আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় যে বিচিত্র জীবিকা ও পেশা আছে তা নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। যেমন- পুরোহিত জীবিকা, হিজড়েদের জীবিকা, ট্রেনের মধ্যে গান শোনাবে, জীবিকা, সমুদ্রের জাহাজের নাবিক, উড়ো জাহাজের এয়ার হোস্ট্রেস, হাস্পাতালের আয়ার জীবিকা ইত্যাদি। এগুলি নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। শুধু চাকরি বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয়, আজকাল হরেক রকমের জীবিকা আছে যা আশ্রয় করে মানুষের বেঁচে আছে।
	গ) প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তাঁর ধারাবাহিকতা	৯) এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন কাজের প্রবণতাকে কেন্দ্র করে অন্য একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লিপও বানানো যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে শিশুর কাছে সাবলীল করে তুলতে হবে। ১০) ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ির আশে পাশের যদি কোনো শিল্প কারখানা থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষকার সাথে তাহলে শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে তা পরিদর্শন করবে তথ্য সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। ১১) স্থানীয় কোনো মেলায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে ওখানে স্টলে পাওয়া যায় এমন হাতের কাজ দেখানো যেতে পারে। শিশুরা একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করতে পারে। তারা কোন গ্রাম বা জেলা থেকে আসছে তার তথ্য নেওয়া যেতে পারে। তারা কতদিন ধরে এই কাজগুলি করছে এবং এতে তাদের মাসিক আয় এর পরিসংখ্যান নিতে পারে শিশুরা। ১২) তারা এমন একটি নাটক করতে পারে যেখানে থাকবে গ্রামে যে সমস্ত কুটির শিল্প তৈরি হয় তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথন ১৩) দেশ বিদেশের বিভিন্ন হাতের কাজের একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখানো যেতে পারে। ঐ কাজগুলি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য গুলি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জানানো যেতে পারে। প্রথমে ছবি দেখে শিশুরাই নিজেরা জীবিকাগুলির পরিচয় দিতে পারে। শেষে ঐ ক্লিপেই সমস্ত জীবিকার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ১৪) সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোন কোন পরিবার হাতের কাজের সাথে যুক্ত থাকলে শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ ধরণের পাড়ায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যাবেন। হাতের কাজের খুঁটিনাটি তারা দেখবে এবং খবর নেবে ঐ কাজের জন্য তাদের প্রথাগত শিক্ষা কতটা প্রয়োজন যদি না হয় তবে তারা ওটা শিখলে কিভাবে, ঐ জীবিকা নিয়ে তাদের

	ঘ) লোক শিল্প- গল্প, গান, নাচ চিত্র শিল্প	পরিবারের শিশুরা কতটা উৎসাহী এবং শিখছে কেমন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে এসে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় করবে এবং দলগতভাবে তাদের মতামত দান করবে। ১৫) বিভিন্ন হাতের কাজের সাথে বহু গল্প এবং গান যুক্ত থাকতে পারে। সেগুলি সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। অন্য দিকে ঐ দক্ষতাও যে খুবই মূল্যবান, দামী এবং সৃজনশীল, সেটি যে প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য কোন ছড়া বা গান রচনা করতে পারেন শিক্ষক শিক্ষিকা। ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে ঐ গান তৈরি করা যায়। ১৬) বিভিন্ন হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে এই সমস্যা আরও গভীর হতে পারে। তা নিয়ে কোন নাটিকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১৭) কোন বিশিষ্ট শিল্পী যিনি আসলে নিরক্ষর অথচ তার শিল্প সৃষ্টি বিশ্ববন্দিত তার জীবন কাহিনী নিয়ে ছবি ও গল্পের বই পড়ার জন্যে দেওয়া যেতে পারে। ১৮) কুটির শিল্প বা হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা কেমন লড়াই করে ঐ জীবিকা বাঁচিয়ে রেখেছেন এ ব্যপারে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। শিল্প চর্চার জন্য হয়ত কোন প্রথাগত শিক্ষা লাগে না তবু শিক্ষা থাকলে যে ঐ শিল্প অনেক বেশি সফলভাবে বাজারগত করা যেতে পারত সে বিষয়েও দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ করা যেতে পারে। ১৯) ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির বড়দের কাছ থেকে এবং এলাকার/পাড়ার বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন লোক গাঁথা সংগ্রহ করে নোটবুকে লিখবে। এর সাথে কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ লোক সঙ্গীত থাকলে তা সংগ্রহ করবে। লোক সঙ্গীতের শিল্পীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সঙ্গীতটির রচনা কাল বা কি ধরনের গান এটি সে বিষয়ে ও জেনে নেবে এবং নোটবুকে নথিভুক্ত করবে। ২০) ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লোক উৎসব করতে পারে। ২১) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এলাকার ও আশেপাশের পুরনো মন্দির, বাড়ি, ছোট টিলা পাহাড় ও গুহা ইত্যাদি পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। অনেক সময় এ সমস্ত পুরনো মন্দির বাড়ি বা গুহার দেওয়ালে নানা ছবি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্র ছাত্রীরা তা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তথ্যের আদান প্রদান করবে ও আলোচনা করবে। সে সকল বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে। ২২) শিক্ষক শিক্ষিকা স্থানীয় কোন লোক নৃত্য বা লোক সঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করতে পারেন। শিশুরা বাড়ি থেকে প্রচলিত কোনো লোক সঙ্গীত বা লোক নৃত্য শিখে আসতে

		পারে এবং শ্রেণি কক্ষে অনুষ্ঠান করতে পারে। ২৩) শিশুরা তাদের ড্রয়িং খাতায় নিজেদের খুশী মত যে ভাবে ইচ্ছা ছবি আঁকতে পারে এবং রং করতে পারে। সাধারণ মানুষ, গ্রাম বাংলা ও সাধারণ জীবন যাতে প্রতিফলিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লোক কাহিনী বলার জন্য স্থানীয় কোনও গল্প বলিয়েকে আনা যেতে পারে। ২৪) লোক কাহিনী বলার জন্য স্থানীয় কোন মানুষ বা বয়স্ক দাদু বা দিদাকে ডেকে আনা যেতে পারে। ২৫) এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায় যেখানে লোক নাচ ও লোক গান দেখানো হবে। বিভিন্ন এলাকা ও রাজ্যের লোক নাচ ও লোক গান দেখিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে এবং প্রিয় গানটি শেখা যেতে পারে।
আমাদের আকাশ	ক) আলো ছায়ার খেলা – দিন আর রাত্রির বিজ্ঞান – চাঁদের পিঠে আলো – পূর্ণিমা অমাবস্যার সূত্র	১) পাঠ্যপুস্তকে যে ধরনে পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে তা শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই করাবেন। তবে তবে প্রতিটি শিশুর নিজস্ব বোধ তৈরি করার জন্য একটি কাজ বাড়ির জন্যও দিতে পারেন। তিনি শিশুদের বলতে পারেন যে তাদের বাড়ির ছাদে বা ফাঁকা মাঠে যেখানে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের আলো পর্যাপ্তভাবে সরাসরি পড়ে সেখানে একটি লাঠি পুঁতে দেবে। ভোর ছটায় লাঠিটির ছায়া কি ভাবে পড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করে ঐ লম্বালম্বি গুঁড়ো চুন, আবীর বা কাঠকয়লা দিয়ে রাখবে, পরে সকাল ৯টায়, বেলা ১১টায়, দুপুর ১২টায়, ১টায়, বিকেল ৩টে এবং শেষে সন্ধ্যা ৫টায় বা ৬টায়। ছায়া বরাবর ঐ রং ছড়িয়ে দেবে। পরে লাঠিটির ছায়াগুলির একটি কল্পচিত্র তৈরি করে পর্যবেক্ষণ সময় উল্লেখ করে একটি ছোট্ট সমীক্ষা পত্র তৈরি করবে ঐ শিশু। সমীক্ষা পত্রে সূর্যের সঙ্গে ছায়া সম্পর্ক নিরূপণ এবং ছায়াগুলি ক্রম নির্ধারণ এবং সবচেয়ে লম্বা ও সবচেয়ে ছোট ছায়ার সময় নির্ধারণ, সূর্য কি ঘুরছে কি অন্য কিছু ঘটছে এখানে? এই সব চ্যালেঞ্জের উত্তর শিশুরা খুঁজবে। ২) সূর্য কি নিজে ঘুরছে না অন্য কিছু ঘটছে – এই প্রশ্নের উত্তর শিশু যান্ত্রিকভাবে না বুঝে দিতে পারে অথবা ভুল দিতে পারে। এই বিষয়ে বোধ তৈরি করতে নাগরদোলায় চড়ার সময় চারিপাশ সরে সরে যায় কেন এই ধরণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতা থেকে তাকে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের উত্তর আবিষ্কার করতে দিতে হবে। ৩) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে একটি পরীক্ষা চালাতে বলবেন। অন্ধকার ঘরে টর্চ জ্বালিয়ে তার সামনে একটি গোল বল বন বন ঘোরাবে আর লক্ষ্য করবে কিভাবে আলোয় বলের একটা অংশ আলোকিত হচ্ছে এবং অন্য একটা অংশ অন্ধকার থেকে যাচ্ছে। এ নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। (ক) ধরো তুমি একটা পিপড়ের মত। বলের উপর বসে আছে। এবার লক্ষ্য কর কিভাবে দিন আর

	খ) আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী – মহাকাশ অভিযান	রাত ঘটছে। (খ) এখানে সূর্য বলতে কোন বস্তুকে ভাবা হয়েছে? অন্যদিকে আরও একটি ছোট বলকে বড় বলের পাশে রেখে তাকে চারদিকে ঘোরালে ঐ টর্চের আলো বা তার ছায়া কেমন ভাবে একে অন্যের উপর পড়বে তা পরীক্ষা করে দেখতে বলবেন। একই রকম ভাবে সমীক্ষাপত্রে তাদের মতামত দিতে বলবেন। এই ভাবে পূর্ণিমা ও আমাবস্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। উপরের প্রতিটি কৃত্যালিতে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং মূলত তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। (ক) আকাশের সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বস্তুর ছায়ার পরিবর্তন, (খ) দিন রাত্রি কিভাবে হবে, (গ) চাঁদের আলো কমা বাড়া এবং পূর্ণিমা আমাবস্যার রহস্য। ৪) শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি মডেল বানাবে। সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ- এই তিন জনের সম্পর্ক নিয়ে কাগজের মন্ড আর তার দিয়ে একটি কার্ড বোর্ডের মডেল তৈরি করতে পারে। তাদের বিভিন্ন আবস্থানে কি কি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তার তালিকা তৈরি করবে এবং নিজেরাই তার সম্ভাব্য উত্তর তৈরি করবে। ৫) বিষয়টি নিয়ে ছবি গল্পের বই পড়তে দেওয়া যেতে পারে। পাঠের শেষে আলোচনা করা যেতে পারে। ৬) বিষয়টি নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে এবং এই তিনটি বিষয় নিয়েই শিশুর কাছে চ্যালেঞ্জ আলোচনার জন্য রাখা যায়। প্রাথমিক বিষয়গুলি দেখার পর শিশুরা বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষে আবার ক্লিপটি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শেষে কয়েকটি জটিল আবস্থান তাদের আলোচনার জন্য দেওয়া যেতে পারে। যেমন- (ক) দিনের বেলায় কি আকাশে চাঁদ দেখা যায়? (খ) অমাবস্যার রাতে কি চাঁদ থাকতে পারে? (গ) পূর্ণ আমাবস্যার সময় চাঁদ কোন সময় আমাদের আকাশ পেরিয়ে যায় বলে মনে করো। ৭) শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের আকাশ দেখা ও চেনানোর ব্যবস্থা করবেন। যে কোনো সন্ধ্যায় তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারেন ধ্রুবতারা সহ বিভিন্ন তারা মণ্ডল চেনানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। উপরন্তু চাঁদের বাড়া কমা গভীরভাবে নজর করার দিকেও উৎসাহিত করতে পারেন। এ ব্যপারে শিক্ষক শিক্ষিকা একটি ছোট্ট সমীক্ষা পত্র রচনা করে শিশুদের হাতে দিতে পারেন। তারা কি কি দেখল এবং কোন পরিস্থিতিতে কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের মতামত এই সমীক্ষা পত্রে উঠে আসবে।

		৮) বিভিন্ন তারামণ্ডল ও মহাকাশ অভিযান নিয়ে নানান ছবির গল্প শিশুদের পাঠের জন্য দেওয়া যেতে পারে। ছবিগুলো দেখা হয়ে গেলে এবং কথা গুলো পড়া হয়ে গেলে তারা আলোচনায় বসতে পারে এবং রাতের আকাশ দেখে ঐ জ্ঞান ব্যবহার করে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিতে পারে। ৯) শিশুরা সৌরজগৎ এবং মহাকাশ অভিযান নিয়ে বিভিন্ন ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে একটি বিগ বুক তৈরি করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ সমস্ত ছবির নিচে সংশ্লিষ্ট ও উপযুক্ত শব্দ লিখে নিতে উৎসাহিত করবেন। ১০) এই বিষয়টি নিয়ে খুব সুন্দর দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ রয়েছে। তবে এই ক্লিপটিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে শিশু বিষয়টিকে গবেষণার দৃষ্টিতে দেখতে পারে এবং সমবেত আলোচনা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে ঐ চ্যালেঞ্জের একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধান বের করতে পারে। গুগুল খুঁজে মহাকাশের জ্যোতিস্কমণ্ডলী ও সমপ্রতিক মহাকাশ অভিযান নিজে দুটি আলাদা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানানো যেতে পারে। এখানে যেমন বিভিন্ন তারামণ্ডলের খোঁজ খবর পাওয়া যাবে তেমনি ভারতসহ অন্যান্য দেশের মহাকাশ অভিজানের একটি তথ্য চিত্রও দেখানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত শব্দের ব্যবহারের বিষয়টিকে শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে
মানুষের পরিবার ও সমাজ	ক) মনুষ্য সমাজ – পরিবার ও আত্মীয়তা, শারীরিক ভাবে অক্ষমদের সহযোগিতা, নারী পুরুষের কাজ, সমান মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য সমাজ।	১) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরিবারের সাথে যুক্ত এবং পাড়ায় বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের কাজ ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন। ২) শিক্ষক শিক্ষিকা পরিবার ও সমাজের মানুষদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র ছাত্রীদেরকে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে ছাত্র ছাত্রীরা সংগৃহীত তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। পর্যবেক্ষণের সময় যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে নজর করে তথ্য সংগ্রহ করবে তার একটি তালিকা ৩) এ নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এই নাটকের বিষয় হবে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের সমাজ আছে সে সম্পর্কে শিশুদের অবগত করানো। কোন সমাজের নিয়মই যে ছোট নয় তা বোঝানো প্রয়োজন। যেমন- মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, মা যেখানে সব সময় কর্ত্রী। এই সমাজে নারীদের সম্মান সর্বতভাবে রক্ষিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত এই ভাবে শেষ করতে হবে যে এক সমাজ যখন অন্য সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক অখন্ড ভারত তৈরি করে তখন আমাদের দেশ সবার সেরা হয়ে যায়। কত বৈচিত্র তবু ভারত ঐক্যবদ্ধ এই ভাবনার প্রসার করতে হবে। ৪) এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায় যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত। নতুন নতুন কাজ আজকাল যুক্ত হয়েছে। যেমন- বিকেল বেলায় ফিস ফ্রাই খেতে

	খ) চাষের সেকাল ও একাল	ইচ্ছে হয়েছে। ফোন করতেই ঘরের দরজায় একজন ফিস ফ্রাই নিয়ে হাজির। টোটো অটো চালকেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যাত্রীদের সেবা করে যাচ্ছে- এদের শিশুরা চেনে কিনা দেখা যেতে পারে। ৫) পশ্চিমবঙ্গে কত রকমের সমাজ আছে। যেমন- শহুরে সমাজ , গ্রামীন সমাজ, কৃষি সমাজ, শিল্পসমাজ, আদিবাসী সমাজ, উচ্চবর্ণের সমাজ, হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ, বাংলাভাষী সমাজ, হিন্দিভাষী সমাজ , কর্মকার সমাজ , কুম্ভকার সমাজ, পুরোহিত সমাজ ইত্যাদি পেশাগত সমাজ। এই বৈচিত্র্যগুলি তুলে ধরে একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়। শেষে এদের মধ্যে যে একটা মূল সুর হল সবাই ভারতবাসী। এই বৈচিত্র্য কে সবাই সম্মান করে এবং এঁকে ওপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল – এই বিষয়টি দিয়েই ক্লিপটি শেষ করতে হবে। ৬) চাষের সেকাল একাল নিয়ে বাস্তব ধারণা তৈরির জন্য ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকারা সাথে এলাকার এক দুটি চাষি পরিবার পরিদর্শনে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করে সমীক্ষা পত্রে লিখবে। পরে শিক্ষক/ শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শ্রেণিকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। নিচে একটি নমুনা সমীক্ষা পত্র দেওয়া হলো।
	গ) মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজ – মানুষের সমাজের তাদের ভূমিকা	৭) শিশুরা চাষের সেযুগ এযুগ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অতীতে কি ধরনের চাষের উপকরণ ব্যবহার করা হত তার কিছু ছবি সংগ্রহ করবে এবং একটি বিগ বুকে সেগুলি চিটিয়ে রাখবে। অন্যদিকে এ যুগে যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে তার ছবি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবে। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন এসেছে তারও নমুনা আনবে। জৈব সার তৈরির একটি প্রকল্প তৈরি করবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সে যুগের চাষের যন্ত্রপাতির রেপ্লিকা তৈরি করে শ্রেণীকক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যায়। ৮) শিক্ষকশিক্ষিকাগণ এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে চাষের সে কাল ও একালের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি দেখানো যেতে পারে। সার প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়েও নানান খবর থাকতে পারে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষিকাজের যে একটা বড় ভূমিকা আছে তা মনে করিয়ে দিতে হবে। যারা এই কাজে নিযুক্ত থাকেন তারা সমাজ গঠনে এক বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। ক্লিপটি দেখানো হলে এ নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট শব্দ চর্চা ও জরুরী।
		৯) এ নিয়ে একটি নাটক অনুষ্ঠান করা যায়। [নাটকটিতে পিঁপড়েদের জীবনে যে বিভিন্ন ধরনের ঐক্যবোধ ও শৃঙ্খলা আছে তা নিয়েই আলোচনা হবে। একটি ছেলের দল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। হঠাৎ তাদের সঙ্গে একদল পিঁপড়েদের দেখা হয়ে গেছে। পিঁপড়েরা তাদের উপদেশ দিয়ে পিঁপড়েরা তাদের উপদেশ দিয়ে বলছে

		তাদের দেখে শিখতে। একজন শিশু রেগে গিয়ে একটা পিপড়েকে মেরে ফেলবে। বাকি পিঁপড়েরা তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে এ যেতে যেতে বলবে যে- দেখ, তোমরা ফুটপাতে মরে পড়ে থাকা মৃত ব্যক্তি দেখলে নাকে চাপা দিয়ে চলে যাও কিন্তু আমরা কেমন করে এই মৃত পিঁপড়ের সৎকার করি]। ১০) পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতার মত প্রাণী ও পতঙ্গের সমাজবদ্ধতা নিয়ে নানান ছোটদের গল্পের বই আছে। সেগুলি নিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। বই পাঠের পর এ গুলি নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে।
	ঘ) নানান ধরনের রান্না বান্না (আমিষ/নিরামিষ) উৎসবে খাবার, এলাকা ভিত্তিক পরিচিত খাবার।	১১) শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে বিভিন্ন পতঙ্গের সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি দেখার পর কি কি বিষয়ে এদের সাথে মানুষের জীবনের মিল আছে, কোন দিক গুলো ভালো মানুষের চেয়ে তা নিয়ে শিশুরা আলোচনা করবে। ১২) ছাত্র ছাত্রীরা তাদের বাড়ির বড়োদের- মা, কাকিমা, ঠাকুমা, পিসিমার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের রান্না সম্পর্কে জানবে ও নোটবুকে লিখবে। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। যে বিষয় গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানবে ১৩) শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহায্যে শিশুরা মাটি দিয়ে বিভিন্ন খাবারের থালা ও খাবার তৈরি করে তাতে রং দিতে পারে। শেষে তারা ‘খাদ্য মেলা’ করতে পারে। শিশু দেখবে কোন কোন খাবার তারা তৈরি করে ও কোন কোন উৎসবে ঐ খাবার খাওয়া হয়। এই মেলায় তারা অন্য ক্লাসের শিশুদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে।
	ঙ) খাদ্য আদান প্রদান থেকে হাট বাজার, খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	১৪) এইভাবে অন্ত মিল মাথায় রেখে শিক্ষার্থীরা নানান খাবারের ছড়া বানাতে পারেন। ১৫) শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে নানান খাবারের রেসিপি থাকবে। শিশুরা সেই খাবারের নাম ও স্বাদ সম্পর্কে বলতে পারবে এবং কারা এই খাদ্য গ্রহণ করে এবং কোন উৎসবে মূলত খাওয়া হয় তাও বলতে পারবে। ১৬) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এলাকার হাট বাজার পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। ছাত্র ছাত্রীদের একটি তালিকা দিয়ে দেবেন। তালিকায় লেখা বিষয়গুলি মাথায় রেখে ছাত্র ছাত্রীরা হাত থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে ও নোটবুকে লিখবে। পরে শ্রেণীকক্ষে ফিরে তথ্যের আদান প্রদান ও আলোচনা করবে। ১৭) ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে খাদ্য বস্তু কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়? শিক্ষক শিক্ষিকা সে বিষয়ে বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে জেনে আসতে বলবেন। পরে ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণি কক্ষে তাদের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষিকা গাইড লাইন হিসাবে কিছু

		নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেবেন। ১৮) শ্রেণীকক্ষে শিশুরা হাট বাজারের একটি নাট্যাভিনয় করতে পারে। প্রাচীন যুগে ফসল উৎপাদনকারী নিজে ঐ নিয়ে হাটে আসত এবং অন্য চাষিদের কাছ থেকে তার প্রয়োজন মত চাল ডাল দুধ সংগ্রহ করত নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময় করে। এই ভাবনাটা মাথায় রেখে সংলাপ গুলো তৈরি করতে হবে। ১৯) শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ বানাবেন যেখানে খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকবে। গ্রামীন বাংলায় খাদ্য দ্রব্যকে কিভাবে সংরক্ষিত করা হয় তার ক্তকগুলি পদ্ধতি এখানে দেখানো যেতে পারে। বায়ু শূন্য প্যাকেট বা টীনে সংরক্ষণের বিষয়টি এখানে আসতে পারে। মাছ শুকনো করে রাখা, কাঁচা আম বা অন্য দ্রব্যকে শুকনো করে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। এগুলো নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনা করা যায়।
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ	ক) মাটি নিজস্ব গুণ হারাচ্ছে – মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ু দূষণ বাড়ছে	১) শিক্ষক শিক্ষিকা মাটি, জল, বায়ু-র দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে একটি সমীক্ষা পত্র বানিয়ে ছাত্র ছাত্রীকে দেবেন। আগে গ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল, এখন দূষিত হয়ে গেছে কিনা, নানান সমস্যা হচ্ছে কিনা যদি হয় তবে এর কারণ কি এবং কিভাবে এই দূষণ দূর করা সম্ভব- এই নিয়ে সমীক্ষা পত্রটি তৈরি করতে হবে। শিশুরা পাড়ার বড়দের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য সংগ্রহ করবে। শ্রেণি কক্ষে ফিরে এসে প্রত্যেকে নিজেদের মতামত আদান প্রদান করবে। ২) মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ু দূষণ রুখতে শিশুরা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। প্লাস্টিক বর্জন, সংগ্রহ এবং ধ্বংস করে নজির গড়তে পারে। জৈব সার তৈরির বিশেষ প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জৈব সার ব্যবহারের উপকারিতা বোঝাতে হবে। রাসায়নিক সার কিভাবে মাটি, জল বায়ুর ক্ষতি করছে তা নিয়ে পাড়ায় আলোচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ের চত্তরে বড়দের সভা ডেকে শিশুরা আলোচনা ও তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। ৩) শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি প্রজেক্ট নেবেন যেখানে মাটির দূষণ ঘটাতে সক্ষম এমন জিনিস আলাদা করা যায়। একটি পাত্রে খানিকটা কাদা ভিজিয়ে রাখলে কিছুক্ষন পর সেটা নরম হয়ে যাবে। তারপর তাতে জল ঢাললে যাবতীয় নুড়ি পাথর প্লাস্টিক আবর্জনা সব নীচে পড়ে যাবে। সে গুলিকে বাদ দিয়ে কাদা জলটি অন্য পাত্রে ঢেলে নিচের আবর্জনাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এই পরীক্ষাটি শিশুরা নিজের হাতে করবে এবং দলগত ভাবে মতামত দু এক কথায় লিখে রাখবে। ৪) মাটি যে আমাদের প্রিয় বস্তু, মাটি দিয়ে আমরা কত কিছু বানাই তা বোঝাতে গিয়ে নানান জিনিস তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

		৫) মাটি, বায়ু, জল নিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ ইতিমধ্যেই দেখা যায়। সেগুলি থেকে বেছে নিয়ে শিশুদের দেখালে এবং আলোচনা করলে বোঝা যাবে তারা আদৌ দূষণ প্রতিরোধের জন্য আন্তরিক চিন্তা করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। দূষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি খুব জরুরী। কিভাবে বিভিন্ন দূষণ একসঙ্গে এলাকায় দেখা যাচ্ছে তা এই ক্লীপটি বানানো যায়। ৬) শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের চারপাশে এবং গ্রামের সাধারণ রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেবেন। মূলতঃ শিশুরা এই কর্মসূচিটি নেবে। বিডিও অফিস থেকে চারা আনা, মাটি কোপান, উঁচু করে গাছ লাগানো, জল দেওয়া, পরবর্তীতে তাকে বাঁচাতে সমবেত উদ্যোগ নেওয়া, সবটাই শিশুরা করবে। প্রথম পর্যায় শেষ হলে দলে আলোচনা করবে এবং তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।
	খ) পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নত পরিবেশ রচনা	৭) এ বিষয়ে শিশুরা একটি নাটিকা তৈরি করতে পারে। ৮) বৃক্ষের ধ্বংস সাধন রুখতে বিভিন্ন সত্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ছবি ও গল্পের বই পাঠ করানো যেতে পারে। বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করে ফেলা যায়। ৯) বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখিয়ে আলোচনার পরিবেশ রচনা করা যেতে পারে। অভিভাবক ও বড়োদের ডেকে এই ধরনের ক্লীপ প্রদর্শন করা যেতে পারে। এই ক্লিপ গুলিতে কিভাবে দূষণ রোখা যায় এবং উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সে নিয়ে ছবিও কথা থাকবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুস্থানের ভিডিও এখানে দেখানো যেতে পারে।
	গ) এলাকার পুরনো স্থাপত্য ও পুরনো নিদর্শন সংরক্ষণ	১০) শিক্ষক শিক্ষকা শিশুদের বলবেন তাদের বাড়ির সব থেকে পুরনো কোন বস্তু সম্পর্কে কিছু তথ্য আনতে। কারর বাড়িতে পুরনো চেয়ার থাকতে পারে, তিরিশ বছর আগেকার পোস্টকার্ড থাকতে পারে, পুরনো কয়েন ইত্যাদি যা কিছু নিয়ে খোলাখুলি শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে। মূল কথা হল পুরানো যে কোনো জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা উচিৎ। পুরানো জিনিস থেকে বর্তমান কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে সে ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে। ১১) সংশ্লিষ্ট গ্রামে কোন পুরানো মন্দির, মসজিদ বা রাজবাড়ি বা অন্য কিছু থাকলে সেগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে সে সম্পর্কে তারা রিপোর্ট পেশ করবে। মূল কথা হল তারা পুরানো জিনিস ও স্থাপত্য ও নিদর্শনকে সম্মান জানাতে শিখবে এবং তাকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করবে।
		১২) এই নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ছবি ও গল্পে এলাকার ইতিহাস পড়তে পারে। বিদ্যালয় বা শ্রেণীকক্ষ গ্রন্থাগার তৈরি করে এই পুস্তক গুলি রাখতে হবে। পাড়ার শেষে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবে শিশুরা।

		১৩) এই নিয়ে শ্রেণি কক্ষে একটি সংগ্রহ শালা তৈরি করা যেতে পারে। পুরানো জিনিসের রেপ্লিকাও তৈরি করা যায় বা সেগুলির ছবি জোগাড় করে এই সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধ করা যায়। ১৪) এ বিষয়ে নানা দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ ইতিমধ্যেই তৈরি আছে। সে গুলি থেকে বেছে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা কয়েকটি ক্লীপ শিশুদের দেখাতে পারেন। স্থাপত্য ও নিদর্শন যে রক্ষা করা শিশুদের কর্তব্য এই বোধ গড়ে তুলতে আলোচনা করতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্লক/মহকুমা/জেলার এই ধরণের পুরানো স্থাপত্যকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে একটি সচেতনতা মূলক দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যায়।

পরিশিষ্ট (খ) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা

পাতা বাহার

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
নরহরি দাস	(ক) প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে পশুপাখি-তাদের জীবন ধারনের পদ্ধতি, স্বভাব, শিশু লালন ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি। (খ) পশু পাখীদের প্রতি প্রেম সহানুভূতি, এ বিষয়ে সামাজিক কর্তব্য। (গ) উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্ম বিশ্বাস—এই দুটি গুণের মাধ্যমে মানুষ বড় হতে পারে।	প্রকৃতি, গাছ, স্বাধীনভাবে, স্বাধীন চেতনা, কাছাকাছি, পোকামাকড়, ডিম ফুটে, লোকালয়, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য গ্রহণ, কৌশল, শিকার ধরা, মায়ের যত্ন, স্নেহ, শিশু সুরক্ষা, বাসা বোনা, ওড়ার কৌশল, দেখভাল করা, খাঁচায় বন্দি না করা, ব্যথা লাগে, পশুদের প্রতি সহানুভূতি, ঢিল ছোঁড়া, লাঠি দিয়ে মারা, আঘাত লাগা, অবহেলা না করা, যন্ত্রণা না দেওয়া, দুঃস্থ পশুপাখিদের আশ্রয়, গাছে গাছে হাড়ি বাঁধা, পশু পাখি হত্যা আইন নিষিদ্ধ, শাস্তি যোগ্য অপরাধ, বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসী হওয়া, বুদ্ধি প্রয়োগ, উপায় বের করা, সিধান্ত নেওয়া, ধৈর্য, চালাকি, ভেঙ্গে না পড়া, বিপদে ভয় না পাওয়া, এগিয়ে যাওয়া, মস্তানি, চমৎকার, জন্তু, গর্ত, মন্ত্রণ, তেড়ে আসা, আশ্চর্য, পাঞ্চাশ, ভয়ানক, জিজ্ঞেস, অন্ধকার, নিশ্চন্ত, চালাকি, বিপদে, স্থির থাকা, আত্ম বিশ্বাস, উপস্থিত বুদ্ধি, স্বাধীনতা, বুদ্ধিমান, ভয়ে-ভয়ে, রাক্ষস-টাক্ষস, গ্রাস-নিশ্বাস, সর্বনাশ, যত্ন, প্রাণী, হতভাগা, কড়ি।
ছেলেবেলার দিনগুলি	ক) প্রথাগত খেলাধূলার বাইরে শিশুদের ইচ্ছামূখী স্বাধীন ছোটাছুটি, মজা আনন্দদায়ক তিযোগিতার খেলা এবং সেগুলির মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব দলবদ্ধতা	খেলাধূলা, খুশিমত, স্বাধীনতা, মজা পাওয়া, দুষ্টুমি করা, অনুকরণ হৈ হুল্লড়, চর্চা, দেওয়া নেওয়া, ইচ্ছে খুশী, অভিজ্ঞতা, ছোটাছুটি, এক্কা দোক্কা, ড্যাং গুলি, কবাডি, খো খো, ফুটবল, হার জিত, দুঃখ না পাওয়া, পছন্দ, প্রথম, বসে, মজাই মজা, কল্পনা শক্তি ও তার বিকাশ, ছড়া তৈরি, শব্দ মেলানো, ছবি থেকে গল্প, গল্প থেকে ছবি, রাউন্ড, গুটি খেলা, উদ্ভট কল্পনা, লূড, চাইনিস চেকার, দাবা, বাঘ বন্দি খেলা, ঘর কন্নার খেলা, রান্না বান্না, হাড়ি কুড়ি, পুতুল ঘর,

	সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিকাশ। খ) খেলার চলে ছবি ছড়া গল্প তৈরি করতে করতে শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ।	পুতির গয়না, বাদানুবাদ, আনমনে, থল থলে, পুতির গয়না, গুরুগম্ভির, আসতে আসতে, ভেবে ভেবে, ধীরে, ধীরে, শক্ত, কুড়িয়ে নিয়ে, মজবুত, ঘর কন্না, রান্না বান্না, হাড়ি কুড়ি, হাতা বেড়ি, অপ্রস্তুত, উদ্ভট কল্পনা, উপক্রম, স্বপ্ন, আনন্দ, চেঁচামিচি, গল্প স্বল্প, অগ্নি কান্ড, অনিষ্ট, হাসি, যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্বেষ, নিভানো, নিশান-টিশান।
আমাজনের জঙ্গলে	(ক) মানব সভ্যতায় ভাষাই একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম নয়। ছবি, কৃৎ কলা, অঙ্গ ভঙ্গি, ইশারা শব্দ ও ধ্বনির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করা যায়। (খ) অরণ্য কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা ও নগরকেন্দ্রিক মানব সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বন জঙ্গল ও অরণ্যের প্রতি মানুষের সচেতনতার অভাব বৃক্ষ ধ্বংস করে এলাকার দ্রুত রূপান্তর সাধন।	অঙ্গ ভঙ্গি, সংকেত, বাজনা বাজিয়ে খবর পাঠানো, ঢাক, ইশারা, অরণ্য, সবুজ, প্রকৃতি, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ, ধুলো, ধোয়া, দূষণ, কলরব, ইট, কাঠ, পাথর, পারস্প্রিক, ভালোবাসা, জটিলতাহীন জীবন, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা কম, সবুজ গাছ পালার সংখ্যা কম, আবর্জনা, ময়লা, নোংরা, জটিলতা, ব্যস্ততা, জঙ্গল, বাগান, ডলফিন, মস্তিস্ক, ইশারা, বনের মানুষ, অরণ্য বন, পার্থনা, রক্ষাকর্তা, শেষ প্রান্ত, গাদাগাদি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ, গভীর, বাক্স, পূর্ণিমা, আপনমনে, আনন্দে বিভোর, প্রাসাদ, বিশাল, নদী, কোলে তোলা, কাটকুটো, এক পলক, অদ্ভুদ, শীত, বসন্ত, নদনদী, মরুভূমি।
দক্ষিণমেরু অভিযান	রহস্য উন্মোচন, আত্মতুষ্টি ও আনন্দলাভ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকে উপেক্ষা এবং দেশের হয়ে অভিযানে গৌরববোধ।	রহস্য উন্মোচন করা, দলবদ্ধ হয়ে যাওয়া, অজানাকে, অচেনাকে চেনা, গৌরব, একে অপরকে সাহায্য করা, শারীরিক কষ্ট, আত্মতুষ্টি, সাহসিকতা দুর্গম, অভিযান, বিপদে দিশাহারা না হওয়া, বিচলিত হওয়া, জানা, আবিষ্কার, দক্ষিণ মেরু, ইংল্যান্ড, দ্বীপ, তীব্রতর, বিধাতাপুরুষ, কমান্ডার, আকাঙ্খা, তাবু, অসাধ্যসাধন, অজ্ঞান, অবসন্ন, জন্মগ্রহণ, সমুদ্রযাত্রা, অভিযান, অক্সিজেন, দুরন্ত, ক্ষুধা, শ্লেজ গাড়ি, ফেব্রুয়ারী, দলসুদ্ধ, ডিসেম্বর, নভেম্বর, অজানা পথ, পরিশ্রম, শারীরিক, ক্ষমতা, খাদ্য, কষ্ট, ট্রেক, ওষুধ, টিনের খাবার, আনন্দ, উন্মোচন, পথ।
অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়	বর্ষার দিনে স্বাধীন ভাবে নিজের খুশী মত আনন্দ উপভোগ এবং শৈশবের রহস্য রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা	গাছ কোমর, দঙ্গল, নলক, ফুর্তি, পড়ন্ত বেলা, বাট জোড়া, ঘোট পাকানো, ঘুর পাঁক খাচ্ছে, উল্টান ছাতার মতন, বাতাস, বিদ্যুৎ, মনের ডানা মেলে ওড়া, স্বাধীন ভাবনা, ইচ্ছে, অচেনাকে চেনা, বৃষ্টির গন্ধ, টুবু টুবু, মন ছটপট, বেপরোয়া বৃষ্টি, পাট ক্ষেত, দিগন্ত পর্যন্ত, দেশান্তর, নিরাশ্রয়, গ্রজন, আশাঢ়ান্ত, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, সূর্যাস্ত লেখা, রক্তহীন, তুক- তাক।

নদী পথে	অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ কল্পনা এর তুলনা	মেঘের মত পাহাড়, আকাশ জুড়ে, টগর ফুলের মতো, রুপোর থালার মতো, পূর্ণিমার চাঁদ, লাল থালার মতো সূর্য, মোচার মত ভেসে থাকা নৌকা, সাদা চামড়ের মতো কাশ ফুল, তারা, হলুদ গাঁদার বিছানা, সবুজ কার্পেটের মত, মুক্তার মত নদীর ধারের মণি, সাপের মতো নদী চলেছে একে বেঁকে, লাল আবিরের মতো সূর্য, ধান ক্ষেত, পাথর গুলো, তৃণলেশহীন, উঁচু চর, এক ঘেয়ে, এখানে ওখানে ছড়ানো, পাথরে মড়া, ঢাকতে পারা, রওনা হতে অতি পাতলা নীল ওড়নার মতো, বোধ হচ্ছে বননীল, আড়াআড়ি, নীল কুয়াশা, বেলা পড়ে আসছে, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, নীলাম্বরী আঁচল, বৃহস্পতি, জ্বলজ্বলে, পশ্চিম আকাশে, রুপালী, জরির পাড়, নৌকা, উজান, ভাঁটা- জোয়ার, রাত দিন, সময়, প্রকান্ড ঐরাবত, অনুজ্জ্বল, রৌদ্রে, চরের, জিহ্বা, দিকচক্রবালে, মনের আকাশ, আনন্দ, ভাটিয়ালি গান, অন্ধকার, আলো, অচেনা, অজানা, ন্দী-জল, জীবন, দূসণমুক্ত, জল, অস্ত-উদয়, লেন-দেন, আয় ব্যয়, ব্যবসা বাণিজ্য, স্টীমার, ডিঙি, নৌকা, ঋতু অনুযায়ী নদীর রূপ।
যতীনের জুতো,	সব বিষয়ে যত্ন ও সৌন্দর্যবোধ	অভ্যাস, সু অভ্যাস, পরিচ্ছন্ন, মায়া, যত্ন, জায়গা, নিজে নিজে, ঠোঙা, জিনিসপত্র, উৎপাত, সুড়ুৎ, গোৎ, বোঁ, বোঁ, মচমচ, জড়াজড়ি, জোড়াতাড়া, চৌক, একজোড়া, সোঁ করে, উঠে গিয়ে, শ্রান্ত, এখনও, অন্যায়, বড্ড, ব্যাথা, ফিসফিস, টনটন, সোঁ করে উঠে গিয়ে নেমে এল, অত্যাচার না করা, শিক্ষা দি, ভোগান্তি, ধুয়ে মুছে, ব্রাশ করা, কালি দেওয়া, মোছা, নিজের জিনিসের যত্ন করা, অভ্যাস, সিড়ি ডেঙানো, অজানা বেলুন, মজা, মায়া, মমতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রিয় জিনিস, উড়ে বেড়ানো।
মায়াদ্বীপ	শিশুর মনোজগত নানান কল্পনার সত্যতাকে সম্মান দেওয়া। ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্যি জলকন্যা নিয়ে শিশুর ভয় ও কুসংস্কার এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বিচার বোধ।	ভূত, মৎস্য কন্যা, কুসংস্কার, অযথা, হুস, চোখ ধাধিয়ে, বিশ্বাস, যাত্রী, ডুব, আতঙ্ক, ছায়া ছায়া, কিসের যেন শব্দ, মায়াবী ডাক, ভূত, মায়া, কুসংস্কার, জলপরী, পেত্নী, ছায়া, অন্ধবিশ্বাস, জলকন্যা, অন্ধকার, জলকন্যা, ঢেউ, ঝড়- ঝাপটা, মনে ভয়, ঘুটঘুটে, আওয়াজ, নৌকা, শুশুক, ডলফিন, অধীর আগ্রহে, ঘাট বাঁধানো, মামাবাড়ি, হেড মাঝি, বাতাসি, পুরনো গাছ, বড়ো নদী, হলুদ রঙের পাল, কিলবিল, চিনতে শিখছি, হুস করে।

পরিশিষ্ট (খ) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা

পরিবেশ পরিচিতি

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
জীবজগৎ	ক) জড় ও জীবের ধারণা খ) বিভিন্ন প্রকারের জীব তাদের কাজ এবং তাদের খাদ্য শৃঙ্খল গ) জল ও ডাঙ্গার উদ্ভিদ ঘ) বাড়ির আশেপাশের প্রাণী আকৃতি রূপ, বাসস্থান তাদের প্রতিরক্ষণ কৌশল এবং হারিয়ে যেতে বসা প্রাণীদের তথ্য	জড় পদার্থ, শ্বাস নেওয়া বা ছাড়া, জায়গা পরিবর্তন করতে পারা, আকারে বাড়তে পারা, লাফালাফি করা, স্পর্শ করবে, সাড়া দেয়, জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, বট গাছ, ঘাস, কুকুর, খাট, বালি, বাড়ি, পাথর, বিড়াল, মানুষ, পোকা গঙ্গা ফড়িং, ইঁদুর। খাবার জোগাড় করা, জায়গা পরিবর্তন করা, ডিম পাড়া, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া, মরে যাওয়া, আকারে বেড়ে ওঠা, খাদ্য গ্রহণ করা, ভয় পাওয়া, প্রতিরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা, এক জন অন্য জনকে খায়, ব্যাঙ ও পোকা মাকড়, সাপ আর ব্যাঙ, সাপ আর মানুষ, সব মেরে খাওয়া চলে না, অন্য জীবের ওপর নির্ভর করি আমরাও। স্যাত স্যাতে জায়গায় জন্মানো গাছ, জলের নীচে জন্মানো গাছ, জলে ভাসমান গাছ, শুকনো মাটিতে জন্মানো গাছ, পাহাড়ি জায়গার গাছ, বালিতে জন্মানো গাছ, নোনা জলের পাশে জন্মানো গাছ, ডাঙ্গার গাছ, কাঁটা যুক্ত গাছ, ফুল ও ফল হয় এমন গাছ, ফুল ও ফল হয় না এমন গাছ, লতানো গাছ, জ্বালানি পাওয়া যায় এমন গাছ, পানা, ফনী মনসা, জিওল, শিমুল, পলাশ, শাল, গরান, পাইন, কাঁটা গাছ। জলজ প্রাণী, মেরুদন্ডী, অমেরুদন্ডী, সরীসৃপ, মেরুদন্ডী, ডাঙার প্রাণী, অমেরুদন্ডী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, পাখি জাতীয় প্রাণী, ডানা আছে, ডানা নেই
আবহাওয়া ও বাসস্থান	ক) বাতাসের উপাদান, জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর ভূমিকা খ) ঋতু ও আবহাওয়া – আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও উৎসব গ) চারপাশের উভিদ এবং প্রাণী ও তাদের বাসস্থান, বন জঙ্গল, পাহাড় মরুভূমি নদী ও	বাতাস, জীবন বেঁচে থাকা, অক্সিজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, অঙ্গার, অঙ্গারক, দূষণ, ধোঁয়া, ধুলো, কারখানা, জঞ্জাল, নি:শ্বাসের কষ্ট গাছ, গাছ লাগানো, বদ্ধ, মুক্ত আবহাওয়া, ছয় ঋতু, ঋতুরঙ্গ, গ্রীষ্ম(বৈশাখ, জৈষ্ঠ), [প্রবল তাপ, দক্ষিণা বাতাস, গন্ধরাজ ফুল,ফল- আম, কাঁঠাল, লিচু], ১লা বৈশাখ, বর্ষা (আষাঢ়, শ্রাবণ) যুই, কেয়া কেতকী, শরৎ (ভাদ্র, আশ্বিন) শিউলি, অপরাজিতা, পদ্ম, বাতাবি লেবু, আখ, দুর্গা পুজো, দীপাবলি, হেমন্ত (কার্তিক আঘ্রান), নতুন চাল, পিঠে পুলি, নবান্ন উৎসব, শীত(পৌষ,মাঘ) ডালিয়া, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, কমলালেবু, আপেল, সরস্বতী পুজো বসন্ত (ফাল্গুন চৈত্র) কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, দোল উৎসব। নারকেল গাছ, সুপারি ,তাল, খেজুর, আম, জাম, ধান, পান ইত্যাদি, কাঠবিড়ালি, কুকুর বিড়াল, গোরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল,কেন্নো, পিঁপড়ে, মৌমাছি, গাছ কাটা, শহরের বড়ো বড়ো বাড়ি, জলাশয় বুজিয়ে বাড়ি, বাবুই পাখির বাসার ধরন, ঝড়ে সুবিধা- অসুবিধা, শামুকের চলন, কচ্ছপের চলন, গোরুর চলা, বিড়ালের দৌড়ানো, কুকুরের পাহারা দেওয়া, বাঁদরের গাছে গাছে থাকা, হনুমানের কলা খাওয়া, হাঁসের জলে চলার সময় পা, কীভাবে

	সাগরের নীচে উদ্ভিদ ও গাছ ঘ) উদ্ভিদ ও প্রানির থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে ঙ) ভ্রমণ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান	চালনা করে, নদীর তীরে মাছরাঙা, কাঠঠোকরার ঠোঁট দিয়ে ঠকঠক করা
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	ক) জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলের অপচয় রোধ খ) আগুনের ব্যবহার ও তাঁর সাবধানতা (অতীত ও বর্তমান) গ) গাছের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আবর্জনা ও ঝোপ জঙ্গল থেকে সাবধানতা- বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধানতা) ঘ) পশু ও পাখি পোষার কারণ ঙ) প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান) চ) পাথর ও ধাতুর ব্যবহার ছ) কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া ঙ) ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজ	প্রকৃতি, নদী, নৌকা, জল, জলপথ, জলাশয়, রান্না, জলই জীবন, সিমেন্ট, স্নান, শক্তপোক্ত, হ্রদ, মাচা, বন্যা, পৃথিবী, গাছ, জনবসতি, জল নষ্ট না করা, বৃষ্টির জল জমানো, পলিমাটি, বাণিজ্য। আগুন, আবিষ্কার, অগ্নি, ব্যবহার, জরুরি, জ্বালানো, অন্ধকার, খাবার ঝলসে, পোড়া, কামারশালা, পোড়া ইট, পোড়ামাটির কাজ, রান্না, খাওয়া, শীত থেকে বাঁচা, লোহা আগুনে গরম করে নরম করা, দাহ্য পদার্থ(খড়, শুকনো পাতা, বিচালি, কেরোসিন, পেট্রোল, বাজি তৈরির মশলা), জ্বলন্ত স্টোভ, অতিরিক্ত পাম্প, গ্যাসের নব দেখা, পেট্রোল পাম্পে মোবাইল ফোন না ধরা, রান্নার গ্যাস জ্বালানো থাকলে মোবাইলে কথা না বলা, পুজোর ঘরে প্রদীপ বা ধূপ জ্বালিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে। বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধান গাছই প্রাণ, অনেক গাছে ছাল দিয়ে ওষুধ, মূল/কাণ্ড দিয়ে ওষুধ, গাছের মোটা ডাল দিয়ে পশুদের থেকে বাঁচা, গাছ থেকে ফল পাই, বেশ কিছু ফল খাই, সুন্দরী গাছ বন্যার ক্ষতি কমায়, তুলসী পাতা সর্দি থেকে বাঁচায়, প্লাস্টিক ব্যবহার না করা, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলা, আর্বজনা, ঝোপঝাড়, সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড়, জঙ্গল সাফ করা, ব্লিচিং গ্যামাক্সিন দিতে হয়, মাকড়সার লালা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা উচিত। -কুকুর, বিড়াল, ছাগল, গোরু, ভেড়া , ঘোড়া পোষ মানে, কখনো হাতিও পোষ মানে, পশু পাখিকে যত্ন করলে মন ভালো হয়, লোমওয়ালা, আত্মরক্ষা, পাখির ডিম, গোরু, ছাগলের দুধ, ভেড়া থেকে পশম, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে হিংস্র প্রাণী, হিংস্র প্রাণী পোষ মানে না। যন্ত্রপাতি, ইংরাজিতে, পাথর দিয়ে প্রাচীন হাতিয়ার, পশুর হাড়ের সূচ, বাঁশ দিয়ে হাতিয়ার, এখন স্টিলের সূচ, লোহা দিয়ে কুড়ল, কাস্তে, কুঠার, নিড়ানি, ধাতু, বাসন, সোনা, রুপো, তামার গয়না, লোহা এবং ব্যবহার, হারিয়ে যাওয়া, ভেষজ গাছের খোঁজ---রোগ সরানোর গাছ মানেই ভেষজ উদ্ভিদ, শিকড়-বাকড়, কালমেঘের পাতা, থানকুনি পাতা, তুলসী, নিম, সিঙ্কোনা। কাঠএর গুঁড়ি দিয়ে চাকা, ভেঙে যেতো, পচে যেত, মজবুত নয়, ধাতুর ব্যবহার, লোহার বেড়, রবারের টায়ার, হাওয়া ভরা, সুবিধা, সহজে যাতায়াত

জীবিকা ও সম্পদ	ক) এলাকা ভিত্তিক জীবন ধারণ ও প্রকার খ) জীবিকা ও নানা রকমের হাতের কাজ কুটির শিল্প- শিল্পের উপাদান গ) প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তাঁর ধারাবাহিকতা ঘ) লোক শিল্প- গল্প, গান, নাচ চিত্র শিল্প	পাহাড়ি অঞ্চলে গাছের ফল বিক্রি(কমলালবু, স্কোয়াস), চা বাগানে চা পাতা সংগ্রহ করা, চা পাতা তৈরি, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসবাবপত্র তৈরি, ভেড়া থেকে উল তৈরি করা, গরম পোশাক তৈরি করা , পর্যটকদের জন্য গাড়ি ভাড়া দেওয়া, মোমো বিক্রি করা, উলের কার্পেট তৈরি করা। প্রথাগত শিক্ষা ছারাই শিল্প সৃষ্টি এবং তাঁর ধারাবাহিকতা মাটির পুতুল, পোড়া মাটির কাজ, কাঁথা সেলাই, বেতের কাজ, ডোকরা, পাটের সুফো দিয়ে সাজানোর জিনিস, শোলার কাজ, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে – কাঠ চেরাইয়ের কলে কাজ করে। বীরভূম, বাঁকুড়া --- পোড়ামাটির কাজ, ডোকরা, নকশা তোলা কাপড়ে, তাঁত বোনা। বর্ধমান অঞ্চলে তালপাতার পুতুল, কাঠের পুতুল, নানা ধরনের ধান চাষ করে জীবন চালায়। কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লা তোলা কাজে যুক্ত। পাথর খাদানের কাজ। মাছ ধরা, চিংড়ি মাছের রফতানি, মধু সংগ্রহ, গাছের পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করা। বাঁশের জিনিস, বেতের জিনিস। লোকগাধা, লোক গান (সারিগান, জারি গান, ভাটিয়ালি গান, বাউল গান ধানভাঙার গান, ছৌ নাচ, ঝুমুর নাচ গম্ভীরা।
আমাদের আকাশ	ক) আলো ছায়ার খেলা – দিন আর রাত্রির বিজ্ঞান – চাঁদের পিঠে আলো – পূর্ণিমা অমাবস্যার সূত্র খ) আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী – মহাকাশ অভিযান	পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ঘোরে, আলো, আলোকিত, ভরবেলা, সন্ধ্যাবেলা, ঝলমল, অন্ধকার, পাঁক খাওয়া, পূর্ণিমা, কমলালেবুর কোয়া, পৃথিবী থেকে দেখলে কালো দাগ, চাঁদের কলঙ্ক, গোল থালা, চাঁদের উল্টো পিঠ, সপ্তর্ষি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচ, অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা, বিজ্ঞানী, ক্যামেরা, আর্জভট্ট, গ্যালিলিও, সৌরজগৎ, যন্ত্রপাতি, মহাকাশ, উপগ্রহ
মানুষের পরিবার ও সমাজ	ক) মনুষ্য সমাজ – পরিবার ও আত্মীয়তা, শারীরিক ভাবে অক্ষমদের সহযোগিতা, নারী পুরুষের কাজ, সমান মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য সমাজ। খ) চাষের সেকাল ও একাল গ) মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজ – মানুষের সমাজের তাদের ভূমিকা	জেলে মাছ ধরে, বিক্রি করে, চাষি চাষ করে, গোলায় জমা করে, তেল নুন, প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়, বাজার যাব, চাল ডাল কেনা, ডিম, মাছ, মাংস রেফ্রিজারেটরে রাখা, টিনে বা প্যাকেটে বন্দী খাবার। উৎসবে আমিষ খাবার- মাংস, ডিম, মাছ, বিরিয়ানি। নিরামিষ- খিছুড়ি, আলুর দম পোলাও পায়েস ফিরনি রাজমা, পনির সবজি শুক্তো মিষ্টি, নানা ধরনের খাওয়া – ঝলসান মাছ/ মাংস, কাঁচা মাছ, কাঁচা মাছ ভাপানো, স্যালাড, মুগ-ছোলা ভেজানো, সেকালের বন্য প্রাণী শিকার, খাদ্য গ্রহণ, গরু, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া পোষ মানানো হত, গরু, মহিষের দুধ, ভেড়ার লোম, ছাগলের দুধ, যানবাহনের জন্য ঘোড়া, গরু, হাতি, উটের ব্যবহার। সেকাল- লাঙ্গল, বলদ, ঘোড়া, কোদাল, জলসেচ, নদীর জল। একাল-ট্রাক্টর, নিড়ানি, আত্মীয়, পরিজন,সমাজ, জোঁটবেঁধে থাকা, মিলেমিশে,সবাই মিলে, প্রতিবন্ধী, অঙ্গ, দুর্ঘটনা,অসুস্থ, চোখে দেখে না, কানে শোনে

	ঘ) নানান ধরনের রান্না বান্না (আমিষ/নিরামিষ) উৎসবে খাবার, এলাকা ভিত্তিক পরিচিত খাবার। ঙ) খাদ্য আদান প্রদান থেকে হাট বাজার, খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	না, কথা স্পষ্ট নয়, বোবা, পা নেই, হাত নেই, নাকে নাকে কথা বলে, ঠোঁটের কাছটি কাটা, উঁচু- নীচু, গর্ত, ছবি দিয়ে গল্প শেখানো, দল বেঁধে, পদবি, খাসিয়াদের সমাজে মেয়েরা প্রধান, মেয়ের ঘরসংসার করে ও বাইরের কাজ করে, পুরুষেরা শুধু বাইরে কাজ করে, বর্তমানে মেয়েরাও গাড়ি, রেল, প্লেন চালাচ্ছে, অফিসে একই কাজ করছ, প্রতিমা গড়ছে।
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ	ক) মাটি নিজস্ব গুণ হারাচ্ছে – মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ি দূষণ বাড়ছে খ) পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নত পরিবেশ রচনা গ) এলাকার পুরনো স্থাপত্য ও পুরনো নিদর্শন সংরক্ষণ	বায়ু দূষণ বন্ধ করতে হবে, যত্ন করতে হবে পুরোনো পুঁথি বাজনা পোশাক ইত্যাদির যত্ন নিতে হবে, জাদুঘর, জল, আরসেনিক, জল সেচন ব্যবস্থা দুর্বল, কারখানার ক্লোরাইড, মৃত পশু ভাসানো, যন্ত্র চালিত নৌকা, জল দূষণ, গাছ কাটা, বায়ু দূষণ, প্লাস্টিক, মাটির কণা, রাসায়নিক সার, গৃহস্থালির নানা বর্জ্য

পরিশিষ্ট (গ)

পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ

পাঠের নাম	মূলভাব	নৈতিক মূল্য বোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
নরহরি দাস	আত্মপ্রত্যয়, বুদ্ধি যার বল তার	ক) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করা, (খ) বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস (গ) জীব জন্তুর প্রতি সহমর্মিতা
ছেলেবেলার দিনগুলি	বন্ধুত্ব, দলগত খেলা এবং মিলে মিশে থাকা	ক) প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বোধ খ) স্বাধীন কল্পনা শক্তির চর্চা
আমাজনের জঙ্গলে	দেশ বিদেশের অভিযান/ অকুতোভয়তা/নতুন আবিষ্কার	ক) ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) অরণ্য সংরক্ষণের প্রতি সদর্থক মনোভাব গড়ে তোলা
দক্ষিণমেরু অভিযান	অভিযান/অকুতোভয়তা/ নতুন আবিষ্কার	(ক) জানার প্রতি আনন্দবোধ ও গৌরববোধ
অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়	মাঠে ঘাটে খেলে বেড়ানোর আনন্দ ও শৈশবের রোমাঞ্চ	(ক) স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আনন্দ বোধ
নদী পথে	নিসর্গ অবলোকন ও রোমাঞ্চ উপভোগ	(ক) কল্পনা শক্তির চর্চা
যতীনের জুতো	কাল্পনিক সত্য ও কল্পনার আনন্দ	(ক) পরিচ্ছন্নতা, যত্ন ও সৌন্দর্যবোধ

মায়াদ্বীপ	কাল্পনিক সত্য ও কল্পনার আনন্দ	ক) কল্পনার আনন্দবোধ, (খ) কুসংস্কার বিরোধী যুক্তিবিচার বোধ

পরিশিষ্ট (গ)

পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ

পাঠের নাম	মূলভাব	নৈতিক মূল্য বোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
জীবজগৎ	ক) জড় ও জীবের ধারণা খ) বিভিন্ন প্রকারের জীব তাদের কাজ এবং তাদের খাদ্য শৃঙ্খল গ) জল ও ডাঙ্গার উদ্ভিদ ঘ) বাড়ির আশেপাশের প্রাণী আকৃতি রূপ, বাসস্থান তাদের প্রতিরক্ষণ কৌশল এবং হারিয়ে যেতে বসা প্রাণীদের তথ্য	ক) পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি খ) বন্য পরিবেশ রক্ষার প্রতি মমত্ব বোধ গ) নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের প্রতি বেদনা অনুভব
আবহাওয়া ও বাসস্থান	ক) বাতাসের উপাদান, জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড এর ভূমিকা খ) ঋতু ও আবহাওয়া – আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বিভিন্ন ঋতুতে ফুল, ফল ও উৎসব গ) চারপাশের উভিদ এবং প্রাণী ও তাদের বাসস্থান, বন জঙ্গল, পাহাড় মরুভূমি নদী ও সাগরের নীচে উদ্ভিদ ও গাছ ঘ) উদ্ভিদ ও প্রানির থাকার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে ঙ) ভ্রমণ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান	ক) পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি খ) চেনা পরিচিত পরিবেশের প্রতি মমত্ব বোধ গ) প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	ক) জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জলের অপচয় রোধ খ) আগুনের ব্যবহার ও তাঁর সাবধানতা (অতীত ও বর্তমান) গ) গাছের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আবর্জনা ও ঝোপ জঙ্গল থেকে সাবধানতা- বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড় থেকে সাবধানতা) ঘ) পশু ও পাখি পোষার কারণ	ক) সাদৃশ্য ও পার্থক্যের নিরূপণ ক্ষমতা খ) অতীতকে অনুধাবন করা গ) জল অপচয় রোধের প্রতি মনোভাব তৈরি ঘ) বর্জকে নিয়ে তার উপলব্ধি সঠিক করা

	ঙ) প্রাচীন হাতিয়ার থেকে যন্ত্রপাতি (অতীত ও বর্তমান) চ) পাথর ও ধাতুর ব্যবহার ছ) কাঠের গুড়ি থেকে চাকা ও আধুনিক গাড়ি ঘোড়া ঙ) ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, তার ব্যবহার – হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজ	
জীবিকা ও সম্পদ	ক) এলাকা ভিত্তিক জীবন ধারণ ও প্রকার খ) জীবিকা ও নানা রকমের হাতের কাজ কুটির শিল্প- শিল্পের উপাদান গ) প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই শিল্প সৃষ্টি এবং তাঁর ধারাবাহিকতা ঘ) লোক শিল্প- গল্প, গান, নাচ চিত্র শিল্প	ক) পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি খ) নান্দনিক বোধ তৈরি করা গ) লোক সংস্কৃতির প্রতি সদর্থক মনোভাব তৈরি করা।
আমাদের আকাশ	ক) আলো ছায়ার খেলা – দিন আর রাত্রির বিজ্ঞান – চাঁদের পিঠে আলো – পূর্ণিমা অমাবস্যার সূত্র খ) আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী – মহাকাশ অভিযান	ক) পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি
মানুষের পরিবার ও সমাজ	ক) মনুষ্য সমাজ – পরিবার ও আত্মীয়তা, শারীরিক ভাবে অক্ষমদের সহযোগিতা, নারী পুরুষের কাজ, সমান মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য সমাজ। খ) চাষের সেকাল ও একাল গ) মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজ – মানুষের সমাজের তাদের ভূমিকা ঘ) নানান ধরনের রান্না বান্না (আমিষ/ নিরামিষ) উৎসবে খাবার, এলাকা ভিত্তিক পরিচিত খাবার। ঙ) খাদ্য আদান প্রদান থেকে হাট বাজার, খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	ক) যুক্তি বিচার বোধ তৈরি করা খ) নারীদের ভূমিকা নিয়ে অবগত হওয়া গ) চাষ ও পশুপাখি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ঘ) অতীতকে উপলব্ধি করা ও অতীতের নিরিখে বর্তমানকে দেখার সামর্থ্য অর্জন
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ	ক) মাটি নিজস্ব গুণ হারাচ্ছে – মাটি দূষণ, জল দূষণ ও বায়ি দূষণ বাড়ছে খ) পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নত পরিবেশ রচনা গ) এলাকার পুরনো স্থাপত্য ও পুরনো নিদর্শন সংরক্ষণ	ক) দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি খ) দূষণ মুক্ত পরিবেশ নিয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি গ) অতীত সংরক্ষণ নিয়ে ধারণা ও উপলব্ধি

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯